বিপুলা-বিলাপ

বা

সতীত্ব পরীক্ষা।

"ঐই যে ত্রিশূল, সতী হেরিছ এ করে,
তার আঘাত হতে গুরুতর বাজে
প্রশোক! চিরস্থায়ী, হায়, সে বেদনা,—
দিহর কাল তাহা না পারে হরিতে।"

—দুর্গাপুরাধিপতি মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত
রাজকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর মহোদয়ের
অনুমত্যানুসারে

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা গরাণহাটা ষ্ট্রীট ৪০ নং পুস্তকালয় হইতে
শ্রীপঞ্চানন ঘোষ দ্বারা
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।
চিৎপুররোড ৩২৩ নং ভবনে কমলাকান্ত যন্ত্রে
শ্রীকুঞ্জবিহারী সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৬।

PREFACE.

In this age of novels, new publications may daily be counted by hundreds. All the sensational subjects in the Ramayana and the Mahabharata those storehouses of sanskrit legendary treasure have almost been exhausted and dealt with in various ways by the different authors, each according to his own choice. It is, therefore, almost useless to take up any portion of those works for composing a novel which will be really interesting to our readers. But there is another sanskrit Purana of no less interest and importance, which is yet untouched by our novel writers. The Pudma Purana whose existence was unknown to Bengali readers till quite lately, as it had not till then changed its sanskrit garb, has now been made accessible by a very good Bengali translation. This novel, now offered to the public is based upon that work and has been composed at the special request and encouragement of Maharajah Rajkissen Sing Bahadoor of Susung-Doorgapore in the district of Maimansing.

The subject has enough of thrilling interest in the shape of the numerous trials which chastity undergoes and which that rare and precious virtue finds no difficulty in overcoming by its sterling worth; and if this novel can succeed in bringing home to its readers one hundredth part of that

interest, the author will deem it an ample recompense for his labours.

It needs scarcely be said, that this book is especially adapted to the ladies of Bengal. It abounds in instances of unshaken fidelity of the wife, of the extremities of love and chastity, of the forsaken damsel bursting into tears, of the bereaved parents uttering heartrendings cries and ravings on the loss of their beloved son, and of a host of other thrilling circumstances too many to be mentioned in detail. In short, every reader will not fail to be moved to tears on a perusal of this book. It is not too much to say that this book will afford more healthy lessons of conjucal fidelity than even an account of Sita Shabitri or Shoti in the Mahabharata.

15th March 1890
19 Durjeeparah Street
Calcutta,

Ganendra Chunder Mitter.

ভূমিকা।

আজকাল নভেল ও নাটকের অতিশয় প্রাদুর্ভাব বশতঃ অনেকেই রামায়ণ মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণাদি অবলম্বন পূর্ব্বক নাটক লিখিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু "পদ্মাপুরাণ" নামক যে একখানি প্রাচীন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে, তাহা বোধ করি অনেকে অবগত নহেন। অধুনা মহারাজা রাজকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর মহোদয়ের বিশেষ অনুরোধে ও উৎসাহে আমি উক্ত "পদ্মাপুরাণ" অবলম্বন করিয়া এই বিপুলা-বিলাপ বা সতীত্ব-পরীক্ষা পুস্তক খানি প্রণয়ন পূর্ব্বক সাধারণ সমীপে প্রকাশ করিলাম। বহু দিবস হইতে আমার এই কল্পনা ছিল যে, এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়া সাধারণের চিত্তরঞ্জন করিব, কিন্তু দৈহিক, মানসিক ও সাংসারিক কষ্টে মনোরথ সফল করিতে পারি নাই, এক্ষণে ইহা জগদীশ্বরের অনুকম্পায় জনসমাজে প্রকাশিত হইল। এখানি বঙ্গ কুলবালাগণের পক্ষে যে বিশেষ পাঠোপযোগী ইহা বলা বাহুল্য। সতীর পতিভক্তি ও সতীত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ইহাতে বিশেষরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এখন এইখানি সাধারণ সমক্ষে অভিনীত হইলেই আমার সকল পরিশ্রম ও যত্ন সফল হয়। অভিনয় কাল অতিত হইবার আশঙ্কায় অল্পকাল মধ্যে এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছি। অতএব ইহার কোন কোন স্থানে ভ্রম প্রমাদ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। মরালমালা

যেমন দুগ্ধের জলিয়ভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সারভাগ গ্রহণ করে, সেইরূপ সরল হৃদয় পাঠকগণ আমার ভ্রমপ্রমাদ জনিত অপরাধ মার্জ্জনা করিলে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব।

১২ই মার্চ্চ ১৮৯০ সাল
কলিকাতা
৪৯ নং দর্জ্জিপাড়া ষ্ট্রীট্

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

আমি এই বিপুলা-বিলাপ বা সতীত্ব-পরীক্ষার গ্রন্থস্বত্ব শ্রীযুক্ত বাবু পঞ্চানন ঘোষ মহাশয়কে উচিত মূল্যে বিক্রয় করিলাম। ইহাতে আমার নাম ব্যতিত অন্য কোন স্বত্ব বা সম্পর্ক রহিল না। আমি এই পুস্তক কখন নিজে ছাপাইতে পারিব না, বা অন্য কাহাকেও ছাপিতে অনুমতি দিব না ইতি।

১৫ই মার্চ্চ ১৮৯০ সাল
কলিকাতা
৪৯ নং দর্জ্জিপাড়া ষ্ট্রীট

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

উৎসর্গ পত্র।

সুসঙ্গ-দুর্গাপুরাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা রাজকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর মহোদয় সমীপেষু।—

মহারাজ!

যদিও এই সামান্য নাটকখানি ভবাদৃশ বহুগুণ-সম্পন্ন মহারাজের পবিত্র নামে উৎসর্গ করা নিতান্ত অসম্ভব এবং মৎসদৃশ মূঢ় অনভিজ্ঞ লেখকের পক্ষে অতীব উপহাসাস্পদ, তত্রাচ কি জন্য যে এই দুঃসাহসিক অনুচিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম,—তাহা বলিতে পারিতেছি না। তবে একটীমাত্র ভরসা এই যে, অনুগত আশ্রিত শিষ্য দীনদয়াল পরমদেব গুরুদেবের নিকট সর্ব্বত্র সর্ব্বদোষ-মার্জ্জিতও সমাদৃত হইয়া থাকে, এই আশায় ও ভরশায় আশ্বস্ত হইয়া এই ক্ষুদ্র নাটকখানি মহাশয়ের দেশ বিখ্যাত মহৎ নামে উৎসর্গ করিলাম। এক্ষণে সানুনয়ে নিবেদন এইযে,নিতান্ত হীন-জন গ্রথিত বনকুসুম-মালিকা ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে পরম কারুণিক দেবগলে অর্পিত হইলে তাহা যেমন ঘৃণাপরিত্যক্ত না হইয়া বরং সেই অধমোৎসর্গিত বস্তু সেই অধমতারণ দেব কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হয়, মহারাজ! সেইরূপ ইহাকে কিঞ্চিৎ আদরের সহিত গ্রহণ করিলে, এবং ইহার প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি রাখিলে সমুদয় পরিশ্রম সার্থক ও আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। এক্ষণে আমার চিরদুখিনী বিপুলাকে মহারাজের করকমলে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলাম।

চিরবিনয়াবনত—চিরানুগ্রহাকাঙ্ক্ষী

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

অভিনেতা।

পুরুষ।

মহাদেব	কৈলাসপতি।
ইন্দ্র	দেবরাজ।
সূর্য্য	গ্রহদেবতা।
নারদ	দেবর্ষি।
চন্দ্রধর	চম্পাকনগরাধিপতি।
লখিন্দর	ঐ পুত্র।
সত্যশীল	উজ্জয়িনীপতি।
মাতলি	ইন্দ্রের সারথি।
অনিরুদ্ধ	অপ্সর।
মারুত	পবন।

নাগরিকগণ। সৈনিকগণ। অমাত্যগণ। জনৈক রাজা।
ঘটক। দূত। যুবকদ্বয়। মন্ত্রী।
ধীবর। কালনাগ ইত্যাদি।

স্ত্রীলোক।

পার্ব্বতী	কৈলাসেশ্বরী।
পদ্মাবতী	ঐ কন্যা।
সনকা	চম্পকরাজমহিষী।
সুমিত্রা	উজ্জয়িনী রাজমহিষী।
বিপুলা	ঐ রাজকন্যা।
নেত্রাবতী	পদ্মাবতীর সখি।
চপলা	সনকার সখি।
সুলোচনা, হেমলতা, মনোরমা	বিপুলার সখীগণ।
উষা	অপ্সরা।

মালিনী। পরিচারিকা। নৃত্যকীবৃন্দ ইত্যাদি।

বিপুলা-বিলাপ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অমরাপুরী—ইন্দ্রসভা।

ইন্দ্র, মাতলি ও অন্যান্য দেবগণ আসীন।]

ইন্দ্র। মাতলি! অনিরুদ্ধ অপ্সর ও উষা অপ্সরাকে আনিবার জন্য কি দূত পাঠান হয়েছে?

মাত। দেবরাজ! দূত অনেকক্ষণ গিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করে নাই।

ইন্দ্র। মাতলি! নর্ত্তক ও নর্ত্তকীগণের মধ্যে অনিরুদ্ধ ও উষাকে আমি প্রাণের সম ভাল বাসি। বলিতে কি, উষার সম সর্ব্বগুণ সম্পন্না নৃত্যকী আমার আর কেহই নাই।

মাত। দেবরাজ! কেবল সর্ব্বগুণ সম্পন্না বলিবেন না, উষার ন্যায় রূপবতী আর আছে কি না বলিতে পারি না, উষাকালে যেমন জীবগণের মন প্রফুল্ল হয়ে উঠে, উষাকে দর্শন কর্‌লে, দেবগণের সেইরূপ চিত্ত প্রফুল্ল হয়।

ইন্দ্র। মাতলি! ও সকল কথায় আর প্রয়োজন নাই, তাঁহারা আস্‌চে না। কেন এখন আমার এই মহা ভাবনা

হয়েছে। আজ দেখ্‌চি তাহাদের জন্য দেবসভাতে আমাকে অপমানগ্রস্ত হ'তে হ'ল। (ক্ষণেককাল চিন্তা করিয়া আমি তাহাদের জন্য আর অপেক্ষা ক'র্ত্তে পারিনে, তুমি অপর দুই নৃত্যকীকে আনয়ন করে শীঘ্র নৃত্যগীত আরম্ভ করিতে বল।

মাত। যে আজ্ঞা দেবরাজ!

[মাতলির প্রস্থান]

[দূতের প্রবেশ।]

দূত। (প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক দণ্ডায়মান)

ইন্দ্র। দূত! অনিরুদ্ধ ও উষা কি আস্‌চে?

দূত। হে দেবেন্দ্র! তাদের আস্‌তে কিঞ্চিৎকাল বিলম্ব হবে বলে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছে।

ইন্দ্র। দূত! ক্ষমা প্রার্থনার হেতু কি? তা কি জেনে এসেছ?

দূত। হে সুররাজ! মহামোহই তার মুল কারণ, তাহারা এক্ষণে ইন্দ্রিয়সুখে মোহিত হয়ে রয়েছে।

ইন্দ্র। দূত! আমার আজ্ঞাকে তুচ্ছজ্ঞান করে তারা কি বিলাস সুখ্‌কে উচ্চ বোধ ক'র্ল্লে? তাদের সে সুখ ভোগ্‌কে বিষাদ সাগরে নিমগ্ন না করে আমি নিশ্চিন্ত হব না। তুমি সত্বরেই গমন কোরে তাহাদিগকে গিয়া বল, তাহারা আর যেন এ সুধর্ম্মা সভায় আগমন না করে।

দূত। যে আজ্ঞা দেবরাজ।

[দূতের প্রস্থান]

বিপুলা-বিলাপ।

[নৃত্যকীদ্বয় ও মাতলির প্রবেশ।]

ইন্দ্র। মাতলি! তবে সত্বরেই নৃত্য গীত আরম্ভ হউক।

(নৃত্যকীদ্বয়ের গীত বাদ্যের সহিত নৃত্য করণ)

রাগিণী মিশ্র খাম্বাজ তাল ঠুংরী।

সুবিমল ফুলদল, কি কোমল হায় গো।
পরিমল লোভে, এবে অলিকুল ধায় গো॥
এই ফুলে করে শর, অগ্রসর হয়ে শর,
মারে তারে প্রাণেশ্বর, যারে না সুধায় গো।
পতি প্রসন্ন যাহারে, কি ভয় এ ফুলশরে,
কত সুখ হ'তে পারে, বলা নাহি যায় গো।
হায় কি প্রেমেরি খেলা, হাতে গাঁথা ফুলমালা,
তবু অলি মাতোয়ালা, বসিবারে চায় গো॥

[সঙ্গীত করনান্তর নৃত্যকী দ্বয়ের প্রস্থান]

[অনিরুদ্ধ ও ঊষার প্রবেশ।]

অনি ও ঊষা। (কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক দেবরাজের সমক্ষে দণ্ডায়মান।)

ইন্দ্র। তোদের বিনয় বাক্য শ্রবণ কর্ত্তে আর আমার ইচ্ছা নাই। তোরা যেমত কার্য্য কোরেছিস্ তাহার ফল ভোগের জন্য মনুষ্য রূপে জন্ম গ্রহণ করে মর্ত্তে গিয়া বাস কর্ত্তে হবে।

অনি। হে স্বরেশ্বর! আমরা উন্মত্ত হয়ে আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছি, উন্মাদ ব্যক্তিদিগের হিতাহিত বোধ থাকেনা। আপনি কৃপাকরে আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন।

ইন্দ্র। দেব বাক্য কেহই কখন লঙ্ঘন কর্ত্তে পারে না। আমার বজ্র যেরূপ অব্যার্থ, আমার বাক্যকেও সেইরূপ বোধ কর্‌বে।

ঊষা। দেবরাজ! আপনি অতি বৃষ্টি অনাবৃষ্টি উভয়ই কর্ত্তে পারেন। দয়া ও দণ্ড এ উভয়ই আপনার মনোমধ্যে অবস্থিতি করে থাকে। আমরা অপরাধ করেছি বলে আমাদের দণ্ড প্রদান করেছেন, এক্ষণে কৃপা করে দয়া প্রকাশ না কল্লে আমাদের আর কোন উপায় নাই।

ইন্দ্র। তোরা যে কার্য্য করেছিস্, তাতে তোদের বিনয়, বাক্য আমাকে তীব্র শরের সম বোধ হচ্চে, তোরা পুনঃ পুনঃ আর আমাকে বিরক্ত করিস্‌নে।

ঊষা ও অনি। (ইন্দ্রের চরণযুগল ধারণ করিয়া রোদন) হায়! হায়! আমরা আপনাদিগের দোষেই স্বর্গভোগ ক্ষয় কল্লেম।

[মহাদেব, নারদ, পদ্মাবতী ও
নেত্রাবতীর প্রবেশ।]

নারদ। (স্বগত) হয়েছে, যা ভেবেছি তাই ঘটেছে। ভেবেছিলাম যে আজ একটা ঘট্‌বে, ঠিক তাই হয়েছে?

অনি ও উষা। (মহাদেবের পদধারণ করিয়া) হে অনাদি অনন্ত ভূতভাবন ভবানীপতি! আপনি আপনার দাস দাসীকে রক্ষা করুন।

অনি। জয় শম্ভু সোমেশ্বর, ভোলা মহেশ্বর,
রক্ষহে শঙ্কর এ দীন কিঙ্করে।
উষা। জয় অনাথ স্মরণ, বিপদ হারণ,
করি কৃপা দান রক্ষহে দাসীরে॥
অনি। জয় পাপী তাপি তারণ, হে ভূতভাবন,
শঙ্কট স্মরণ, লইনু শ্রীপদে।
উষা। না জানি সাধন, ভজন পূজন,
হে মধুসূদন, রক্ষহে বিপদে॥

মহা। বৎস অনিরুদ্ধ! বৎসে উষা! তোমরা তোমাদের হৃদয় দৃঢ় কর। বিপদ কালে অধৈর্য্য হওয়া উচিত নহে। ধৈর্য্যধারণ করে সময়ের প্রতিক্ষা করাই কর্ত্তব্য। অদৃষ্টের লিখন কেহই খণ্ডন করতে পারে না।

ইন্দ্র। (মহাদেবের প্রতি) হে অনাদি অনন্ত ভূতভাবন ভবানীপতি! হে দেব! আজ সামান্য ক্রোধের বশীভূত হয়ে বহু পাপরাসি সঞ্চয় করেছি। আজ আপনার রক্তিম নেত্রের কটাক্ষপাতে আমি দণ্ডায়মান হয়েছি। হে দেব! পাপী কি আপনার ক্রোধ হতে পরিত্রাণ পাবে না? হে কৈলাসনাথ! ইন্দ্রের এ পাপ কি অনিমোচ্য?

মহা। (ইন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া) দেবরাজ! অনুতপ্ত হয়োনা, তোমার কি সাধ্য, যে তুমি উহাদিগকে বিপদ সাগরে নিক্ষেপ করবে? সকলেই অদৃষ্ট অনুযাইক সুখ ও

দুঃখের পরিচর্য্যা করে থাকে, তবে একজন উপলক্ষ হয় এই মাত্র। আজ তোমাকে উপলক্ষ করে অনিরুদ্ধ ও উষাকে বিপদসাগরে নিমগ্ন করা হ'য়েছে। হে দেবেন্দ্র! অনিরুদ্ধ ও উষার দ্বারায় জগতের একটী মহৎকার্য্য সম্পন্ন হবে, ইহা পূর্ব্বহতে ধার্য্য হয়েছে। আজ সেই সময় উপস্থিত, তোমা-দ্বারা সেই কার্য্যের সূত্রপাত হল।

উষা। হে অনাথনাথ! হে অগতির গতি! তবে আর কি আমাদের গতি হবেনা! আর কি অমরভুবন দেখ্‌তে পাবনা? (রোদন)

নারদ। (স্বগত) আমি যা দেখ্‌তে পারিনে তাই আমার ভাগ্যে ঘটে, আর পোড়া হৃদয়ও তেম্নি পরের চোখের জল দেখলেই দ্রবিভুতহয়। যদি আমার কোন ক্ষমতা থাকৃতো, তাহলে এদের সপ্তম স্বর্গে বাস কর্ত্তে দিতাম।

অনি। হে শৈলেশ্বর! শিবানিপতে! হে বিপদতারণ জগৎপতে! তবে কি আমাদের আর মুক্তি নাই? চিরদিন কি আমরা শোক তাপ পরিপূর্ণ পৃথিবীতে বাস কোরে থাকৃব? (রোদন)

নারদ। (স্বগত) দূর্ হোক্ ছাই! চোখে আর জল রাখ্‌তে পারিনে, (ইন্দ্রের প্রতি) দেবেন্দ্র! যা হয় একটা করে ফেলুন, আমি আর এ অবস্থা দেখতে পারিনে। কি আশ্চর্য্য! লোকে কিঞ্চিৎ অসার সম্পত্তির অধিপতি হলেই আর কাহাকে গ্রাহ্য করেনা। বড় লোক হলেই কি রিপু গণের দাস হতে,আর অধীন লোকদিগকে পিড়ন কত্তে হয়? দেখচি বিচার আচার ক্রমেং সকলই উঠে গেল।

ইন্দ্র। নারদ! সকল সময় মনের গতি সমান থাকে না! কালের গতির সঙ্গে২ মনের গতিও পরিবর্ত্তিত হয়। আর পাপী পাপের প্রতিফল ভোগ কর্ব্বে, এতে আর দুঃখ কি বল?

নারদ। (স্বগত) তা বটেইত, পাষাণ হৃদয়ে কখন দুঃখ স্থান পায় না। (প্রকাশ্যে) দেবরাজ! পষ্ট বল্‌তে ভয় কি? আপনার মুখদ্বার আবদ্ধ করবার ক্ষমতা অন্যের নাই। মনে যা উদয় হয়, তা অনায়াসে কার্য্যে করিয়া বসেন।

মহা। (অনিরুদ্ধ ও উষার প্রতি) বৎস অনিরুদ্ধ! চম্পকনগরে রাজা চন্দ্রধরের ঔরষে ও সনকার গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ কর। বৎসে উষা! তুমি ও উজ্জয়িনী রাজের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ কর। তোমাদের জন্য আমার কন্যা পদ্মাবতী সত্বরে পৃথিবীতে আগমন কর্ব্বেন। (তৎপরে ইন্দ্রের প্রতি) দেবরাজ! আর কি কর্ত্তে বল, এখন আসি?

ইন্দ্র। প্রভো! অপরাধ ক্ষমা কর্ব্বেন।

মহা। সকলই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, তোমার আমার কোন ক্ষমতা নাই।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মর্ত্যধাম।

[পদ্মাবতী ও নেত্রাবতীর প্রবেশ।]

পদ্মা। সখি! অনিরুদ্ধ ও ঊষা পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেছে, পিতার আজ্ঞা পালনার্থ আমারাও আসিলাম, কিন্তু কিপ্রকারে তাঁর আজ্ঞা পালন করব ভেবে কিছু স্থির কর্ত্তে পাচ্চিনে। (কিয়ৎকাল চিন্তা করণান্তর স্বগতঃ) জগতের সমস্ত নরগণ আমার উপাসক হয়েচে, কিন্তু রাজা চন্দ্রধর আমার সম্পূর্ণ বিদ্বেষী। তার ভয়ে তার অধীনস্থ ব্যক্তিরা কেহই প্রকাশ্যে আমার পূজা করেনা। দুরাচারের হৃদয় কি কঠিন! ছটীপুত্রকে বিনাশ কল্লেম, কিন্তু কিছুতেই সে আমার বশীভূত হ'লনা। বশীভূত হওয়া দূরে থাক্, আমার নাম পর্য্যন্ত সে শুন্‌তে ইচ্ছা করে না। এ আমার অল্প মনদুঃখ নয়, যদি আমি চন্দ্রধরকে বশীভূত কর্ত্তে না পারি, তাহ'লে আর কেহই আমার উপাসনা ক'র্বেনা। পৃথিবী হতে আমার নাম একেবারে লোপ হবে, এখন কিরূপে সেই দুর্বৃত্তকে বশীভূত কর্ত্তে পারি তার উপায় অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য।

নেত্রা। দেবী! তার আর চিন্তা কি? ও অনিষ্ট-কারীকে বিনষ্ট করে আপনার পূজার পথ পরিষ্কার করুন।

পদ্মা। সখি! তাহ'লে আর শিক্ষা দেওয়া হয়না,

বিশেষতঃ চন্দ্রধর আমার পিতার পরম ভক্ত, তাকে বিনষ্ট কর্লে পিতা আমার উপরে কুপিত হবেন, কোনরূপে কৌশলে তাকে আমার ভক্ত করাই উচিত।

নেত্রা। দেবী! এ অতি উত্তম পরামর্শ, তা হলে জগতস্থ সমস্ত লোক চন্দ্রধরের পরিণাম দর্শনে আপনার পূজা কর্ত্তে শিক্ষালাভ কর্ব্বে।

পদ্মা। চন্দ্রধর যেরূপ আমার বিদ্বেষী তাতে যে সে আমার বশীভূত হবে এমন বোধ হয় না।

নেত্রা। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করতঃ) দেবী! ঐ দেখুন আপনার ভক্তগণ এই দিকেই আস্‌চে।

পদ্মা। সখি! তবে আমাদের আর এখানে প্রকাশ্য-ভাবে থাকা উচিত নয়, অন্তরাল হ'তে ওদের কার্য্যকলাপ দর্শন করা যাক্।

[উভয়ের অন্তর্ধ্যান]

[তিনজন নাগরিকের প্রবেশ।]

১ম নাগ। (ঘটস্থাপন করিয়া) এস আজ সকলে মা পদ্মাবতীর উপাসনা করি, এ নির্জ্জন প্রদেশে আর রাজা চন্দ্রধর এসে কার্য্যে বিঘ্ন প্রদান কর্ত্তে পার্ব্বে না।

২য় নাগ। কখনই না, যদি আসে, তাহলে পাপিষ্ঠকে বিনষ্ট কর্‌ব। এস সকলে প্রাণ খুলে বলি জয় মা পদ্মাবতীর জয়!

সকলে। জয় মা পদ্মাবতীর জয়!

১ম নাগ। জয় মাগো পদ্মাবতী, তুমি অগতির গতি,
শক্তিরূপা অধম তারিণী।
জয় শঙ্কর নন্দিনী, বিশ্বজীব প্রপালিনী,
চতুর্ভুজা ত্রিগুণ ধারিণী ॥
জয় বিশ্ব বিমোহিনী, জয় মোক্ষ প্রদায়িনী,
জয় জয় জয় বিষহরি।
জয় বিপদ বারিণী, দেহ চরণ দুখানি,
হৃদে রাখি জন্মধন্য করি ॥
তুমি মাগো পরাৎপরা, মহাপাপ তাপ হরা,
তাই মাগো ডাকি প্রীতমনে।
অন্তিমে মা ভক্তগণ, পায় যেন দরশন,
স্থান দান দিও শ্রীচরণে ॥
এস এস বন্ধু সবে, সবে মেলি মহোৎসবে,
গান করি মার গুণ গীত।
রবেনা শমন শঙ্কা, সবলে বাজায়ে ডঙ্কা,
মার পদে হইব আশ্রিত ॥

সকলে। জয় মা পদ্মাবতীর জয়! কি ভয় কি ভয় বল জয় জয় জয়!

১ম নাগ। আজ আমাদের কি সুদিন, এমন দিন আর কখন পাবনা। আমরা মাকে চিনেছি, আর সহস্র বিপদ সম্মুখিন হলেও এ নাম পরিত্যাগ ক'র্ব্বনা। যদি ভব পারাবার হতে উদ্ধার হবার বাসনা থাকে; যদি কৃতান্তকে ফাঁকি দিতে চাও; তবে আজ সকলে এস প্রাণভরে ডাকি, জয় মা পদ্মাবতীর জয়!

[দুইজন সৈন্যের সহিত চন্দ্রধরের বেগে প্রবেশ।]

চন্দ্র। সৈন্যগণ! সাবধান! এদের একজন ও যেন পলায়ন কর্‌তে না পারে।

সৈন্যগণ। যে আজ্ঞা মহারাজ।

চন্দ্র। (স্বগত) কি বিপদ, রাজ্যের সমস্ত লোক-দেখ্‌ছি সেই নিচাসয়ী নিষ্ঠুরা পদ্মার উপাসক হয়ে উঠেছে? আমার ভয়ে রাজ্যের প্রান্তদেশে নিবিড় বনে এসে তার উপাসনা কর্চ্চে? বেটী কি মায়াবিনী? তার মিথ্যা মায়ায় পড়ে সমস্ত লোকই আত্মহারা হয়েছে। যে মিথ্যা বিদ্যার প্রভাবে বেটী সর্ব্বদা সাপ নিয়ে বেড়াচ্চে সেই মায়া বিদ্যার মন্ত্রবলে সকলকেই মুগ্ধ করেছে, এত শাসন কোরেও আমি নির্ব্বোধ লোক্‌দিগকে বশীভূত কর্ত্তে পাল্লেম না। পদ্মা যে দেবী ইহাই ওদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে। আচ্ছা পদ্মা কি দেবতা? তা হলেও হতে পারে; তা না হলে এত লোক্ উপাসনা করে কেন? সকলেই কি ভ্রান্ত? তা তো সম্ভব নয়, তবে কি দেবী? না না, সে রাক্ষসী! আমার ছটী পুত্রকে অকালে গ্রাস করেছে। সে পুত্রশোকানল এখন আমার হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়ে রয়েছে। রে রাক্ষসী! আত্মাভিমানিনী নিষ্ঠুরে! এ চন্দ্রধর এখন পর্য্যন্ত জীবিত থেকে পুত্রশোক প্রাণে সহ্য কর্চ্চে। তোর মৃত্যু দেখে তবে চন্দ্রধরের আত্মা দেহত্যাগ কর্‌বে। পাপীয়সি! তোর ভক্তগণ চন্দ্রধরের হাতে আজ বিনষ্ট

হয় একবার এসে তাদের রক্ষা কর। আর চন্দ্রধরের পূজা গ্রহণ কর, যে পূজার জন্য এত বিদ্বেষী হয়েছিস্। (প্রকাশ্যে) সৈন্যগণ! সাবধানে পথ রুদ্ধ কর, দেখো যেন একটী প্রাণীও না পলায়ন কর্ত্তে পারে।

সৈন্যগণ। যে আজ্ঞা মহারাজ! কার সাধ্য একপদ অগ্রসর হয়।

নাগ-গণ। ওরে বাবারে! মহারাজ আস্‌চেন পালা—পালা—

চন্দ্র। সাবধান! যদি তোমাদের জীবনের মমতা থাকে, তবে একপদ ও অগ্রসর হওনা।

১ম নাগ। ও বাবা! এবার বুঝি আর রক্ষা নাই।

২য় ঐ। কেনই বা এখানে এসেছিলাম?

৩য় ঐ। ব্রাহ্মণীর সঙ্গে বুঝি আর দেখা হলোনা।

১ম ঐ। আর দেখা শুনা এ জন্মের মত বুঝি ফুরাল।

২য় ঐ। মহারাজ! আমার কোন দোষ নাই।

৩য় ঐ। আমাদের কাহারও দোষ নাই মহারাজ।

চন্দ্র। চুপ কর, কথা কওনা; জীবনের ভয় যদি থাকে তবে স্থির হয়ে দাঁড়াও। কে আমার আজ্ঞা অমান্য কর্ত্তে সাহসী হয়?

১ম নাগ। কেহই নয় মহারাজ!

২য় নাগ। যার জীবনের ভয় নাই।

চন্দ্র। কে তুমি? তুমি কি জীবন তুচ্ছ জ্ঞান কর?

১ম নাগ। ধর্ম্মের জন্য জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করি; আর ধর্ম্মে জীবন কখন বিনষ্ট হয়না।

চন্দ্র। তবে আজ দুষ্টা পদ্মার উপাসকগণকে চন্দ্রধর কি প্রকারে বিনষ্ট করে একবার প্রত্যক্ষ কর্। (অসি উত্তোলন)

১ম নাঃ। মাতৃভক্তগণ! একবার মার নাম করে বিপদের সম্মুখিন হও। নিশ্চয় যেন, ধর্ম্মে জীবন কখন বিনষ্ট হয় না। পার্থিব দেহ নষ্ট হলেও জীবন অনন্ত স্বর্গধামে বিচরণ কর্ব্বে। ভ্রাতৃগণ! এই সময়ে একবার মার নাম করে শত্রুর সম্মুখে অগ্রসর হও।

সকলে। জয় মা পদ্মাবতীর জয়!

চন্দ্র। (কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া) শিব! শিব! শিব! (স্বগত) পাপীষ্ঠার নাম আর শুন্তে পারিনে। (প্রকাশ্যে) পাপীষ্ঠগণ! যেমন তোরা আমায় অমান্য কল্লি, তেম্নি তার প্রতিফল গ্রহণ কর। (যুদ্ধ)

২য় নাঃ। জয় মা পদ্মাবতীর জয়!

চন্দ্র। (স্বগত) এখন কি করি, ব্রহ্মহত্যাও মহাপাপ, আবার রাজদ্বেষীদিগকে প্রতিফল না দিয়েও স্থির থাক্‌তে পারিনে। সৈন্যগণ! সাবধানে সকলকে বন্ধন কর। দেখো, যেন কাহারও গাত্রে অস্ত্রাঘাত না হয়।

(সৈন্যগণ কর্ত্তৃক সকলকে বন্ধন।)

[নেত্রাবতীর প্রবেশ।]

নেত্রা। মহারাজ! এ কাদের বন্ধন কর্চ্চেন?

চন্দ্র। যারা রাজদ্বেষী ও পদ্মার উপাসক।

নেত্রা। নিজের বন্ধন মোচনের কি করেছেন? শমন বন্ধন হ'তে মুক্তি হবার কি উপায় দেখবেন্ না?

চন্দ্র। তুই কেরে মাগী!

নেত্রা। আমি এক সামান্য স্ত্রীলোক।

চন্দ্র। যদি তোর বাঁচ্‌তে সাধ্‌ থাকে, তবে এখান হ'তে চোলে যা।

নেত্রা। রে ভ্রান্ত! তুই কি চিরকাল অন্ধ হয়ে থাক্‌বি?

চন্দ্র। ওঃ! বুঝেছি, তুই ও ঐ দলের একটা পাপীষ্ঠা, তোকেও প্রতিফল প্রদান ক'র্ত্তে হোল। (নেত্রাবতীর হস্ত-ধারণ মাত্রে চন্দ্রধরের এবং সৈন্যগণের অজ্ঞানাবস্থায় ভূতলে পতন।)

নেত্রা। মাতৃ ভক্তগণ! পদ্মার উপাসকগণকে কেহই বিনষ্ট কর্ত্তে পারে না, দুরাচার চন্দ্রধর অনিষ্ট কর্ত্তে এসে অজ্ঞানাবস্থায় পোড়ে রয়েছে, এখন তোমরা আপন আপন স্থানে স্বচ্ছন্দে গমন কর।

[নেত্রাবতী ও নাগরিকগণের প্রস্থান।]

চন্দ্র। (সংজ্ঞা প্রাপ্তে) কৈ সে মাগীটা? কোথায় গেল? সে বেটীকেও দেখলেম্‌ পাপীষ্ঠা পদ্মার নিকট দিব্য কুহক মন্ত্র শিক্ষা করেছে। আমি তার হস্ত স্পর্শ করিবা মাত্র অচৈতন্য হ'য়ে ভূমীতে প'ড়ে রইলেম্‌, এ কুহক বিদ্যার অল্প প্রভাব নয়। পদ্মা মায়াবিদ্যাবলেই দেবী হোতে চায়। নির্ব্বোধ লোকেরা মায়ায় ভুলে তার পূজা করে। আমি সত্বরেই তার গর্ব্ব খর্ব্ব ক'রে ফেল্‌বো, তার ফাঁকি বিদ্যার কিছুমাত্র ক্ষমতা রাখ্‌বো না। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ

হইয়া চারিদিকে দর্শন করতঃ) এই যে সৈন্যগণ ও অচেতন অবস্থায় ভূমী লুণ্ঠীত হয়ে রয়েছে।

১ম সৈন্য। (মস্তক উত্তোলন করতঃ) মহারাজ! প্রহারের যন্ত্রণায় শরীর অবশ হয়ে রয়েছে, আর উঠিবার শক্তি নাই, কে যে প্রহার কোর্ল্লে তা দেখি নাই।

২য় সৈন্য। মহারাজ! ম'লেম্ ম'লেম্, আর বাঁচিনে, একৃকালে ভেঙ্গে গেছে।

চন্দ্র। [সৈন্যগণের হস্তধারণ করিয়া উত্তোলন করণ ও সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চম্পকনগর—রাজ অন্তঃপুরস্থ গৃহ।

[ঘটস্থাপন ও পূজপোকরণ দ্রব্যাদি প্রস্তুত এবং সনকা আসনে উপবিষ্টা।]

সন। এইত পূজার সমস্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়েছে, কিন্তু কি প্রকারে মার পূজা করি, আমিতো কিছুই জানিনা, লোক মুখে শুনেছি অন্তরের সহিত যদি কেহ মাকে ডাকে, তবে তার অভীষ্ট পূর্ণ হয়। মা সদয় হয়ে তাকে দেখা দেন, তবে ভাবনা কি? পূজা বিধির আবশ্যক কি? মা! আমি অবলা স্ত্রীলোক, কি প্রকারে তোমার পূজা কর্‌বো কিছুই জানিনা, তুমি কি অবলার প্রতি সদয় হবে না?

[সনকার ফুলচন্দনসহ ভক্তিভরে ঘটোপরি প্রদান ও লখিন্দরের প্রবেশ।]

সন। এস বাপ্ আমার! মাকে প্রণাম কর।

(লখিন্দরের অগ্রগামী হইয়া প্রণাম করণ)

সন। মা! দুঃখিনীর ধনকে রক্ষা কর। আজ তোমার শ্রীচরণে দাসকে অর্পণ কর্‌ল্যেম্।

লখি। মা! তুমি এ কার পূজা কর্চ্চ?

সন। বাবা! মা পদ্মাবতীর পূজা কর্চ্চি।

লখি। মা! তুমি একবার ডাকনা।

সন। মা পদ্মাবতী!

লখি। মা! আমিও বলি, মা পদ্মাবতী! মা! বড় মিষ্ট নাম, এ নামে বড় আমোদ হ'চ্চে।

সন। (স্বগত) হৃদয়েশ্বর। একবার দেখে যাও, তোমার ঔরষজাৎ পুত্র কতদূর দেবভক্ত ; দেব প্রেমে কত বিহ্বল। প্রাণেশ্বর! আজও পর্য্যন্ত পদ্মাবতী কে চিন্‌লে না? জগৎ যে নামে উন্মত্ত, তুমি কিনা তাঁর বিদ্বেষী, যদি তিনি দেবতা না হবেন,তবে বালক হৃদয় সে নামে প্রফুল্লিত হবে কেন? হৃদয়নাথ! কতদিনে এ ভ্রম ঘুচ্‌বে? (কর-যোড়ে) মা পদ্মাবতী! কৃপাময়ি! কৃপা ক'রে আমার পতিকে তোমার ক্রোধাগ্নি হ'তে রক্ষা কর! তিনি ভ্রান্ত, সেই জন্য তোমাকে চিনিতে পার্‌লেন্‌ না।

লখি। মা! আমি এখন খেলিতে যাই, আজ সব্‌ বালক্‌কে এই নাম শিখাব।

[লখিন্দরের প্রস্থান।]

সন। (স্বগত) বালকপ্রাণ যার নামে উন্নত হয়েছে, আহা! কি অমিয়ময় পবিত্র নাম! হৃদয়বল্লভ! এখনও মাকে চিন্‌তে পার্‌লে না? এমন নাম একবার মুখে উচ্চারণও কর্ল্লে না?

[চন্দ্রধরের প্রবেশ।]

চন্দ্র। কি নাম প্রিয়ে?

সন। নাথ! যে নামে জগৎ উন্নত,—যে নামে প্রাণ নেচে উঠে ; বিপদের সময় যে নাম উচ্চারণ ক'র্ল্লে উদ্ধার

হওয়া যায়; ভবপারের একমাত্র সম্বল সেই কৃপাময়ি মা পদ্মাবতীর নাম।

চন্দ্র। (সক্রোধে) কি পদ্মাবতীর নাম?

সন। হাঁ মহারাজ! সেই মা পদ্মাবতীর নাম।

চন্দ্র। (স্বগত) ঘরে শত্রু পূর্ব্বে জান্‌তেম্ না. যে আমায় পরম শত্রু, মহিষী কিনা তারই উপাসক? উঃ! কি ভয়ঙ্কর! বেটী রাজ্যস্থ সকলকেই দেখ্‌চি মন্ত্রে মুগ্ধ করেছে।

সন। মন্ত্রে মুগ্ধ নয় মহারাজ! সে নামের এমনি গুণ যে. একবার উচ্চারণ ক'র্লে আপনিই মুগ্ধ হ'তে হয়।

চন্দ্র। প্রিয়ে! একবারে যে উন্মত্তা হ'লে স্থির হও।

সন। কেবল আমি নহি মহারাজ! জগতে সকল লোক এই নামে উন্মত্ত হয়েছে, তুমি এই নাম একবার উচ্চারণ কর তুমিও হবে।

চন্দ্র। আচ্ছা, বল দেখি প্রিয়ে পদ্মা কে?

সন। মহারাজ! তিনি দেবী। শক্তিরূপিণী।

চন্দ্র। অসম্ভব, সে দুষ্টা নিচাশয়া, কখন সে দেবী নয়, যদি তাই হবে, তা হলে কি ভিক্ষা করে বেড়ায়? প্রিয়ে! কেন মিথ্যা সময় নষ্ট ক'র্চ্চ? বরং সেই ভূতভাবন ভবানি-পতির পূজা কর, যাতে ইহ পরকালে পরম সুখে কালযাপন ক'র্ব্বে।

সন। হৃদয়েশ! চরণে ধ'রে মিনতি করে বল্‌চি, আর ও কথা মুখে এনো না, তিনি দেবী, ভেবে দেখ. দেখি মহারাজ! যাঁর কোপানলে ছটী পুত্র হারালেম্, যাঁর নামে জগতস্থ লোক উন্মত্ত, তিনি তবে কি প্রকারে দেবতা নন্?

মহারাজ! ছটী পুত্র হারিয়ে অবশেষে হৃদয়ের ধন বৎস লখিন্দরকে পেয়েছি, যদি তার মঙ্গল প্রার্থনা কর, তবে আর নিন্দা ক'র না।

চন্দ্র। প্রিয়ে! সে বিষয় তোমার নিকট উপদেশ লইতে ইচ্ছা করিনে। আচ্ছা মহিষী! [অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করতঃ] তোমার সম্মুখে এটী কিসের ঘট?

সন। মা পদ্মাবতীর উপাসনা পূর্ণ ঘট।

চন্দ্র। পদ্মা কি এই ঘটে অধিষ্ঠিতা আছে?

সন। মহারাজ! প্রাণ খুলে একবার ডাকলেই তিনি অধিষ্ঠিতা হন্। বোধ হয় দাসীর আহ্বানে অধিষ্ঠিতা আছেন।

চন্দ্র। তবে একবার পদ্মার উপাসনা কর্ত্তে হবে। পদ্মার ন্যায় দেবতাকে কি প্রকারে আমি উপাসনা করি একবার দেখ।

[পূর্ণঘটে চন্দ্রধরের পদাঘাত।]

সন। (স্বভয়ে) মহারাজ! কি কর্ল্লে? দেব ঘটে পদাঘাত? আপনার সর্ব্বনাশ আপনিই কর্ল্লে? গৃহলক্ষ্মী পায়ে ঠেল্লে? নাথ! আপনার সুখপথে আপনিই কণ্টক প্রদান কর্ল্লে? মহারাজ! আজও তোমার ভ্রম গেল না? চক্ষু থাকৃতে অন্ধ হয়ে রহিলে? লোকে দেখে শুনে জ্ঞান শিক্ষা করে, তুমি তাহাও কর্ল্লে না? যাঁর কোপ দৃষ্টিতে ছটী রত্ন হারালেম; যাঁকে অপমান করে এত কষ্ট ভোগ কর্চ্চ, তাঁর বিদ্বেষী হতে এখন ইচ্ছা আছে? হৃদয়েশ!

পতঙ্গ কোন্ কালে অনলের সহিত বিবাদ করে জীবিত থাকে? সমুদ্রে আর গোষ্পদে;—চন্দ্রে আর খদ্যোতিকায়;—ভেক আর স্বর্পে;—শৃগালে আর সিংহে;—কখন কি সমকক্ষ হতে পারে? নাথ! তুমি মানব হয়ে দেবতার সঙ্গে বিবাদ কর্‌তে উদ্ধত? অনলে হস্ত প্রদান কল্লে দগ্ধ হয় ইহা বালকেও অবগত আছে, কিন্তু মহারাজ! তুমি জেনে শুনে ও স্বর্প বিবরে হস্ত প্রদান কল্লে? আপনার সর্ব্বনাশ আপনিই কল্লে? যদিচ অবশেষে এই প্রানাধিক অমূল্য রত্নটী প্রাপ্ত হয়েছি, তাহাও বোধ হয় এ হত ভাগিনীর অদৃষ্ট গুণে হারাতে হয়। (রোদন)

চন্দ্র। (স্বগত) বিপদের নাম শ্রবণ কর্‌লেই যে স্ত্রীলোকে রোদন করে থাকে, তা আমি বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি। (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে! রোদনের অনেক সময় আছে, এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি কি শ্রবণ কর্ব্বে?

সন। নাথ! কি কথা।

চন্দ্র। প্রিয়ে! পতি বাক্য লঙ্ঘনের পরিনাম কি জান?

সন। নাথ! জানি, অনন্ত নরক।

চন্দ্র। তবে জেনে শুনে আমার বাক্য অবহেলা কর্চ্চ কেন?

সন। সেকি মহারাজ!

চন্দ্র। কেন তুমি পদ্মার উপাসনা কর, আর কেনই বা বালক লখিন্দরকে সেই চণ্ডালিনীর নাম শিক্ষা দিয়েছ?

সন। নাথ! যদি দেব আরাধনা কল্লে কিম্বা অপরকে শিক্ষা দিলে পতি বাক্য উপেক্ষা করা হয়, তবে করেছি

নাথ! আর যদি এতে নরক-কুণ্ডের আশ্রয়নিতে হয় তাতে কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। প্রাণেশ্বর! তুমি জ্ঞানি, সদ্বিবেচক হয়ে এমন কথা বল্‌চ কেন? কোথায় তুমি আমার শিক্ষা দিবে, তা না হয়ে আমি স্ত্রীলোক হয়ে তোমাকে বুঝাব? মহারাজ! দাসীর ধৃষ্টতা মার্জ্জনা কর। একবার নিবিষ্ট চিত্তে ভেবে দেখ, তুমি দেবতাকে অমান্য করে কত অপরাধী হয়েছ।

চন্দ্র। প্রিয়ে! বোধ হয় আর আমার সহিত তোমার সাক্ষাত হবে না, এই শেষ বিদায়।

[চন্দ্রধরের প্রস্থান।]

সন। মহারাজ! দাসীর অপরাধ ক্ষমা কর। আর তোমার বাক্য অগ্রাহ্য ক'র্ব্বনা। মা সর্ব্ব মঙ্গলে! আমার পতিকে মঙ্গলে রেখ। তিনি অজ্ঞ, আপনার মহাত্ম্য বুঝ্‌তে পার্লে'ন না। রে দগ্ধ প্রাণ! আর কত দিন পুত্র শোকানল সহ্য কর্ব্বি? এ দেহ পরিত্যাগ কর, ঐ দেখ্ পতি তোরে পরিত্যাগ করে চলে গেলেন, আর কেন এ দেহে আছিস্? (অধোবদনে রোদন)

[চপলার প্রবেশ।]

চপ। রাজমহিষী! বেলা অধিক হয়েছে, স্নান আহারের সময় অতিত প্রায়।

সন। সখি! এখন ও সময় হয় নাই, তা হলে কি এ হত ভাগিনী সনকাকে দেখ্‌তে পেতিস্? এখন ও সময়ের অনেক বিলম্ব। (রোদন)

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কৈলাসপর্ব্বত।

[পদ্মাবতী ও নেত্রাবতীর প্রবেশ।]

পদ্মা। সখি! চন্দ্রধরের কার্য্য দর্শন কর্লে? পূর্ণঘটে পদাঘাত কর্ত্তে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হল না? মনুষ্য হৃদয় যে এত কঠিন, তা আমি পূর্ব্বে জানতেম না, যে জন্য পদে২ এত কষ্ট দিচ্চি, সে জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নয়, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিদ্বেষী হয়েছে। কি বলব পিতৃ আজ্ঞা, নচেৎ আমাকে অপমানিত করে কি কখন নিস্তার পায়? পিতা কি জন্য যে দেবদ্বেষী অজ্ঞ পামরকে বর দিয়াছিলেন তা বল্‌তে পারিনে। মহাদেবের বরেইত পাষণ্ড চন্দ্রধরের এত-দূর আস্পর্দ্ধা, এত তেজ, আমায় অপমান কর্ত্তে সাহসী।

নেত্রা। দেবী! যদি একবার আপনার আজ্ঞা পাই, তা হলে এই মুহূর্ত্তেই তার গর্ব্ব খর্ব্ব কর্ত্তে পারি।

পদ্মা। কি করে সখি?

নেত্রা। কেন তাকে বিনষ্ট করে।

পদ্মা। সখি! সে ক্ষমতা কাহারও নাই, মহাদেবের বরে চন্দ্রধর একপ্রকার অমর। আর প্রাণে নষ্ট কর্‌লেতো একেবারেই শেষ হল, তবে আমি যে কার্য্যে নিযুক্ত হয়েছি তা সমাধা হল কৈ?

নেত্রা। দেবী! যদি তাকে না বশীভূত করা যায়, তবে আর কেহ আপনাকে দেবতা মধ্যে গণ্য কর্ব্বে না। পৃথিবী হ'তে একেবারে নাম লোপ হবে।

পদ্মা। সখি! কালক্রমে চির শত্রু ও বশীভূত হয়ে থাকে, একজন সামান্য নরকে যে বশীভূত কর্ত্তে পার্ব্ব না এ অসম্ভব।

নেত্রা। দেবী! শস্য ক্ষেত্রে একটী কণ্টক বৃক্ষ জন্মিলে কালক্রমে একেবারে কণ্টকাকীর্ণ হয়ে থাকে। আর যদি প্রথমেই সেই বৃক্ষকে উৎপাটিত করা যায়, তাহ'লে আর কার্য্যের কোন ক্ষতি ক'র্ত্তে পারে না।

পদ্মা। সখি! সত্য বটে, জগৎক্ষেত্রে যে বীজ বপন করা হয়েছে, তার মঙ্গলের জন্য যাতে কোন অনিষ্টকারী বৃক্ষ না জন্মাতে পারে তার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু সখি! ভেবে দেখ দেখি স্বয়ং ভগবান হরি স্বীয় বিদ্বেষী হিরণ্য কশিপুকে কত প্রকার শিক্ষা দিয়াছিলেন।

নেত্রা। দেবী! সে শিক্ষায় কি কোন ফল হয়েছিল? হিরণ্যতো তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নাই, অবশেষে গোলোকবিহারী হরি তাকে বিনষ্ট করে কণ্টকোদ্ধার করেছিলেন।

পদ্মা। সখি! সে অনেক দিনের পর, যখন হিরণ্য কিছুতেই শিক্ষিত হোলনা, পদে পদে বিপদে পড়েও যখন হরিকে চিন্‌লে না, শিশু প্রহ্লাদের অমানুসিক কার্য্য দেখেও যখন তার জ্ঞানোদয় হোলনা, তখন দৈবকী-নন্দন হরি তাকে বিনষ্ট করেছিলেন। সখি! প্রথমেইত

তাকে সংহার ক'র্ত্তে পার্ত্তেন, তবে করেন নাই কেন? কারণ তখন ও তাঁর অভীষ্ট পূর্ণ হয় নাই, যখন দেখ্‌লেন জগৎ হরিনাম শিক্ষা করেছে, হরিনামে সকলেই উন্মত্ত, হিরণ্যের অবস্থা দেখে যখন সকলেই হরিনামে মাতোয়ারা, তখনই তাকে বিনষ্ট করেছিলেন, সখি! যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের কার্য্য সফল না হবে, তত দিন ধৈর্য্যাবলম্বন ক'র্ত্তে হবে।

নেত্রা। (স্বগত) ভোলানাথের কন্যা বলে অপমান সহ্য করে থাকেন। আশুতোষতো নিজেই ভোলা, মান, অপমান, সুস্থান, কুস্থান, ভাল, মন্দ, বিচার কর্‌বার ক্ষমতা নাই। (প্রকাশ্যে) দেবী! আপনি যা বল্‌লেন্ সবই সত্য, কিন্তু আর কেহ হ'লে এতদূর সহ্য ক'র্ত্তেন না। আমি অহঙ্কার করে বল্‌তে পারি, ধৈর্য্যময় হরিও পাষণ্ড নাস্তিক চন্দ্রধরের কার্য্য দর্শনে ধৈর্য্যচ্যুত হতেন। দেবী! সনকার সেই ভক্তিব্যাঞ্জক দেবভাবপূর্ণ উপদেশ বাক্য ও বালক লখিন্দরের দেব নামে উন্মত্ততা দেখ্‌লে পাষাণ হৃদয়েও কোমলতার আবির্ভাব হয়।

[মারুতের প্রবেশ।]

মাঃ। [পদ্মার পদতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক দণ্ডায়মান]

পদ্মা। বৎস! চিরজীবী হও।

মাঃ। (ঈষৎ হাস্যে স্বগত) হ্যাঁ, মার মন এই প্রকারই বটে, কিসে সন্তান দীর্ঘজীবী হবে, তাতেই সর্ব্বদা.

ব্যতিব্যস্ত ; সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নিকট বর প্রার্থনা করে থাকে, কিন্তু যে সন্তান অসৎকার্য্যে লিপ্ত হয়ে পাপকার্য্যে উন্নতি বর্দ্ধন করতঃ চিরকাল জীবিত থাকে, তার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। মা! মারুতের কি মৃত্যু আছে যে. বেঁচে থাক্‌বার জন্য আশীর্ব্বাদ ক'ল্লেন্?

পদ্মা। বৎস! তবে কি আশীর্ব্বাদ কর্‌বো বল।

মাঃ। তা আমি আর কি বল্‌বো, তবে এই আশীর্ব্বাদ করুন. যেন ধর্ম্মপথে মতি থাকে, অন্তিমের সম্বল সেই ভবপারাবারের উদ্ধার, একমাত্র উপায় ঐ রাঙ্গাপায়, যেন সর্ব্বদাই মতি থাকে, দেখবেন্ যেন সেই সময় চরণ ছাড়া না হই।

পদ্মা। তথাস্তু, তোমার মতি সর্ব্বদাই ধর্ম্মপথে বিচরণ কর্ব্বে। বৎস মারুত! তোমার আগমনের কারণ কি?

মাঃ। দেবি! আমার আগমন আর কিছুতেই নয়, কেবল অনেক দিন ঐ রাঙ্গাচরণ যুগল দেখিনাই, তাই আজ বুকে রেখে শরীর শীতল ক'র্ত্তে এসেছি মা!

পদ্মা। বৎস! এসেছ বড় ভালই হয়েছে, আমার একটী উপকার ক'র্ত্তে হবে।

মাঃ। সেকি মা! অধম সন্তানের এমন কি ক্ষমতা আছে যে মার উপকার কর্ব্বে?

পদ্মা। বৎস! সে কার্য্য তোমা ব্যতীত সমাধা হবে না।

মাঃ। সে কি কার্য্য মা, যে অধম মারুত ভিন্ন সমাধা হবে না?

পদ্মা। বৎস মারুত! পাপীর দণ্ড বিধানার্থ তোমায় কালিদহে পাঠাচ্ছি, দেখো যেন সে প্রাণে নষ্ট না হয়, যাতে তার শিক্ষা লাভ হয় তাই কর্ব্বে।

মাঃ। মা! আপনি মারুতের সহায় হলে, আর আপনার অনুগ্রহ থাক্‌লে নিশ্চয় কৃতকার্য্য হব।

পদ্মা। বৎস! আমিও সময়েং তোমার সহিত সাক্ষাত কর্ব্ব, আর যখন কোন বিপদে পতিত হবে,তৎক্ষণাং আমায় স্মরণ কর্‌লে আমি তথায় উপস্থিত হব।

মাঃ। কৈ মা! যে জন্য এলাম তা হল কৈ? ঐ রাঙ্গা চরণ যুগল মারুতের অপবিত্র হৃদয়ে কি স্থান পাবেনা?

পদ্মা। বৎস মারুত! তোমার অভিলাষ পূর্ণ হোক্‌।

(পদ্মার মারুতের বক্ষে পদার্পণ।)

নেত্রা। দেবি! বোধ হচ্চে সেই পাষণ্ড চন্দ্রধর এই দিকেই আস্‌চে। (মারুতের প্রতি) মারুত! এই সময় তবে কার্য্য সমাধা কর।

মাঃ। বেস হয়েছে, আজ মার সম্মুখে নরবলি দিব, আমার পুণ্য সঞ্চয়, আর মারও আজ্ঞা পালন।

পদ্মা। না বৎস! কদাচ চন্দ্রধরের জীবনে হস্তার্পণ করোনা, সে যদিও আমার শত্রু, কিন্তু পিতার পরম ভক্ত, যাতে আমার বশ্যতা শিকার করে, তার চেষ্টা কর্ব্বে। বিনষ্ট কল্লে তো একেবারেই শেষ হ'ল, তবে আর কার্য্য হল কৈ? বৎস! চন্দ্রধর অদ্যই বাণিজ্য উদ্দেশে বিদেশে গমন কর্ব্বে, তাকে পথিমধ্যে নানা প্রকার বিপদের বিভী-

ষিকা মূর্ত্তি প্রদর্শন করে বশীভূত কর্ব্বে। আর এখানে আমাদের থাকা উচিত নয়, চল আমরা অন্তরাল হতে ওদের কার্য্যকলাপ দেখিগে।

(সকলের প্রস্থান)

—

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

চম্পকনগর-রাজসভা।

[মন্ত্রী ও চন্দ্রধরের প্রবেশ।]

চন্দ্র। মন্ত্রি! সমগ্র সংসার আমার বিপক্ষ, সংসারের প্রতিকূলে দাঁড়াবার আর আমার ক্ষমতা নাই। ভেবেছিলাম জীবনের অবশিষ্ট সময় সুখে অতিবাহিত কর্ব্ব, কিন্তু তা হলনা, অজ্ঞ দেবদ্বেষী প্রজাগণ আমায় জ্বালাতন করেছে। মন্ত্রি! যে রাজ্যে ধর্ম্মের স্থিরতা নাই; দেবতার মান্য নাই;—রাজা প্রজায় মিল নাই, সে রাজ্যে কখনই কেহ সুখী হতে পারে না। যারা ধর্ম্ম মানেনা, দেবতা চেনে না, অথচ মিথ্যা কাল্পনিক ধর্ম্মলয়ে ব্যস্ত, তাদের সহিত সুখে জীবন অতিবাহিত করা বড় কঠিন। মন্ত্রি! কিছু-দিনের জন্য সংসার হতে অপসৃত হতে বাসনা করেছি।আর সংসারে থাকতে আমার ইচ্ছা নাই। তোমা দ্বারা এরাজ্য সম্যকরূপে শাসিত হবে ইহা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, প্রজাগণের যে তোমার প্রতি অচল ভক্তি তাও জানি, তাই আজ তোমার হস্তে রাজ্য সমর্পণ কল্লেম। আমার অবর্ত্তমানে তুমি রাজ্য প্রতিপালন কর্ব্বে।

মন্ত্রী। সেকি মহারাজ! আজ এরূপ অসম্ভব কথা শুনচি কেন? এদাস কি আপনার বৈরাজ্ঞতার কারণ অবগত হতে পর্ব্বেনা?

চন্দ্র। এই তো বল্লেম মন্ত্রি! সমগ্র সংসার আমার বিপক্ষ, তবে আবার জিজ্ঞাসা ক'র্চ্চ কেন?

মন্ত্রী। কি সে মহারাজ!

চন্দ্র। ধর্ম্মের রাজ্য অক্ষয়; ধার্ম্মিক রাজ্যের প্রজা সুখি; ধার্ম্মিক রাজাও সুখি, ধর্ম্মই সুখ দুঃখের মূল, কিন্তু যে রাজ্যে ধর্ম্ম নাই; কাল্পনিক ধর্ম্মলয়ে লোকে খেলা করে; সে রাজ্যে সুখ কোথায় মন্ত্রি! প্রজাগণ রাজধর্ম্ম মানেনা, আজ তারা রাজার বিপক্ষ, জগৎও তাদের সহায়, তা না হলে তাদের শাসন কর্ত্তে পাল্লে'ম না কেন মন্ত্রি! জগৎ বিপক্ষ বলে আজ সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিলাম। (নেপথ্যে জয় পদ্মাবতীর জয়!) ঐ শুন, ঐ শুন মন্ত্রি! প্রজাগণ সত্যধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করে কাল্পনিক ধর্ম্মের আশ্রয় লয়েচে। দেবতাকে অবহেলা করে চণ্ডালিনীর উপাসনা ক'র্চ্চে, (পুনরায় নেপথ্যে জয় মা! পদ্মাবতীর জয়!) (কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক) শিব! শিব! শিব! মন্ত্রি! আশৈশব বৃদ্ধ পর্য্যন্ত চণ্ডালিনীর উপাসক; নিচাশয়া পদ্মার নামে মেদিনী প্রতিধ্বনিত। আর না, আর ও নাম শুন্‌তে ইচ্ছা করিনে, যাও মন্ত্রী, রাজকার্য্যে অমনোযোগী হওনা। যদি কখন রাজ্য সুশিক্ষিত হয়; যদি কখন প্রজাগণ প্রকৃত ধর্ম্ম, প্রকৃত দেবতা চিন্তে পারে, তবে বল্‌তে পারিনে মন্ত্রি! পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হলেও হতে পারি।

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনি প্রকৃতিস্থ কিঅপ্রকৃতিস্থ, তা স্থির কর্ত্তে পার্চ্চিনে। কৈ কখন তো আপনার মুখে এরূপ কথা শুনি নাই, আজ এরূপ চিত্তের চপলতা কেন? কে

কোন্‌কালে প্রজা শাসন কর্ত্তে পারে নাই বলে রাজ্য পরিত্যাগ করেছে। প্রজারা কি কখন আপনার আজ্ঞা অমান্য করেছে? এরূপ রাজভক্ত প্রজা আর কোন রাজ্যে আছে কিনা সন্দেহ, তবে ধর্ম্ম বিষয়ে আপনার আজ্ঞা অমান্য করেছে সত্য, কিন্তু মহারাজ! ভেবে দেখুন দেখি, প্রজারা যে ধর্ম্মের আশ্রয় লয়েছে, আপনি কি সে ধর্ম্মের বহির্ভূত? একবার নিবিষ্ট চিত্তে ভেবে দেখুন, এক জগদীশ্বরঃ এক শক্তি, নরগণ ভিন্নং প্রকারে তাঁর উপাসনা করে থাকে এবং সেই উপাসনা প্রণালিকে এক একটী ধর্ম্ম বলে। নদী সকল যে দিকেই প্রবাহিত হ'ক্ না কেন, পরিণামে এক সাগর গর্ভেই বিলীন হবে। মহারাজ! যখন গন্তব্য স্থান এক, তখন যে পথে গমন করুক্‌না কেন, তাতে ক্ষতি কি? সকলকেই এক ঈশ্বরে বিলীন হতে হবে।

চন্দ্র। মন্ত্রি! তুমিও সেই চণ্ডালিণীর উপাসক? আজি বুঝিলাম এ জগতে আমার স্বাপক্ষ কেহই নাই! হায়! বিশ্বপতি শঙ্কর শিবানি পতির উপাসকের স্বাপক্ষ কি এজগতে কেহই নাই?

মন্ত্রী। মহারাজ! স্থির হোন, একবার গভীর চিত্তে ভেবে দেখুন, পদ্মাবতী ও শঙ্করে কি বিভিন্ন; সেই শক্তিময় শক্তিপতির ঔরষজাৎ কন্যাই পদ্মা। মহারাজ! পদ্মা আর কেহ নয়, শক্তিরূপিণীর গর্ভ শম্ভূতা। যদি বিশ্বাস না হয়, তবে পুরাণে একবার দৃষ্টি পাত করুন।

চন্দ্র। পুরাণ অতল সলিলে ডুবে যাক্; সংসার পুড়ে ভস্মিভূত হোক; আমার কিছুতেই বিশ্বাস নাই। যা মনে

ধারনা হয় না, হৃদয়ে স্থান পায় না; তার প্রতি বিশ্বাস কর্ব্ব কেন? তার প্রতি আত্ম উৎসর্গ করে ফল কি? মন্ত্রি! জানতেম্ তুমি একজন প্রকৃত ধার্ম্মিক, এখন দেখ্‌চি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, নচেৎ কেন সেই নিচাশয়া মায়াবিনীর মায়ায় মুগ্ধ হয়েছ? যাক্, সব যাক্ ধন, ঐশ্বর্য্য, আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, স্ত্রী, পুত্র, সব যাক। কিছুই চাইনে, যা পেয়েছি, যা হৃদয়ে স্থান দিয়াছি, যা বাল্যকাল হতে শিক্ষা পেয়েছি, তাই চাই। সংসার বিপক্ষ হোক্, বিপদ প্রতিকুলে দাঁড়াক্, কিছুতেই ভিত নই, সে ধর্ম্ম, সে রত্ন, কখনই পরিত্যাগ করে কখনই চণ্ডালিণীর উপাসক হবনা। যাও মন্ত্রি! আর অপেক্ষা করনা।

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনি জ্ঞানী, সদ্বিবেচক, এদাসের এমন কি ক্ষমতা আছে যে, আপনার বাক্যের প্রতিবাদ কর্বে? যে ধর্ম্ম, যে ঈশ্বর-তত্ত্ব লয়ে প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলি জীবনের শেষ নিশ্বাষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করেও কিছুতেই স্থির কর্ত্তে পারেন নাই, তখন এ অজ্ঞ, হীনচেতা সে সম্বন্ধে অধিক কি বল্‌বে? তবে এই পর্য্যন্ত বলতে পারি যে, বিশ্বাসই মুক্তির সোপান। মহারাজ! আমার যাতে বিশ্বাস, তাঁকে হৃদয়ে স্থান দিব, আমি তাঁর পুজা কর্ব্ব, অপরে বিরক্ত হয় হোক্, তাতে ক্ষতি কি?

(নেপথ্যে জয় মা পদ্মাবতীর জয়!)

চন্দ্র। আর সহ্য করা যায়না, আর পাপিয়সীর নাম শুনে কর্ণকে অপবিত্র কর্ব্বনা, আজ হতে আমার সিংহাসন

তোমাকে অর্পণ কল্লে্ম। ভরসা করি তোমা দ্বারা সুশৃঙ্খল রূপে রাজ্য শাসিত হবে।

মন্ত্রী। কার রাজ্য শাসন কর্ব্ব মহারাজ? বলিবদ্ধ কি কখন করীর সমকক্ষ হতে পারে? অশ্বের বহন কি কখন অজে বহন কর্ত্তে পারে? মহারাজ! কাকে আপনার রাজ্য অর্পণ কর্চ্চেন? যে রাজ্য প্রবল পরাক্রান্ত ধার্ম্মিক রাজা চন্দ্রধরের দ্বারায় শাসিত হলনা, সে রাজ্য একজন সামান্য দুর্ব্বল ব্যক্তির দ্বারা শাসিত হবে ইহা অসম্ভব।

চন্দ্র। অসম্ভব নয় মন্ত্রি! আমি তোমার পরাক্রম জানি; আর বিশেষতঃ মন্ত্রীর দ্বারাই রাজ্য শাসিত হয়ে থাকে, রাজা কেবল উপলক্ষ মাত্র।

[দ্রুতপদে চপলার সহিত সনকার প্রবেশ।]

সন। মহারাজ! দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা কর, আর তোমার আজ্ঞা অমান্য কর্ব্বনা।

চন্দ্র। রাজ্ঞী! কেন আবার বিরক্ত কর্ত্তে এলে? পত্নী পতির সহায়, কিন্তু যে পত্নী পতি চেনে না; পতি বাক্য গ্রাহ্য করেনা;—পতি ধর্ম্ম মানে না; সে পত্নী কখনই পতির সহায় হতে পারে না। যাও রাজ্ঞী! আর বিরক্ত করনা।

সন। কোথায় যাব মহারাজ?

চন্দ্র। অন্তঃপুরে গমন কর, প্রকাশ্য স্থানে তোমার আসা উচিত হয় নাই, আর যদি আমাকে অপমানিত কর্-বার ইচ্ছা থাকে, তাহাও বল, আমি স্ত্রীহন্তা নামে অভি-হিত হতে ভীত নই।

সন। মহারাজ! তাই কর, হতভাগিনীকে বিনষ্ট করে সকল পথ বিমুক্ত কর, আমিও সকল যন্ত্রণা হতে পরিত্রাণ পাই। পতিই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি, পতিই আশ্রয় তরু, যদি সেই পতি বিমুখ হলেন, তবে আর এ জীবনে আবশ্যক কি? যদি পদ্মার উপাসনা করে অপরাধিনী হয়ে থাকি, তবে আর কি সে অপরাধের মুক্তি নাই? হৃদয়েশ! তোমার চরণে ধরি, মিনতি করে বল্‌চি দাসীকে পরিত্যাগ করো না।—(রোদন)

চন্দ্র। (স্বগত) কি সমূহ বিপদ! হৃদয়! আজ তোমার নিষ্ঠতার পরীক্ষা দেখ্‌ব। স্ত্রীলোকের অশ্রুবারি তোমাকে পরাস্ত কর্ত্তে পারে কিনা। (প্রকাশ্যে) রাজ্ঞী! আমি বিদায় হই, আর আমার সুখপথের কণ্টক হয়োনা।

সন। প্রাণেশ্বর! যদি দাসী তোমার কণ্টক হয়ে থাকে, তবে সমূলে উৎপাটিত কর, তোমার কার্য্যে বিঘ্ন প্রদান কর্ত্তে পার্ব্বেনা। (অধোবদনে রোদন)

মন্ত্রী। (চন্দ্রধর প্রতি) মহারাজ! কোথায় যাবেন?

চন্দ্র। যে কার্য্য আমাদের জীবনের সম্বল, সেই কার্য্যোদ্দেশে আমি গমন করে বাণিজ্যের আশ্রয় লয়ে কিছুকাল শান্তিলাভ কর্ব্ব। (সনকার প্রতি) রাজ্ঞী! যদি কখন ধর্ম্ম চিন্তে পার; যদি কখন প্রকৃত দেব মহাত্ম বুঝ্‌তে পার, তাহলে এক সময়ে আবার অবস্য সাক্ষাৎ হবে।

সন। নাথ! স্বামি সেবাই স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম, অন্য ধর্ম্মের আবশ্যক কি? পতিই দেবতা, তবে অন্য দেব মহাত্ম্য শিক্ষার জন্য কেন বৃথা চেষ্টা কর্ব্ব? মহারাজ!

পতিই স্ত্রীলোকের শিক্ষা গুরু, তুমি শিক্ষা দাও, দাসীকে পরিত্যাগ করনা। মা শিবসুতা! এই কি তোমার উপাসনার পরিনাম ?

চন্দ্র। প্রিয়ে! আবার সেই চণ্ডালিনীর নাম? শিব! শিব! শিব! আরনা, আর ওনাম শুন্তে ইচ্ছা নাই। যাও মন্ত্রী গৃহে গনন কর।

[চন্দ্রধরের বেগে প্রস্থান।]

সন। মহারাজ! কোথায় চল্লে? দাসীকে ছেড়ে কোথা যাও? আরও নাম উচ্চারণ কর্ব্বনা। মা পদ্মাবতী! উপাসনার প্রতিফল কি এই? হা পোড়া অদৃষ্ট! এই কি তোর পরিনাম? জীবন! তবে তুই কি সুখে এ দেহে আছিস? সব সুখ আজ হতে শেষ হল। প্রাণেশ্বরের সঙ্গে সকল সুখ, সকল আশা ভরশা জন্মেরমত চলে গেল। হৃদয় বল্লভ! দাসীকে পরিত্যাগ কল্লে? কিন্তু নাথ! তোনার সুকুমার পুত্রের প্রতি একবার দৃষ্টিপাৎ কল্লে না? তাকে কোন্ প্রাণে পরিত্যাগ কল্লে? সে তোমার কি অপরাধ করেছে? —(রোদন)

মন্ত্রী। রাজমহিষী! মনের অবস্থা কাহারও চিরদিন সমান থাকেনা। হয়তো দুদিন পরে মহারাজের মনের চপলতা দুর হতে পারে। আর তাহা হবেও, স্ত্রীপুত্র আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের মায়া পরিত্যাগ করা সহজ কথা নয়। মা! সেই মঙ্গলময় সর্ব্বশক্তিমানের উপাসনা করুন, অবশ্যই আবার সুদিন উদয় হবে।

সন। মন্ত্রি! আর দিন চাইনে, হতভাগিনীর দিন শেষ হয়েছে, মরি তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু পতি আমায় যে বিনা দোষে পরিত্যাগ কল্লে‍র্ন, এই দুঃখ মনে রইল।

মন্ত্রী। রাজমহিষী! ভয় কি? কেন এত আশঙ্কা কচ্চেন? যদি এ জগতে ধর্ম্ম থাকে, যদি দেবতা সত্য হয়, তাহলে কখন আপনার এ কুদিন থাক্‌বে না। অবশ্যই মহারাজ স্বদেশে প্রত্যাগত হবেন। তিনি তো একেবারেই পরিত্যাগ করেন্‌নি, বানিজ্য শেষ হলেই স্বদেশে ফিরে আসবেন্। বাণিজ্যই রাজার কার্য্য, তবে তাতে আর ভাবনা কি? আর মহারাজ তো কতবার বাণিজ্যে গিয়াছিলেন, মা! এখন চলুন! প্রকাশ্য স্থানে আপনার থাকা ভাল দেখায় না।

সন। মন্ত্রি! সে যাওয়া আর এ যাওয়া অনেক বিভিন্ন, মহারাজ আগে বাণিজ্যে যেতেন, মনে কত আমোদ হত, কিন্তু আজ প্রাণ আমার কাঁদে কেন? পূর্ব্বে যখন বাণিজ্যে যেতেন, তখন মনে কোনরূপ ভয় হতনা, আজ কেন নানা প্রকার আশঙ্কা হচ্চে? মন্ত্রি! দেবতার বিপক্ষ হয়ে জগতে কে সুখি হয়েছে? পতি যে পদ্মাবতীর বিপক্ষ, এই জন্যই ভয় ভাবনায় প্রাণ কেঁদে উঠ্‌চে। কে যেন হৃদয় হতে বল্‌চে, হতভাগিনী! এই তোর সুখের শেষ। মন্ত্রিবর! আর আমি গৃহে যাবনা। পতি যে পথে গমন করেচেন, আমিও সেই পথে যাব।

মন্ত্রী। সেকি মা! একে স্ত্রীলোক, তাতে একাকিনী, একি সম্ভবে?

সন। অসম্ভবই বা কি মন্ত্রি! স্ত্রীলোকেরা কি সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারে না? আমি একাকিনী কেন? হৃদয় সিংহাসনে তো আমার পতির দেবমূর্ত্তি আছে। যাও মন্ত্রী আমি আর গৃহে যাবনা, বৎস লখিন্দর অতি শৈশব, এখন তুমি তার অবিভাবক ও প্রতিপালক, দেখো মন্ত্রি! যেন অভাগিনীর অঞ্চলের ধন, হৃদয় রত্ন আমাদের অভাবে কিছুমাত্র কষ্ট না পায়।——(রোদন)

[চপলার প্রবেশ]

মন্ত্রী। রাজমহিষী! আপনি বুদ্ধিমতি, স্বয়ং লক্ষ্মী, আপনাকে অধিক আর কি বুঝাব? একবার স্বয়ং ভেবে দেখুন, যদিও মহারাজ কিছুদিনের জন্য রাজ্য, ধন, সম্পত্তি পরিত্যাগ করে বাণিজ্যে গমন করেছেন, তাতে কি আপনার পরিত্যাগ করা উচিৎ? আর আপনার অভাবে কি কুমার লখিন্দর জীবিত থাক্‌বে? (চপলার প্রতি) সখি চপলে! রাজমহিষীকে লয়ে অন্তপুরে গমন কর।

চপ। মন্ত্রি মহাশয়! আমি দেখে শুনে এক প্রকার হত বুদ্ধি হয়েছি। কি দেখলাম, কি হোলো, কিছুই স্থির কর্ত্তে পাচ্চিনে। (সনকার প্রতি) রাজমহিষী! চলুন, আর এখানে থাকা উচিত হয় না, যদি সেই মা পদ্মাবতীর প্রতি আপনার তিলমাত্র ভক্তি থাকে, তাহলে মহারাজ আবার স্বদেশে শীঘ্র ফিরে আসবেন।

সন। (স্বগত) মা পদ্মাবতী! মহেশনন্দিনী! সর্ব্ব-মঙ্গলে! মাগো! আমার পতিকে মঙ্গলে রাখুন, তিনি

আপনাকে চিন্তে পাল্লেন না, চক্ষু থাকৃতে অন্ধ হয়ে রহিলেন। মাগো! সন্তানের অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা কোরো। আর যেন না এ অভাগিনী দুঃখনীরে মগ্ন হয়।

(পট ক্ষেপণ।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শ্মশানভূমী।

[মলিন বেশে চন্দ্রধরের প্রবেশ।]

চন্দ্র। (স্বগত) উঃ! কি ভয়ানক সঙ্কটেই এ যাত্রা জগদীশ্বরের কৃপায় পরিত্রাণ পেয়েছি, কিন্তু একেবারেই পথের ভিখারি, সেই দুষ্টা পদ্মাই আমাকে পথের ভিখারি কল্লে; তার কুচক্রেই আমায় এত কষ্ট সহ্য কর্ত্তে হোলো। বহু মূল্য পন্য দ্রব্য সহ বাণিজ্য তরি সকল অতল সলিলে লগ্ন হোলো। যাক্, সব যাক্, তাতে আমার কিছু মাত্র দুঃখ নাই; যখন ছটী পুত্রকে কালের করাল কবলে নিক্ষেপ করে আজও পর্য্যন্ত জীবিত আছি, তখন সামান্য ঐশ্বর্য্যের জন্য দুঃখ কি? তবে এক দুঃখ আছে, যতদিন জীবিত থাকব, যত দিন দেহে একবিন্দু শোণিত সঞ্চালিত হবে, যে পর্য্যন্ত না এই নশ্বর দেহ মৃত্তিকায় পরিণত হবে, ততদিন সে দুঃখ যাবার নয়। আজ ও পর্য্যন্ত পুত্রশোক বিস্মৃত হই নাই, বোধ হয় কখন হবেওনা, হৃদ কুণ্ড অগ্নি শীখাবৎ প্রজ্জ্বলিত হচ্চে; যে পর্য্যন্ত সেই পিশাচিনী চণ্ডালিনীকে সমুচিত প্রতিফল না প্রদান কর্ত্তে পারি, যে পর্য্যন্ত তার মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন কর্ত্তে না পার্ব্ব, ততদিন আমার হৃদয়ের জ্বালা নির্ব্বাপিত হবেনা। রে পাপচারিণী! আত্মশ্লাঘাকারিণী!

এই দেখ্, চন্দ্রধর বিপদ-সাগর হতে উত্তির্ণ হয়েছে। (ক্ষণেক স্থির থাকিয়া) এটি কোন্ রাজার অধিকৃত স্থান? এখান হতে কত দিনে স্বদেশে প্রত্যাগত হব, তারও কোন নিশ্চয় নাই। উঃ! কি সমুহ সঙ্কট! এখন কার নিকটই বা আশ্রয় গ্রহণ করি; কেই বা এ দীন হীনকে দয়া করে আশ্রয় দেবে? (ইতস্তত পরিক্রমণ)

[জনৈক সৈনিক পুরুষের দ্রুতবেগে প্রবেশ ও চন্দ্রধরের হস্ত ধারণ।]

সৈ। মহারাজ! পেয়েছি,—পেয়েছি,—এখানে আছে শীঘ্র আসুন—ব্যাটা পালায়,—

[জনৈক সৈনিক সহ জনৈক রাজার দ্রুত প্রবেশ]

সৈ। মহারাজ! দেখে বোধ হচ্চে, এ ব্যাটা নিশ্চয় চোর্, মহারাজের রত্ন চুরি করেছে তার আর কোন সন্দেহ নাই, আমি নিশ্চয় বল্চি এ ব্যাটা চোর্।

রাজা। (চন্দ্রধরের প্রতি) দেখ্, যদি প্রাণের ভয় থাকে, তবে বল্ সে রত্ন কোথায় রেখেছিস্?

চন্দ্র। (সভয়ে) কোন্ রত্ন মহারাজ?

সৈ। (প্রহার) কোন্ রত্ন তুই জানিস্ না? যা চুরি করেছিস্।

চন্দ্র। (স্বরোদনে) হা ধর্ম্ম! তুমি সাক্ষি, মহারাজ। আমি চোর নই, আমি বিদেষী বিপন্ন, আপনার রত্নের

বিষয় আমি কিছুমাত্র জানিনে। বিপদে পতিত হয়ে আমার এ দুরাবস্থা।

রাজা। (স্বক্রোধে) আমি তোর ও কথা শুন্‌তে ইচ্ছা করিনে, যদি তোর প্রাণের ভয় থাকে, তবে শীঘ্র বল্‌ সে রত্ন কোথায়? আমি তার জন্য পাগলের ন্যায় হয়েছি। একখণ্ড উজ্জ্বল প্রস্তরের জন্য কি না রাজকার্য্য পরিত্যাগ করে দেশে দেশে অন্বেষণ করে বেড়াচ্চি।

(শূন্য হইতে অপহৃত রত্ন চন্দ্রধরের পশ্চাতে পতিত ও সৈনিকের গ্রহণ।)

সৈ। মহারাজ! এই দেখুন ব্যাটা বস্ত্রের মধ্যে রত্ন রেখেছিল।

রাজা। (রত্ন দর্শন করিয়া স্বক্রোধে) যাও, একে আজিবন কারাগারে আবদ্ধ করে রাখ।

চন্দ্র। (স্বরোদনে স্বগত) হা অদৃষ্ট! অবশেষে কিনা মিথ্যা চোর অপবাদে আজিবন্ কারাগারে আবদ্ধ হতে হল? বুঝিলাম বিপদ কখন একাকী আসেনা। (প্রকাশ্যে) মহারাজ আমি চোর নই, অথবা আপনারও কোন দোষ নাই, সেই দুষ্টাই আমার এ বিপদের মূল। রে চণ্ডালিনী দেব কুলকলঙ্কিনী! যেমন তুই বিনা অপরাধে আমাকে কষ্ট প্রদান কল্লি, এর প্রতিফল তোকে নিশ্চয়ই গ্রহণ কর্ত্তে হবে।

[চন্দ্রধরের হস্ত বন্ধনপূর্ব্বক সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

চম্পকনগর—রাজ অন্তপুরস্থ গৃহ।

[সনকা আসীন]

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালী।

বিরহ অনলে দহিছে।
প্রাণেশ বিহনে মম প্রাণ সদা জ্বলিতেছে॥
বসন্তে বিরহী কুল, পতি বিনে প্রাণাকুল,
মদন তাড়নে তনু, জর জর করিতেছে।
সদা আঁখি উন্মিলনে, হেরি সে মনোরঞ্জনে,
প্রতি পলক পতনে, অঞ্জনেতে মিসাইছে॥

সন। (স্বগত) হৃদয়! আর কতদিন বিরহানলে দগ্ধ হবি? কুহুকিনী আশাকে পরিত্যাগ কর্। আর কি প্রাণেশ্বরের শ্রীচরণ দর্শন কর্ত্তে পাবি? নয়ন! মুদিত হও, কেন মিথ্যা আশার বশবর্ত্তি রয়েছ? সে মনমোহন মূর্ত্তি আর দর্শন কর্ত্তে পাবনা? হৃদয় নাথ! আর কত দিন আপনার বিরহ যাতনা সহ্য কর্ব্ব? উঃ! প্রাণ যে বিদীর্ণ হয়, অষ্টাদশ বৎসর অতিত প্রায়, বাণিজ্য কি শেষ হয় নাই? হায়! বুঝেছি, সেই সময় তো বলেছিলাম যে, মা পদ্মাবতীর সঙ্গে বিবাদ করোনা, বোধ হচ্ছে তিনিই কোন ষড়যন্ত্র করেছেন। মা পদ্মাবতি! আপনার হৃদয় কি পাষাণে নির্ম্মিত, পর দুঃখে কি হৃদয় আর্দ্র হয় না? দাসীর চক্ষের জল কি আপনার হৃদয়ে স্থান পায় না? মা! আর কেন

কষ্ট দেন ? কৃপাময়ি ! কৃপা করে দাসীর প্রতি প্রসন্ন হোন্ ; এখন প্রাণেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ হলে, যাতে তিনি আপনার উপাশনা করেন তার উপায় কর্ব্ব। তাঁর চরণে যদি জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাও দিব, মাগো ! হৃদয়েশ্বরকে স্বদেশে এনে অবলার প্রাণ রক্ষা করুণ। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া স্বরোদনে) নাথ ! যাঁর কোপানলে ছটী পুত্রই অকালে বিসর্জ্জন দিলাম, যাঁর জন্য এত কষ্ট ভোগ কর্‌চেন, এখন ও তাঁকে অমান্য কর্ত্তে ইচ্ছা ? আমার হৃদয় কি কঠিন, নচেৎ পুত্রশোকানলে এখন জীবিতা আছি ? (রোদন)

[চপলার প্রবেশ।]

চপ। ও কি রাজমহিষি ! সর্ব্বদাই কান্না কেন ? এ রকম কল্লে কদিন আর বাঁচ্‌বেন্ ? চ'খের জল ফেলে মহারাজের অমঙ্গল কর্ব্বেন্‌না।

সন। (স্বরোদনে) সখি ! আমার আর বেঁচে থাকায় ফল কি বল ? কেবল আমার বড় কঠিন প্রাণ বলে এখনও বেঁচে আছি।

চপ। রাজমহিষি ! মহারাজের অমঙ্গল মনে কর্ব্বেন না।

সন। (স্বরোদনে) সখি ! অষ্টাদশ বৎসর নিরুদ্দেশ, তাঁর আবার মঙ্গলের আশা আছে ?

চপ। সে কি রাজমহিষি ! ও কথা কি বল্‌তে আছে ? মহারাজ অতি শীঘ্রই স্বরাজ্যে আস্‌বেন্।

[লখিন্দরের প্রবেশ।]

লখি। মা! দ্বারদেশে একজন বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে। সে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কথা সব বল্‌তে পারে, তাকে একবার ডেকে আন্‌বো? (সনকার প্রতি) মা! রোদন কর্চ্চ কেন? (চপলার প্রতি) চপলা! মা কাঁদ্‌চে কেন?

চপ। আপনার আস্‌বার্ বিলম্ব দেখে।

লখি। না, তা তো নয়, আর কোন কারণ আছে! (সনকার প্রতি) মা! কি জন্য রোদন কর্চ্চ?

সন। বাপ্‌রে আমার! হৃদয়ের ধন! কৈ বাপ্! আমিতো রোদন করি নাই, কিন্তু যদিও রোদন করে থাকি, তবে আর কর্ব্বনা। (জনান্তিকে) কোথায় হৃদয়বল্লভ! এমন অমূল্য ধন তোমার ক্রোড়ে প্রদান কর্ত্তে পার্লে্ম না? ছটা রত্ন হারিয়ে অবশেষে এই রত্ন প্রাপ্ত হয়েছি; একবার এসে দেখে যাও, পূর্ণচন্দ্র অভাগিনীর কোলে কেমন শোভা বর্দ্ধন কর্চ্চে। (রোদন)

লখি। মা! এখনও রোদন কর্চ্চ? তবে আমি যাই, আর আস্‌বনা।

সন। না বাপ্ আমার! আর রোদন কর্ব্বনা!

লখি। মা! পিতা কোথায়? পিতাকে আমি একবারও দেখি নাই কেন?

সন। বাপ্‌রে! সে কথা বল্‌তে প্রাণ ফেটে যায় বাপ্! তুমি যখন অতি শৈশব ছিলে; তখন তিনি বাণিজ্যে গমন করেছেন, অদ্যাবধিও তাঁরকোন সংবাদ পাইনে।

লখি। মা! তবে একবার ঐ বৃদ্ধাকে ডেকে আনি।

পিতা এখন কোথায় আছেন, ওর নিকট জানতে পার্ব্ব, পরে আমি তাঁর অনুসন্ধানে গমন কর্ব্ব।

[লখিন্দরের প্রস্থান।]

চপ। রাজমহিষি! বৎস লখিন্দরের সম্মুখে আপনি রোদন করেন কেন? আপনার কান্না দেখে বাছার মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে। আর আপনিও কিছু অবুঝ নন, শ্রীমন্তের কথা তো শুনেছেন, এ যদি সেই প্রকার একদিকে চলে যায়, তখন কি উপায় হবে?

সন। সখি চপলে! মন যে বোঝে না, একবার মনে করি আর কিছু ভাব্বনা, আর রোদন কর্ব্বনা, কিন্তু সখি রে! সে কথা মনে হলে চোখে আর জল রাখ্‌তে পারিনে।

[লখিন্দরের সহিত বৃদ্ধা গণকের প্রবেশ।]

লখি। (সনকার প্রতি) মা! ইনি গণনা দ্বারা সব বল্‌তে পারেন।

সন। (গণকের প্রতি) এসো মা এই আসনে বস। (বৃদ্ধার আসনে উপবেশন) তবে মা তোমাকে একটী বিষয় গণনা কর্ত্তে হবে।

গণ। কোন্ বিষয় গণনা কর্ত্তে হবে মা!

সন। আমাদের বাড়ীর কর্ত্তার শুভাশুভ। (চপলার প্রতি) বল্‌না চপলা।

চপ। (লখিন্দরকে নির্দ্দেশ করতঃ) এই যে আমাদের রাজকুমারকে দেখ্‌ছো, এঁর পিতা অনেক দিন হ'ল বিদেশে

বাণিজ্য কর্ত্তে গেছেন, কিন্তু আজও পর্য্যন্ত কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। তিনি এখন কোথায় ও কেমন আছেন, তাই তোমায় গণে বল্‌তে হবে।

গণ। আচ্ছা, তার আর ভাব্‌না কি? তা বল্‌চি, তাঁর নাম কি?

চপ। চন্দ্রধর।

গণ। আচ্ছা, একটা ফুলের নাম কর দেখি।

চপ। গোলাপ।

গণ। তিন—একটা নদীর নাম কর।

চপ। নর্ম্মদা।

গণ। তিন—আর একটা ফুল।

চপ। চাঁপা।

গণ। হুঁ—ফুলে২ গুণ কর।
তিন দিয়ে তারে হর॥
বাকি যদি থাকে এক্।
বেয়ে চেয়ে তবে দেখ্॥
এতে যে মঙ্গল হয়।
সে বচন মিথ্যা নয়॥
মিথ্যা বলে যে এ কথা।
খাই তার ভালোর মাথা॥

চপ। মরন্ আর্ কি, এ আবার কি রকম গণনা?

গণ। মর্ মর্ করিস্‌নে, তুই এর কি জানিস্ বল্ দেখি।

চপ। আমি সব জানি।

গণ। তুই কি জানিস্ বল্ দেখি।

চপ। তুই কবে মর্‌বি, তা বলে দিতে পারি।

গণ। মরবার কথা বল্‌ছিস, তুই মর্ব্বিনে?

চপ। তোর মর্ব্বার পরে আমি মর্ব্ব।

গণ। (স্বক্রোধে সনকার প্রতি) মা ঠাকুরুণ! এই তোমার গণা পড়া রইল, আমি চল্লেম্।

চপ। তবে তো বড় ক্ষতি হ'ল। তুই কি ঠকাতে আর মানুষ পেলিনে?

সন। (গণকের হস্তধারণ পূর্ব্বক) না, মা! রাগ কোরোনা, ও ছেলেমানুষ, ওর কথায় কি রাগ কর্ত্তে আছে? (চপলার প্রতি) সখি! বুড়মানুসের সঙ্গে কি তামাসা কর্ত্তে আছে?

গণ। ও যেমন আমার সঙ্গে তামাসা কর্চ্চে, তেমনি যেন হংসেশ্বরী ওর মাথা খায়।

লখি। (গণকের প্রতি) ওগো, তুমি যে বিষয় গণনা কর্ত্তেছিলে তাই কর।

গণ। (ক্ষণেককাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সনকার প্রতি) মা! সকলই তো ভাল দেখ্‌ছি! তোমাদের কর্ত্তা আজ বাড়ীতে অবশ্য আস্‌বেন্। বাছা! আমার কথা কখন মিথ্যা হবার নয়; কিন্তু মা! একটী কথা বলি শোন।

গণ। (সমুৎসকে) কি কথা মা, যা বল্‌বে তাই আমি কর্ত্তে প্রস্তুত আছি।

গণ। মা পদ্মাবতীর উপাসনা; তাঁর পূজা কর, নিশ্চয় তোমার মনো আশা পূর্ণ হবে।

চপ। এই কাজের কথা, নচেৎ চোখ্ বুজে হিজি বিজি মন্ত্র পড়া ওটা ভাল লাগেনা।

গণ। ওলো! আবার তুই কথা কচ্ছিস্?

চপ। তবে কি চুপ করে থাক্‌তে হবে?

সন। সখি! তোমার কি কিছু বিবেচনা নাই? (গণকের প্রতি) মা! কি প্রকারে মা পদ্মাবতীর পূজা কর্ব্বো? আমি তো পূজা বিধি কিছুই জানিনে।

গণ। বাছা! পূজার আবশ্যক কি? কল্পনার সাহায্যে মাকে হৃদয় সিংহাসনে বসিয়ে একবার প্রাণভরে ডাক, ভক্তি পুষ্পাঞ্জলিতে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে অর্চ্চনা কর, তাহলেই তোমার মনোরথ সিদ্ধি হবে।

চপ। (স্বগত) তাইত, বুড়িকে পাগল ভেবেছিলাম্, তা তো নয়, এখন কথা গুলি যা বল্‌চে। তাতে পাগল বলে কিছুমাত্র বোধ হয়না।

সন। (সনকার প্রতি) মা! তবে আমি এখন চল্লেম, যদি আমার প্রতি তোমার ভক্তি হয়ে থাকে, তবে পুনরায় আস্‌বো। (চপলার প্রতি) চপলে! তুমি এখনও বালিকা, সংসার তত্ত্ব কিছুই জাননা, হৃদয়ের চপলতা প্রযুক্ত এখনও তোমার দেব মাহাত্মে মন লিপ্ত হয় নাই। যদি অন্তিমে অক্ষয় সুখ লাভ কর্ত্তে ইচ্ছা থাকে, তবে চপলে! চপলতা পরিত্যাগ করে হৃদয়কে পরিশুদ্ধ কর্ত্তে চেষ্টা কর।

চপ। হ্যাঁগা বাছা! তোমার যখন এতদূর জ্ঞান, তবে আগে এত আড়ম্বর কর্‌লে কেন? পূর্ব্বের কথার সহিত এখন্‌কার, কথা তুলনা কর্‌লে তোমাকে পূর্ব্বের গণক বলে

বোধ হয় না। এখন দেখছি একজন মহাজ্ঞানি।

গণ। চপলে! নিবিষ্ট চিত্তে ভেবে দেখ, যা বল্‌চি, তার প্রত্যেক কথাই শারবান্‌, এতে অসারতা কিছুই নাই। (সনকার প্রতি) তবে মা আমি এখন বিদায় হলেম, আবার সময়ান্তরে দেখা হবে।

[বৃদ্ধা গণকের প্রস্থান।]

সন। সখি! যাও মা, পদ্মাবতীর পূজার আয়োজন করগে। আজ মঙ্গল ঘট স্থাপন করে সেই সর্ব্ব সন্তাপ হারিণী মা সর্ব্ব মঙ্গলার পূজা কর্ব্ব, দেখি মা মঙ্গলচণ্ডি প্রসন্না হবেন্‌ না।

[চপলার প্রস্থান।]

সন। (করযোড়ে) মা সর্ব্বমঙ্গলে! তোমার দীনহীনা পতি সোহাগ বঞ্চিতা, অধম সন্তান বিপদ সাগরে পতিত হয়ে তোমার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, একবার কৃপা-দৃষ্টে কটাক্ষপাৎ কর। আমি পুজাবিধি জানিনা, কি প্রকারে তোমার উপাসনা কর্ত্তে হয়, তাও শিক্ষা করি নাই। আমি অবলা, তোমার কি দয়ার পাত্রি হবনা? শুনেছি তুমি দয়া-ময়ি, অধম তারিনী, তাই আজ চরণে আশ্রয় নিলাম, এ দুঃখিনীর চক্ষের জল কি হৃদয়ে স্থান পাবে না? পতি আমার তোমার বিপক্ষ সত্য, কিন্তু মা! তিনি অজ্ঞ, অজ্ঞান সন্তানের অপরাধ জননীর গ্রহণ করা কি উচিৎ? সন্তানের অপরাধ কোন্‌কালে মাতার নিকট গ্রাহনীয়? তিনি যদি ভ্রান্ত না হবেন, তা হলে কি কখন বিপক্ষ হ'ন? মা! পত্নী

পতির অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী। দুই বিভিন্নদেহি দুই আত্মার একতাকে দম্পতি কহে। একার্দ্ধ যখন তোমার আশ্রিতা, তখন একের অপরাধে সম্পূর্ণ বস্তুকে বিনষ্ট করা কি উচিৎ? পতিই রমণীর একমাত্র গতি, একমাত্র আরাদ্ধ, পতিই রমণী-লতার আশ্রয়তরু। সে তরু বিহনে লতা কি কখন জীবিত থাকে? দয়াময়ি! পতিসুখ হতে দাসীকে বঞ্চিত করনা। মা! বৃদ্ধার গণনা যেন সত্য হয়, এবার প্রাণেশ্বরের সহিত সাক্ষাত হলে, যাতে তিনি তোমার পূজা করেন তা কর্ব্ব, চরণে ধরে কাঁদ্ব, মিষ্টকথায় বুঝাব, ইষ্টদেবীর নাম শিখাব, পত্নী হয়ে পতিকে শিক্ষা দিব, তাতেও যদি তিনি তোমার বশ্যতা স্বীকার না করেন, তবে এ অভাগিনীর ক্ষুদ্র জীবন তোমার শ্রীপাদপদ্মে উৎসর্গ কৃত করে দেবদ্বেষী পতি সম্মুখে পরিত্যাগ করত সমস্ত যাতনা হতে পরিত্রাণ পাব। মাগো! পতিকে স্বদেশে এনে অবলার প্রাণ রক্ষা কর।

লখি। (স্বচকিতে) মা! পথে এত কোলাহল হচ্চে কেন? একবার দেখে আসি।

[লখিন্দরের প্রস্থান।]

সন। (স্বগত) একি! আজ অকস্মাৎ কেন আমার বামাঙ্গ স্পন্দিত হচ্চে? এতো শুভচিহ্ন ব্যতিত আর কিছুই নয়। হা অদৃষ্ট! দয়াময়ি কি আমার সেই শুভদিন দেবেন্?

[চপলার দ্রুতবেগে প্রবেশ।]

চপ। (সমুৎসকে) রাজমহিষি! আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে একটা পাগল এসেছে, তার নাম জিজ্ঞাসা করাতে, আমাদের মহারাজের নাম্ বল্‌চে, তাই শুনে যত লোক্

তাকে ঠাট্টা তামাসা কর্চ্চে, আর সেই পাগল্‌টা কেবল কাঁদ্‌চে।

সন। (স্বগত) ভগবান্‌ কি এমন শুভদিন দেবেন? অভাগিনীর কপাল কি সুপ্রসন্ন হবে? (প্রকাশ্যে) আহা! পাগলকে কেন কাঁদাচ্চে?

[লখিন্দরের সহিত পাগলবেশে চন্দ্রধরের প্রবেশ।]

চপ। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করত) রাজমহিষি! ঐ দেখুন, বৎস লখিন্দর সেই পাগলটাকে নিয়ে আশ্চে।

সন। (চন্দ্রধরের প্রতি ক্ষণেককাল দৃষ্টিপাৎ পূর্ব্বক চরণ ধারণ করত) হা নাথ! হা হৃদয়বল্লভ! হা জীবিতেশ্বর! (পতন ও মূর্চ্ছা।)

চন্দ্র। প্রিয়ে! একি! উঠ, উঠ, স্থির হও।

সন। (সংজ্ঞাপ্রাপ্তে) নাথ! এতদিন দাসীকে ভুলে কোথায় ছিলে? দাসী যে তোমার বিচ্ছেদ এক তিলার্দ্ধ সহ্য কর্ত্তে পারে না। তবে যে এতদিন জীবিতা আছি, সে কেবল ঐ শ্রীচরণ দেখ্‌বার জন্য। জীবিতেশ্বর! মনে এমন আশা ছিল না, যে ঐ চরণ যুগল পুনরায় দর্শন পাবো। (চন্দ্রধরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) নাথ! কে তোমার এ দুরাবস্থা করেছে? কে তোমাকে দীনহীন বেশে পথের ভিখারী করেছে? হৃদয়েশ! তোমার এ বেশ দর্শন করে আমার প্রাণ যে বিদীর্ণ হয়।

চন্দ্র। প্রিয়ে! আমার এ দুরাবস্থা আর কে কর্ব্বে? যে কালভুজঙ্গিনী ছুটী রত্নকে কালের করাল কবলে নিক্ষেপ

করেছে ; সেই দেবকুল কলঙ্কিনী দুষ্টাই আমার এই হীন অবস্থার মূল।

সন। প্রাণেশ্বর! আর ও কথা মুখে এনো না। আর তাঁকে কটু বাক্য প্রয়োগ করোনা। তোমার চরণে ধরি, মিনতি করি, তাঁর উপাসনা কর, দেখ নাথ! তাঁর কোপানলে আমাদের কি পর্য্যন্ত না হল।

চন্দ্র। প্রিয়ে! এখনও হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ কর্ত্তে পার নাই? চণ্ডালিনীর নাম এখনও বিস্মৃতা হও নাই? এখনও তার মায়ায় মুগ্ধ আছ?

চপ। (সনকার প্রতি) রাজমহিষি! আপনি কি একেবারে জ্ঞানশূন্যা হয়েছেন? মহারাজ বহুদিনান্তে এসেছেন, কোথায় আনন্দ প্রকাশ কর্ব্বেন, তা না হয়ে কেবল অনর্থক বাক্যব্যয়। আপনার কি একটু বুদ্ধি নাই?

সন। (লখিন্দরকে নির্দ্দেশ করত চন্দ্রধরের প্রতি) প্রাণেশ্বর! এই তোমার অমূল্য ধন গ্রহণ কর, যে ধন অভাগিনীর নিকট রেখে গেছলে, আজ তোমার সেই রত্ন গ্রহণ কর।

চন্দ্র। (লখিন্দরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) বাপ্‌রে! অন্ধের নয়ন! আমি অতি পাপীষ্ঠ, নরাধম, নচেৎ এতদিন এমন শশধর বিনিন্দিত মুখ চন্দ্রিমা দর্শনে বঞ্চিত ছিলাম? একবার কোলে আয় বাপ, শরীর শীতল হক, শোকানলে দেহ অহোরাত্র দগ্ধ হচ্চে। (রোদন লখিন্দরের মুখ চুম্বন পূর্ব্বক ক্রোড়ে ধারণ) রে পিশাচিনি! আত্মাভিমানিনি! চেয়ে দ্যাখ, আজ চন্দ্রধর সমস্ত পেয়েছে,

রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন, সম্পত্তি, পুত্র কলত্র, আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব সকল পেয়েছে, একবার চেয়ে দ্যাখ, চন্দ্রধর আজ পরম সুখি, তোর নিষ্ঠুর ব্যবহার এ হৃদয়ে অক্লেশে সহ্য করেছে ; আর যদি তোর কোন ক্ষমতা থাকে প্রকাশ কর।

সন। মহারাজ! আর না, আর ও কথা বলোনা। সনকা! হতভাগিনী সনকা! তোর অদৃষ্টে সুখ নাই! (কিয়ৎক্ষণ স্থির থাকিয়া স্বগত) মা অধমতারিণি! অধম অজ্ঞ সন্তানের অপরাধ গ্রহণ কোরোনা।

লখি। পিতঃ! আমি অতি নৃশংস, নরাধম, অকৃতি, তাইতে এমন অমূল্য রত্ন পিতৃ চরণ দর্শনে বঞ্চিত ছিলাম ; আসুন আজ মনোসাধে আপনার শ্রীচরণ পূজা করে মনোরথ সফল করি।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজঅন্তঃপুরস্থ—গৃহ।

[সনকা ও চন্দ্রধরের প্রবেশ।]

চন্দ্র। মহিষি! একে এই বৃদ্ধাবস্থা, তাতে আবার শোক সন্তপ্ত হয়েছি, আমার ইচ্ছা যে, কুমার লখিন্দরের বিবাহ দিয়ে সুখি হই, তোমার কি অভিপ্রায়?

সন। মহারাজ! এর অপেক্ষা সুখ কি জগতে আছে? আমার ও বহুদিনের ইচ্ছা, কেবল তোমার অনুপস্থিতে সম্পন্ন হয় নাই।

চন্দ্র। প্রিয়ে! যে কোন প্রকারে হোক, সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয়ই লখিন্দরের শুভ পরিণয় সম্পন্ন করব।

সন। নাথ! সম্বন্ধ কি স্থির হয়েছে?

চন্দ্র। না প্রিয়ে! তবে কাল রাজ সভায় এক ঘটক এসেছিল, তাকে কন্যা স্থির কর্ত্তে বলা হয়েছে। আর এক রকম স্থিরও হয়েছে। উজ্জয়িনী রাজ তাঁর দুহিতাকে আমার গৃহে সম্প্রদান কর্ত্তে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

সন। মহারাজ। মেয়েটী কেমন?

চন্দ্র। ঘটকের প্রমুখাৎ শুনেছি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী।

[চপলার প্রবেশ]

চপ। মহারাজ! মন্ত্রী মহাশয় কোন কার্য্য বশতঃ দ্বার দেশে আপনার জন্য অপেক্ষা কচ্চেন।

চন্দ্র। (সনকার প্রতি) মহিষি! তবে এখন চল্লেম. বোধ হয় ঘটক এসেছে।

[চন্দ্রধরের প্রস্থান]

সন। (ঈষৎ হাস্যে স্বগত) বাছা লখিন্দরের বিবাহ হবে, এর চেয়ে আর কি সুখ আছে? পুত্র বধূকে কোলে নেব, তার মুখচন্দ্র দেখে হৃদয়ের সকল যন্ত্রণা নিবারণ কর্ব্ব।

চপ। স্খলিত দন্ত পালিত কেশ।
তারা রসিকের এক শেষ॥ (হা—হা—হা)

সন। সখি! কি বল্লে?

চপ। রাজমহিষি! বল্‌ব আর কি? ঐ যে একটা কথা আছে।—

বহু দিন পরে দেখা হলে।
ইচ্ছে হয় প্রাণ দিই খুলে॥ হা—হা—হা।

সন। ওলো পাগলি! এত হাসি কেন?

চপ। হাসি দেখে।

সন। ওলো! কার হাসি দেখে?

চপ। যার হাসি ভাল বাসি।

সন। কে তোর সে শরৎশশি?

চপ। তুমি আমার রাজমহিষী।

সন। আমার মুখে কখন হাসি দেখলে'

চপ। দেখিচি দেখিচি দেখিচি আমি দাঁড়িয়ে ঐখানে।
মুখের হাসি এখন তোমার আছে মরন কোনে॥

সন। সখি! বেশ মিলুতে শিখেছ তো?

চপ। মিল্ কোথায় পাব? তোমাদের মিল দেখে আমি সুখি হব।

সন। আচ্ছা সখি! মহারাজকে বলে তোমার একটা বিয়ে দিয়ে মিল করে দিচ্চি, তাহলে তো সুখি হবে?

চপ। বর বর বর, যমের কিঙ্কর।
বেঁধে নেবে যবে, সুখি হব তবে।। হা—হা—হা
বলি ওগো রাজমহিষী।
দুজনেতে বসে২ কেন এত হাসি?

সন। কখন তুমি হাসি দেখলে?

চপ। কেন? মুচকে হেসে চোখটী টিপে।
কথা কচ্ছিলে চুপে চুপে?

সন। ওলো! তুই এত ও জানিস?

চপ। এখন ও সব কথা যাক্, বলি রাজমহিষী! আজ এত হাসি হচ্চিল কেন? অনেক দিনের পর মিলন বলে বুঝি।

সন। সখি! তা নয়, লখিন্দরের বিবাহের কথা মহারাজ বলছিলেন বলে তাই।

চপ। কবে—কবে—কবে?

সন। এই মাসেই হবে।

চপ। বলি কোথা হবে?

সন। তার আজও ঠিক হয়নি, আজ ঘটক আসবে, তবে বোধ হয় ৭।৮ দিনের মধ্যে এক রকম ঠিক হতে পারে।

চপ। (আহ্লাদে) হায়! কি মজা, হায়! কি মজা।

বিয়ে করবেন ছোট রাজা।
চপলা তুই বগল বাজা।

সব। বিয়ের নাম শুনেই যে তোর আনন্দ, পাগল হলি নাকি? এখন বিয়ে কোথায় তার ঠিক নাই।

চপ। ঠিক হবে, ঠিক হবে।

চপলা বেটী সন্দেশ খাবে॥
এ কথা কি চাপা রয়?
বলিগে যাই পাড়ায় পাড়ায়॥

সব। (স্বগত) চপলা কিন্তু খুব আমুদে, আর ছন্দে বন্দে মিলোবার অভ্যাসটাও বেস আছে। তবে দোষের মধ্যে একটু পাগল, কিন্তু তাই বা কি করে বলি? ওর কার্য্য কলাপ দেখ্‌লে বুদ্ধিকে প্রশংসা ক'র্ত্তে হয়।

চপ। রাজমহিষি! অধিক বেলা হয়েছে, আর বিলম্ব কর্‌বেন না।

সব। সখি! চল আমরা তবে গমন করি।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(পটক্ষেপণ।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

[চন্দ্রধর, মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গ আসীন।]

চন্দ্র। মন্ত্রি! উজ্জয়িনী হতে কোন পত্রাদি কি এসেছে?

মন্ত্রী। না মহারাজ! তবে ঘটকের প্রমুখাৎ অবগত হওয়া গেল যে, উজ্জয়িনী-রাজ স্বীয় কন্যা সম্প্রদান কর্ত্তে কিছুমাত্র অসম্মত নন, এ বিবাহে তিনি বিশেষরূপে সম্মত আছেন।

১ম অ। এমন ঘরে, এমন বরে কন্যা প্রদান কর্ত্তে কেই বা অসম্মত হবে?

২য় ঐ। ঠিক কথা, পূর্ব্বপুরুষের সৌভাগ্যের জোর, নইলে এরূপ ঘটনা—হওয়া অসম্ভব। (চন্দ্রধরের প্রতি) মহারাজ! আপনার ঘরে কন্যা সম্প্রদান কর্‌লে উজ্জয়িনী বংশ পবিত্র হবে।

চন্দ্র। সভাসদগণ! আমারও বহুদিনের ইচ্ছা যে, উজ্জয়িনীরাজের গৃহে কোন কার্য্য করি, কিন্তু এতদিন কোনরূপ ঘটনা হয় নাই, বাস্তবিক এ বিবাহে আমিও অতিশয় সুখি হব।

১ম অ। মহারাজ! তাতো হবারই কথা, আপনার পুত্রের বিবাহ, আপনিতো সুখি হতেই পারেন, কিন্তু আমরা

যে কি পর্য্যন্ত সুখি হব, তা এক মুখে প্রকাশ কর্ত্তে পারি না।

২য় ঐ। যথার্থ বলেছ ভাই, ঐ যে একটা কথায় না আছে;—

শত মুখে গঙ্গা পারি সাগরে ঢালিছে।
তথাপি না কম পারি পূর্ণ গদা আছে।

মন্ত্রী। (চন্দ্রধরের প্রতি) মহারাজ। উচ্চ এবং সৎবংশে কার্য্য কল্লে মন অত্যন্ত প্রফুল্ল হয়। উজ্জয়িনীবংশ অতি পবিত্র, এ বিবাহে সকলেই সুখি হবে মহারাজ!

চন্দ্র। মন্ত্রিবর! এখন সংঘটন হ'লে হয়।

মন্ত্রী। বিধাতার ইচ্ছা! মনুষ্যের সাধ্য নহে মহারাজ!

জন্ম মৃত্যু বিবাহ এ তিন নিরূপণ।
কেহ নাহি পারে স্থির কবিতে কখন॥

[ঘটকের প্রবেশ]

সকলে। আসতে আজ্ঞা হোক্, ঘটক মহাশয়! (প্রণাম)

১ম অ। ঘটক মহাশয়। আপনি অনেক দিন বাঁচবেন, এই মাত্র আপনার নাম হ'চ্ছিল।

২য় ঐ। ওহে! ঘটক মহাশয়ের কি মৃত্যু আছে? উনি যে অমর? হা হা হা (হাস্য)

ঘটক। বাস্তবিক পোড়া অদৃষ্টে বিধাতা মৃত্যু লেখেন্ নাই।

১ম অ। (২য় অমাত্যের প্রতি) হবেও না, জানেন কি মহাশয়! ঘটক মহাশয় আমাদের ত্রেতাযুগের খবর রাখেন। হা-হা-হা (হাস্য)

ঘটক। অন্য কেহ জানুক আর না জানুক, আপনি জানেন, ত্রেতাযুগের খবর আপনি বিশেষরূপে অবগত আছেন।

মন্ত্রি। ওহে! ঘটকের মুখের কাছে দাঁড়ান বড় সহজনয়।

ঘটক। মন্ত্রি মহাশয়! আমার কাছে দাঁড়াতে কোন ভয় নাই (১ম অমাত্যকে লক্ষ করে) ওঁর কাছে দাঁড়াতে ভয় হয়, কারণ অনেক বানর এক সময়ে ওঁর উদরস্থ হয়েছে। হা—হা—হা—(হাস্য)

মন্ত্রী। ঘটক মহাশয়! ও সব কথা এখন যেতে দিন। বলি ও পক্ষের সংবাদ কি?

ঘটক। সমস্তই ঠিক, কেবল মহারাজের অনুমতির অপেক্ষা।

চন্দ্র। আমার কোন আপত্ত নাই, উজ্জয়িনী বংশ আমাদের সমতুল্য ঘর, ও ঘরে পুত্রের বিবাহ দিতে আমার কোন আপত্ত নাই।

১ম অ। আপত্ত নাই কি মহারাজ? দেনা পাওনার বিষয়টাও কি দিনা আপত্তে সারবেন?

চন্দ্র। (ঈষৎহাস্যে) ওহে! সে ভার তোমাদের উপর।

১ম অ। রক্ষা পাই মহারাজ।

২য় ঐ। তা আর একবার করে? মহারাজের কথা শুনে তবে প্রাণটা যেন সুস্থ হল।

ঘটক। (চন্দ্রধরের প্রতি) উজ্জয়িনী বংশ অতি পবিত্র, আর যখন মহারাজ সমস্তই জ্ঞাত আছেন, তখন প্রকাশ করা অনাবশ্যক।

চন্দ্র। সে বলা কেবল বাহুল্য।

মন্ত্রী। তবে ঘটক মহাশয়! উজ্জয়িনীরাজের এ বিবাহে আর কোন আপত্ত নাই?

ঘটক! (চন্দ্রধরের প্রতি) মহারাজ! আর কোন আপত্ত নাই, তবে—

চন্দ্র। তবে কি? কিছু আছে নাকি?

ঘটক। আজ্ঞা, কেবল একটা কথামাত্র, উজ্জয়িনীরাজ কন্যা সম্প্রদানের পূর্ব্বে আপনার মুখে একটী কথা শুন্‌তে ইচ্ছা করেন।

চন্দ্র। (স্বাশ্চর্য্যে) এমন কি কথা?

ঘটক। মহারাজ! আপনি নাকি দেবদ্বেষী, তাই—

চন্দ্র। শিব! শিব! শিব! কে বলে আমি দেবদ্বেষী?

ঘটক। মহারাজ! সকলেই তো বলে থাকে।

চন্দ্র। তারা নাস্তিক।—শঙ্কর! শিব! সোমেশ্বর! হর হর হর! কেবলে আমি দেবদ্বেষী।

১ম অ। এমন বৈষ্ণব চূড়ামনিকে যারা দেবদ্বেষী বলে, তারা নিজেই নাস্তিক।

ঘটক। (চন্দ্রধরের প্রতি) মহারাজ! অনেকেই বলে, আপনি দেবদেবীর মধ্যে কাহাকে অমান্য করেন কি?

চন্দ্র। মিথ্যা কথা, যাঁরা দেব শ্রেণীভূত, তাঁদের সকলকেই আমি অন্তরের সহিত ভক্তি ও পূজা করে থাকি।

ঘটক। মহারাজ! তবে মা পদ্মাবতী কি দেবী নন্?

চন্দ্র। হা—হা—হা—সেই নিচাসয়া পদ্মা? যারা তাকে পূজা করে তারা নিতান্ত ভ্রান্ত।

ঘটক। (স্বগত) তারা ভ্রান্ত নহে, পামর! চক্ষু থাক্‌তে অন্ধ হয়ে আছিস্? কবে তোর শিক্ষা হবে? (প্রকাশ্যে) মহারাজ! আমার অপরাধ হয়েছে ক্ষমা ক'র্বেন।

মন্ত্রী। ঘটক মহাশয়! যদি উজ্জয়িনীরাজের কন্যা সম্প্রদানের বিশেষ ইচ্ছা থাকে, তবে একটা বিবাহের দিন স্থির করা উচিৎ।

ঘটক। দিন স্থির কি মহারাজ! তিনি আগত শুক্ল ত্রয়োদশীতে সিদ্ধিযোগে আপনার পুত্রকে কন্যা সম্প্রদান ক'র্বেন। এই দেখুন্ উজ্জয়িনীরাজের স্বাক্ষরিত পত্র। (পত্রিকা প্রদর্শন)

চন্দ্র। আমারও তাহাই স্থির, আমিও ঐ পত্রে স্বাক্ষর ক'র্চ্ছি।

ঘটক। মহারাজ! তবে আমি এক্ষণে চ'ল্লেম্।

চন্দ্র। আচ্ছা আসুন তবে, যেন শীঘ্র আবার সাক্ষাত হয়।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উজ্জয়িনী রাজঅন্তঃপুরস্থ—উদ্যান।

[বিপুলা একাকিনী উপবিষ্টা।]

বিপু। (স্বগত) দিনমণি ক্রমে ক্রমে পশ্চিম গগনে বিরামলাভ ক'র্ত্তে চ'ল্লেন, সন্ধ্যা সতী ধরাধামে এসে দেখা দিলেন;—কুসুমকলিকা সকল প্রস্ফুটিত হ'ল;—সুগন্ধে জগৎ আমোদিত হ'ল,—কোকিল বৃক্ষ কুলায় ব'সে আনন্দে গান ক'র্ত্তে লাগল;—সন্ধ্যা সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হ'য়ে জীবের অন্তরে শান্তি দান ক'র্ত্তে লাগল; কিন্তু কৈ, আমার অন্তরতো শান্তিলাভ করে না? পাখীগণ গান গায়, মন প্রাণ জুড়ায়; কিন্তু আজ তা হয়না কেন? পূর্ব্বে এই উদ্যানে আস্‌তেম্‌, ফুল তুলে বুকে রাখ্‌তেম্‌, তখন শরীর জুড়াত; কোকিলের কুহুধ্বনি হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে সর্ব্বশরীর আনন্দে শিহরে উঠ্‌তো; প্রকৃতির শোভা দেখে অন্তরে কেমন এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হ'তো; কিন্তু আজ সেরূপ ভাব হ'চ্চেনা কেন? ফুল্ল ফুলের শোভায় মন বসে না কেন? প্রকৃতির রীতি কুরীতি ব'লে বোধ হ'চ্চে কেন? লোকে বলে যে শরীরে চিন্তা-রাক্ষসী প্রবেশ করেছে, সে শরীরে আর কিছুই স্থান পারনা, তবে আমার কিসের চিন্তা? এক বিবাহের চিন্তা;—সে তো সুখের! আজ বাদে কাল বিবাহ হবে, পতি সম্মুখে ব'সে সোহাগে

কথা কইব ; পতির দেবদুর্লভ মূর্ত্তি দেখে শরীর জুড়াব, এতো সুখের চিন্তা ! তবে কিছু ভাল লাগ্‌চেনা কেন ? মন কেন আজ এত চঞ্চল ? হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে কম্পিত হ'চ্চে কেন ? কে যেন হৃদয় হ'তে ব'ল্‌চে, বিপুলে ! এ বিবাহ তোর সুখের নয়, বিপদের প্রবল বার্ত্তা সহ্য করবার জন্য, হৃদয়কে দৃঢ় কর্‌। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ) মনের গতি বিচিত্র ! পলকে সমগ্র পৃথিবী বিচরণ ক'র্ত্তে পারে ; দীন দুঃখীকে স্বর্গ-সুখ অনুভব এবং অতুল বিভব-শালী ব্যক্তিকে ও দীন দরিদ্রের ন্যায় কষ্ট অনুভব করাতে পারে। তবে আমার মন যে এত চঞ্চল হবে, তার আর আশ্চর্য্য কি ?

(দৈববাণী।)

"বিপুলে ! পাষাণে হৃদয় আবদ্ধ করিতে যত্নবান হও, দুরন্ত পরীক্ষায় পতিত হইতে হইবে, যদি সুখময় অট্টালিকায় বাস করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে দেব পূজা দেবী পদ্মাবতীর উপাসনা করিতে বিস্মৃতা হইও না।"

একি ! কোথা হ'তে এ রব এলো ? যা কল্পনা ক'র্ত্তে-ছিলাম, তাই কি সত্যে পরিণত হবে ? ভগবান্‌ ! একি শুনলেম্‌ ? দিননাথ ! এ অভাগিনীর ভাগ্যে কি সুখ নাই ? আজ হ'তে কি সুখে জলাঞ্জলি দিতে হ'লো ! দৈববাণী কখন মিথ্যা হয় না, ভক্তবৎসল হরি ! অভাগিনী কি কঠিন পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পার্ব্বে না ? ছি ! কি কুচিন্তা ! এ দৈববাণী নয়, দেব হৃদয় কখন পাষাণ নয়, এরূপ বাক্য

কখন দেখতার মুখ হ'তে নিঃসৃত হয় না। এটা নিশ্চয় চিন্তার বিষময় ফল, যাক্ আর কিছু চিন্তা ক'র্ব্ব না।

[সুলোচনা, মনোরমা ও হেমলতার গান গাইতে গাইতে প্রবেশ।]

গীত।

রাগিনী পিলু—তাল খেম্‌টা।

আয় ভ্রমরা উড়ে উড়ে প্রাণভরে মধু দিব।
মিলনে বিচ্ছেদ হ'লে তা ব'লে কি ভুলিব॥
ফুটেছে ফুল, ছুটেছে পরিমল, অতি যতনে;
তোমা ধনে, হৃদাসনে বসাব।
ঐ দেখ শশধর, গগণ উপর,
ভুলাইয়ে তাহারে তোমারে খাওয়াব॥

সুলো। একি একি সখি! বনমাঝে দেখি, বনদেবী কি রয়েছে বসিয়া?

মনো। চপলা রূপিনী, চপলা হাসিনী, পৃষ্ঠপরে বেণী রয়েছে পড়িয়া!

হেম। (বিপুলার চিবুক ধরিয়া) কেন কেন সখি! বিষণ্ন বদনে, রয়েছ বসিয়া মৃত্তিকা আসনে?

বিপু। সখিগণ। আজ একটী কুচিন্তায় আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়েছে, কিছুতেই সুস্থির হ'তে পার্চ্চিনে, প্রাণ যেন কেঁদে উঠ্‌চে।

সুলো। (মনোরমার প্রতি) বুঝলে ভাই মনোরমে! আমাদের প্রিয় সখির মনের ভাব বুঝতে পার্লে তো? উনি যা বল্লেন্ সবই সত্য, তবে বিপরিত অর্থ বুঝে নিতে হবে।

চিন্তা সত্য; কিন্তু কুনয়, সুচিন্তা, চিন্তা বেগেতে মন অস্থির হ'য়েছে সত্য, কিন্তু তা ব'লে প্রাণ কাঁদবে? না প্রাণ হাসবে? তবে চোখে সে জল পড়চে সেটী কেবল আনন্দ অশ্রু।

মনো। ঠিক ব'লেছিস্ ভাই! বিয়ের কথা শুন্‌লে মন আনন্দে চঞ্চল হ'য়ে থাকে, রাঙ্গা বর হবে, প্রিয় সখির কেবল সেই ভাবনা লো সেই ভাবনা।

হেম। ওলো! তা নয় প্রিয়সখি বরের সঙ্গে কি কথা কইবে তাই ভাবচে।

সুলো। (হেমলতার প্রতি) সখি! কমলিনী প্রস্ফুটিতা হ'লে মধুকরগণ তার মনতুষ্টির জন্য গুণগুণ স্বরে কত গান গায়, কত খোসামোদ করে, ফুল্ল কমলিনী হাসে, ফিরেও চায়না, আমাদের প্রিয়সখির সে ভাব নয় লো সে ভাব নয়।

বিপু। সখিগণ! অন্তর্যামী ভগবান জানেন যে, আমার অন্তকরণে কি চিন্তা হয়েছে। মনে ভাবি সুখের ভাবনা ভাব্ব, কিন্তু পোড়া মন সে দিকে যায় না, কত অমঙ্গল চিন্তাই মনে উদয় হচ্চে।

মনো। বুঝেছি বুঝেছি বুঝেছি সখি! এতো ঢাক্‌বার নয়।

সাগর যখন উথ্‌লে ওঠে কুল ভেসে যায়॥

সখি! হৃদয় সাগর উথ্‌লেছে কিনা, তাই মনের আবেগ ঢেকে রাখতে পাচ্চে না।

হেম। (মনোরমার প্রতি) ওলো! যত্ন করে যে মল্লিকে ফুলের হার ছড়া গেঁথেছি, সে হারের শোভা কি কেহ দেখ্‌তে পাবেনা? আয়না ভাই! আজ আমাদের প্রিয় সখির গলে ফুলের হার পরিয়ে সুখী হই।

(হেমলতা কর্ত্তৃক বিপুলার গলে মাল্য প্রদান)

সুলো। দেখ দেখি সখি! কুসুম সুষমা কমলে কোমল ভার।

মনো। আহা! কিবা শোভা, মুনি মনো লোভা, মরি মরি কিবা হার॥

হেম। কনক হৃদয়ে কনকের! ফুল, আছে কিলো সখি এর সমতুল?

বিপু। সহচরিগণ! একের মনের ভাব যদি অপরে বুঝতে পার্‌ত, একের মনোবেদনা যদি অন্যের হৃদয়ঙ্গম হতো, তা হলে এই পৃথিবী স্বর্গ তুল্য হত, জগতে কেহই দুঃখ ভোগ করতনা।

সুলো। প্রিয় সখি! কেন আজ এরূপ কথা বলচ?

বিপু। সখিরে! ভেবেছিলাম, তোমাদের নিকট মনোদুঃখ প্রকাশ কর্‌বো, তোমাদের শান্তনা বাক্যে হৃদয় শীতল কর্‌ব, কিন্তু কিছুই হল না। তোমরা নিজের আমোদে নিজেই উন্মত্তা, তাই বলি জগতে সুখের অংশি অনেক আছে, কিন্তু দুখের ভাগী কেহই হ'তে চায়না।

মনো। প্রিয়সখি! আমরা এতই কি পর হলেম? আমাদেরই বা কি দুঃখ? আর আপনারইবা কি কষ্ট? কি

চিন্তা? বিবাহ হবে বড় সুখের বিষয়, অনেক দিনের ইচ্ছা যে, প্রিয় সখির বিবাহ হবে, আমরা প্রাণ খুলে আমোদ কর্‌ব। (বিপুলার চিবুক ধরিয়া) সোহাগিনী! এ আমোদে যদি আপনার কষ্ট হয়ে থাকে, তবে আর আমোদ প্রমোদে আবশ্যক কি?

বিপু। সখি মনোরমে! রাগ করোনা, বিবাহ আমোদের কার্য্য বটে সত্য, আর লোকে আমোদ কোরেই থাকে, কিন্তু সখিরে! আগে আমার কথা শুন, তারপর আমোদ কর। সহচরী! আজ একটী দৈববাণী শুনলেম, শুনে অবধি মন অত্যন্ত অস্থির হয়েছে।

সকলে। (সমুৎসকে) কি দৈববাণী প্রিয়সখি?

বিপু। সখিগণ! আজ যখন উদ্যান বিহারে আসি, তখন প্রাণ যেন কম্পিত হতে লাগ্‌ল; কতকুচিন্তা মনে উদয় হতে লাগল; ফুল্ল কুসুমের সৌন্দর্য্য, কোকিলের শ্রুতি মধুর কুহুরব; ভ্রমরের গুণ২ স্বর; শান্তিদাতা মলয় হিল্লোল; প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা সকলিই যেন আমার বিষময় বলে বোধ হতে লাগল। তার পরে এখানে বসে নানা বিষয় চিন্তা কচ্চি, এমন সময় নৈস গগণ বিদীর্ণ করে কে যেন বল্লে, " বিপুলে! পাষাণে হৃদয় আবদ্ধ করিতে যত্নবান হও, দুরন্ত পরিক্ষায় পতিত হইতে হইবে, যদি সুখময় অট্টালিকায় বাস করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে দেব পূজ্যা দেবী পদ্মাবতীর উপাসনা করিতে বিস্মৃতা হইও না।" সেই অবধি এত অস্থির হয়েছে যে, কিছুতেই সুস্থির হতে পাচ্চিনে।

স্থলো। একি ভয়ঙ্কর কথা!

মনো। তাইত ভাই বড় আশ্চর্য্য!

হেম। আশ্চর্য্যই বা কি? আর ভয় বা কিসের? একে তো দৈববাণীই নয়, কেবল চিন্তা সমুৎপন্ন আশঙ্কা মাত্র। আর যদি তাই বা হয়, তাতে আর ভয় কি? দেবী পদ্মাবতীর আরাধনা কর, তা হলে আর বিপদের আশঙ্কা থাক্‌বে না।

স্থলো। সেই ভাল কথা।

মনো। (বিপুলার প্রতি) চলুন প্রিয় সখি! আজ আমরা ভরে মা পদ্মাবতীর পূজা করিগে।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উজ্জয়িনী নগর।

রাজঅন্তঃপুরস্থ—গৃহ।

পূজাপকরণ সহ বিপুলা আসীনা।

বিপু। (স্বগত) এইত পূজা সমাপ্ত হল, কিন্তু হৃদয় তো শান্তিলাভ কর্ল্লে না, মন যে অস্থির, তবে কি মা সদয় হবেন না? এইবার দেখি আবার ভক্তিভাবে পূজা করি, তাতে যদি সদয় না হন, তবে আজ অবলার ক্ষুদ্র জীবন মার শ্রীচরণে অর্পণ কর্ব্ব। (পুনরায় ঘটোপরি পুষ্প প্রদান) মা শক্তিরূপিণী, জগৎ পালিকে! অবলার পূজাতে কি আপনার মন তুষ্টি হলনা? আমার শিক্ষা গুরু নাই, আমি অবলা, আপনার কি প্রকারে পূজা কর্ত্তে হয় তাও জানিনা, তবে এই মাত্র জানি যে, নেত্র জলে ভক্তিভরে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে দেবগণ সন্তুষ্ট হন, আমি আজ তাই কর্ব্ব। একবার কৃপা নেত্রে কটাক্ষপাৎ করুণ। (অশ্রুমার্জ্জন)

রাগিণী কুকুভ—তাল যৎ।

হরমা এতাপ ত্রিতাপ হারিণী।
বিগুণা হয়োনা ত্রিগুণ ধারিণী॥
দুঃখের সাগরে, অকুল পাথারে,
ভাসিছে আসারে, দুঃখিনী কামিনী।

করুণা বিকাশ, ভাবনা বিনাশ,
পুরাও মানস, মহেশ নন্দিনী ॥

[সুলোচনার প্রবেশ]

সুলো। প্রিয়সখি! এই কি তোমার পূজা করা? ওমা পূজা কর্ত্তে বসে কি কাঁদতে আছে?

বিপু। সখি সুলোচনে! যদি চোখের জলে আশা পূর্ণ হয়, তবে দিবা নিশি হোক্ তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তা হয় কৈ? পতি বিরহিণী অবলা অশ্রুপাত করে কি পুনরায় পতিকে দেখতে পায়? সখি! মনে অতিশয় কষ্ট হলে চোকে জল আসে ইহা কে না জানে? আজ আমার হৃদয়ে যে দারুণ কষ্ট হয়েচে, তা ভূত ভাবন ভগবান ভিন্ন আর কে অনুভব কর্ত্তে পারে?

[সুমিত্রার প্রবেশ]

সুমি। (বিপুলার প্রতি) মা! কোন দেবতার পূজা কচ্চ?

বিপু। জানি না মা, তিনি কোন দেবতা, কল্য সায়ংকালে যখন আমি উদ্যানের মনোহর শোভা দেখতে ছিলাম, তখন অন্তরিক্ষ হতে কে যেন বল্লে, "বিপুলে! তোর পরিক্ষার দিন উপস্থিত, এই সময় মা পদ্মাবতীর পূজা কর।" আমি তাই মা পদ্মাবতীর পূজা কচ্চি।

সুমি। (স্বগত) কি দৈববানী! বিপুলার পরিক্ষার দিন উপস্থিত! কিশের পরিক্ষা! বালিকার আবার পরিক্ষা কি? (প্রকাশ্যে) বৎসে! কি প্রকারে মার পূজা কচ্চ?

বিপু। মা! পূজা বিধি জানিনা, কেবল ভক্তিভাবে মার নাম কচ্চি, মাকে ডাকৃচি, কিন্তু মন কিছুতেই শান্তি-লাভ কচ্চে না কেন? মনে ভাবি হৃদয় সিংহাসনে মাকে বসায়ে জ্ঞান নেত্রে দেখি, কিন্তু হৃদয় অন্ধকার! মনে কত ভয়ের উদয় হচ্চে, কি যেন নাই; আমি কোথায়;—জল, স্থল, শূন্য মার্গে যেন বিচরণ কচ্চি, ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠ্‌চে, নিবিষ্ট চিত্তে তাঁর পূজা কত্তে পাচ্চিনে কেন?

সুমি। ভয় কি মা। ভক্তিভাবে মাকে ডাক, মা সদয় হবেন, তিনি যে দয়াময়ী।

বিপু। মা! মনে ভাবি দেবার্চ্চনায় আবার ভয় কি? কিন্তু জানিনা কি জন্যে হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত কেঁপে উঠ্‌চে, কত আশঙ্কাই মনে উদয় হচ্চে। (করযোড়ে) মা ভয় বারিণী! বিপদ্ তারিণী! শক্তি রূপিণী! মাগো অব-লার আবার ভয় কি মা! এত কাতরে ডাকৃচি একবার কৃপা-নেত্রে কটাক্ষপাৎ কর। (অশ্রুমার্জ্জন)

সুমি। ছি মা! কান্না কেন? ভক্তিভাবে ডাক, মা অবশ্যই তোমার প্রতি সদয় হবেন।—(অঞ্চল দ্বারা বিপু-লার চক্ষু মার্জ্জন)

[সত্যশীলের প্রবেশ।]

সত্য। মহিষী! ঐ দেখ দিবা অবসান প্রায়, এখনও নিশ্চেষ্ট আছ? আজ বাদে কাল বিবাহ, মঙ্গল আচরণের দ্রব্যাদি অনেক আয়োজনের আবশ্যক।

সুমি। মহারাজ! সমস্তই আয়োজন হ'য়েছে, এখন আমি একবার বিপুলার পূজা দেখ্‌ছিলাম।

সত্য। (বিপুলার প্রতি) বৎসে! কোন্ দেবতার পূজা ক'র্চ্চ? দেব আরাধনা ক'র্ত্তে হয় এ জ্ঞান কি তোমার হ'য়েছে? বৎসে! কে তোমায় পূজা ক'র্ত্তে শিক্ষা দিয়াছে?

বিপু। পিতঃ! আমি নিজেই আমার শিক্ষা গুরু, আজ ভক্তিভরে মা পদ্মাবতীর পূজা ক'র্চ্চি। (সুলোচনার চমার প্রতি) সখি! চল এখন আমরা একবার দুর্গেশ্বরের আরতি দেখিগে।

সুমি। মহারাজ! বিপুলার অন্তঃকরণ আজ কি রকম হয়েছে।

সত্য। কেন মহিষি! আজ এরূপ কথা বল্‌চ?

সুমি। মহারাজ! বলবার কারণ আছে, বল্লুন দেখি, বিপুলাকে কি আজ বালিকা বলে বোধ হোলো?

সত্য। কতকটা পরিবর্ত্তন বটে।

সুমি। মহারাজ! বালিকার ক্ষুদ্র প্রাণ বিষম ভয়ে আকুলিত হয়েছে, কেবল বিপুলার কেন? শুনে অবধি আমারও প্রাণ কাঁপচে।

সত্য। (সমুৎসকে) মহিষি! সে কি অবিলম্বেই আমাকে অবগত করাও।

সুমি। মহারাজ! কল্য উদ্যান বিহার কালে বিপুলা একটা আকাশবাণী শুনেছে, কে যেন শূন্য হতে বল্লে "বিপুলে! তোর পরীক্ষার দিন উপস্থিত, যদি পরীক্ষা হতে উত্তীর্ণ হবার বাসনা থাকে, তবে মা পদ্মাবতীর উপাসনা কর।" একি ভয়ঙ্কর কথা! দৈববাণী তো কখন মিথ্যা

হবার নয়। বিপুলার আবার পরীক্ষা কিসের?

সত্য। (স্বগত) কি ভয়ের কথা! শুভকার্য্যে বিঘ্ন, তবে অদৃষ্টে যে কি আছে ভগবান্ জানেন্।

স্থমি। মহারাজ! আপনি শুনে যে স্থির হয়ে রইলেন? এখন এর্ একটা উপায় করুন, আমি আর স্থির হতে পারিনে, বিপুলাও যারপরনাই অধীরা হয়েছে।

সত্য। মহিষি! তার আর ভয় কি? বিবাহের পূর্ব্বে ষোড়শোপচারে মার পূজা কর্ব্ব। (স্বগত) ক্রমে আমারও মন যে অস্থির হল, কি বিপদ! শুভকার্য্যে বিঘ্ন! এতো ভাল নয়, তবে কি এ বিবাহ স্থগিত রাখ্ব? না না অদৃষ্ট লিপি কেহই খণ্ডন কর্ত্তে পারেনা। বিপুলার অদৃষ্টে যদি কষ্ট থাকে, তবে অবশ্যই কষ্ট পাবে, ইহাতে মনুষ্যের কোন ক্ষমতা নাই। (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে! যা হবার তা অবশ্যই হবে, কুচিন্তা পরিত্যাগ করে, এখন হতে বিবাহ পর্য্যন্ত একাগ্রচিত্তে মার উপাসনা কর! অবশ্য ভাবী বিপদ হতে মুক্ত হবে। আর আমি সময় নষ্ট কর্ত্তে পারিনে, বিবাহের এখনও অনেক দ্রব্য আয়োজন কর্ত্তে হবে।

স্থমি। মহারাজ! একটী মাত্র কন্যা, মহা সমারোহ পূর্ব্বক বিপুলার শুভপরিণয় সম্পন্ন কর্ত্তে হবে। আমার বহুদিনের ইচ্ছা যে, পৃথিবীস্থ রাজন্যবর্গের সমীপে বিপুলাকে পাত্রস্থ কর্ব।

সত্য। (ঈষৎহাস্যে) মহিষি! তাও কি এখন বাকি আছে? পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, সৈনিক্দিগের্ রণ চাতুর্য্যে; নৃত্যকীগণের মনোমুগ্ধকর

নৃত্যে, [illegible]কদিগের সুমিষ্ট সঙ্গীতে; ভাট ব্রাহ্মণদিগের জয় উচ্চারণে, কাল উজ্জয়িনী রাজ্য আনন্দ কলরবে পরিব্যাপ্ত হবে। ঐ শুন ঐ শুন প্রিয়ে! প্রজাগণের আনন্দ কলরব একবার শুন, তারা মহানন্দে রাজবাটীতে আগমন কর্চ্চে। প্রিয়ে! আর একটী কথা বলি, মা পদ্মাবতীর উপাসনা কর্ত্তে হবে, ইহা আমি পূর্ব্ব হতে জানি, রাজা চন্দ্রধর মা পদ্মাবতীর কোপানলে ছটী পুত্র হারিয়েছেন, নিজেও অসীম যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, দেখে শুনে কি আমার জ্ঞান হয় নাই? রাজ্ঞি! আমি এ রাজ্যের প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে, প্রত্যেক নগরে নগরে মার পূজা কর্‌বার্‌ আদেশ দিয়াছি, সপ্তাহ হতে ব্রাহ্মণমণ্ডলী মার পূজা কর্চ্চেন, (নেপথ্যে জয় মা পদ্মাবতীর জয়!) প্রিয়ে! আজ আনন্দভরে সকলে বল্‌চে "জয় মা পদ্মাবতীর জয়!" ভয় নাই প্রিয়ে! অবশ্য এ ভাবী বিপদ হতে উদ্ধার হব।

সুমি। কি জানি মহারাজ! অদৃষ্টে কি আছে?

[মনোরমার প্রবেশ।]

মনো। মহারাজ! মন্ত্রী মহাশয় আপনার অপেক্ষা কর্চ্চেন, তিনি বলে পাঠালেন্‌, একটী গুরুতর কার্য্য বশতঃ আপনার সহিত সাক্ষাত কর্‌বার্‌ জন্য অপেক্ষা কর্চ্চেন।

সত্য। (সুমিত্রার প্রতি) প্রিয়ে! আমি আর অপেক্ষা কর্ত্তে পারিনা, বোধ হয় ব্রাহ্মণমণ্ডলী ও রাজাগণ সভাস্থ হয়েছেন, তুমি স্ত্রী আচার প্রভৃতি শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।

[সত্যশীলের প্রস্থান।]

সুমি। (স্বগত) তবে আমিও যাই, বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিগে। সখি মনোরমে! একবার মালিনীর কাছে ফুলের জন্য লোক পাঠাও, সে কেন এখনও আস্‌চেনা?

[সুমিত্রা বিপুলা ও সুলোচনার প্রস্থান।]

[হেমলতার প্রবেশ।]

হেম। (স্বগত) মালিনীর কাণ্ডটা একবার্ দেখ। সন্ধ্যা হয়ে এলো, তথাচ এখন সে ফুল নিয়ে এলনা। এ দিকেতে রাজমহিষী ফুলের জন্য মালিনীর কাছে লোকের্ উপর লোক্ পাঠাচ্চেন্।

[পুষ্পপাত্র হস্তে মালিনীর প্রবেশ।]

মনো। মালিনি! তুই এত চাতুরী কোথায় শিখেছিলি বল্ দেখি? আজ যে রাজনন্দিনীর বিয়ে তা কি তোর্ মনে নাই?

মালি। হ্যাঁলা! তোর্ যে আমার চেয়ে বেশী দরদ্ দেখ্‌তে পাই, রাজমহিষী কিছুই বলেন্‌নি, উনি এলেন আমার সঙ্গে কোঁদল কর্ত্তে।

মনো। মালিনি! তুই মনে যাই কর্, আজ কাল যেন্ তোর চরিত্রটা কেমন কেমন বোধ হয়।

হেম। (মালিনীর প্রতি) ওলো! অনুমানে বোধ হচ্চে তোর কোন ভালবাসা মানুস যুটেছে, তাই বুঝি আমোদে আর কিছু মনে নাই?

মালি। ভাই হেমলতা! তুই ওকথা বল্‌চিস্ কি?

আমার কি আর আগেকার মত সে মনোমত মালি আছে? তা হলে কি আমার এমন সাধের মালঞ্চের এ দুরাবস্থা হয়?

গীত।

রাগিণী বারোঙা—তাল খেম্‌টা।

কার সনে মালঞ্চে যাব, দুখের কথা কারে বলি;
কপাল ক্রমে ছেড়ে গেল, মনের মত গুণের মালি
তুষিতে করিতে স্নেহ, ত্রিকুলে নাই এমন কেহ,
একাকিনী অহরহ, বিরহ জ্বালাতে জ্বলি।
মালতী বেল্ শেঁউতি জাঁতি, তুলি কুসুম নানা জাতি,
চারু চিকণ মালা গাঁথি,
কে দেবে আর সাজিয়ে ডালি

মনো। মালিনি! তোর কি এই তামাসার্ দিন? তাই এমন সময় ঠাট্ কোর্‌ত্তে এখানে এলি? তা নিজের দোষ আর কি কোরে ঢাক্‌বি বল্? তাই বুঝি তুই নাকে কাঁদ্‌চিস? মরণ আর কি, ছি! ছি! তোর গলায় দড়ি।

মালি। ওলো মনোরমা! তোর যে ভারি অহঙ্কার হয়েছে দেখ্‌তে পাই। পোড়া কপাল আর কি;—আমি কি তোর কাছে কাঁদ্‌চি, তাই তুই বিচার কর্‌ত্তে এলি?

হেম। হ্যাঁলা মালিনি! তোর কি কিছুমাত্র লজ্জা হয় না? বেহায়া হয়েচিস্ বলে কি আর কোন লজ্জা সরম নাই?

মালি। হ্যাঁ ভাই হেমলতা! বেলা গেছে বলে কি আমাকে এত কথা বল্‌তে হয়? না হয় একটু বেলাই গেছে, তার কি আর ক্ষমা নাই?

মনো। মালিনি! আবার তুই মুখ নেড়ে কথা কচ্চিস্? একে তুই নাগর নিয়েই পাগল, সুতরাং তোর্ কি আর কাযে মন আছে?

মালি। মনোরমে! ও কথা আমায় বলা খালি তোমাঁদের ঠাট্টা করা মাত্র। আর আমার কি সে দিন আছে? যখন আমার যৌবন ছিল, তখন সব ছিল, এখন আমার যৌবন গেছে, তার সঙ্গে২ সকল পালিয়েছে। ভাই! বাসি ফুলে কি আর ভ্রমর বসে? বসা দুরে থাক্ তারা কাছেও আসেনা। তোমাদের ভাই এখন ভরা যৌবন, তাতে বরং সকলই সম্ভব। মধুপোরা ফুলের গন্ধে কতশত ভ্রমর উড়ে ব্যাড়াচ্চে। তা আমায় আর ও কথা বলা মিছে। এখন সে যাহোক্ ভাই! আজকের অপরাধ ক্ষমা কর।

মনো। মালিনি! আমাদের কথা শুন্‌তে হয় বলে, তোকে এতকোরে বল্লুম্, যা হোক্ ভাই! সে সব কথা আর কিছু মনে করিস্‌নে। (হেমলতার প্রতি) ভাই হেমলতা! রাজমহিষীর নিকট মালিনীকে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাও। তিনি ফুলের জন্য অপেক্ষা কর্চ্চেন, বিশেষতঃ রাজনন্দিনীর বিবাহ সভায় প্রধান প্রধান ব্যক্তি সমাগত

হয়েছেন, তথায় ফুলের প্রয়োজন আছে এবং প্রিয় সখিকে ও ফুলের আভরণে সাজাতে হবে।

[এক দিক দিয়া হেমলতার সহিত মালিনীর পুষ্পপাত্র লয়ে প্রস্থান]

[অপর দিক হইতে সুলোচনার সহিত বিপুলার প্রবেশ।]

সুলো। সখি মনোরমে! এখন মালার কেমন শোভা হয়েছে দেখ দেখি। একহারা মালা কি প্রিয়সখির গলে শোভা পায়? জুঁই ফুলের গড়ে ছড়া বুকের উপর ঝুলচে, আর বেল ফুলের মালা কেমন নিতম্বদেশ পর্য্যন্ত পড়েছে।

মনো। ভাই সুলোচনে! তোমার ক্ষমতা আছে তা জানি, কিন্তু প্রিয়সখিকে আজ কেমন সাজিয়েছে একবার দেখ দেখি।

সুলো। আহা! ভাই তো ভাই! কি শোভাই হয়েছে, যেন সাক্ষাত ভগবতী মর্ত্তধামে অবতীর্ণা হয়েছেন।

হেম। এস আজ আমরা মনের সাধে প্রিয়সখিকে নিয়ে আমোদ করি। এমন সুখের দিন আর হবেনা।

বিপু। সখিগণ! রহস্য কর্ব্বার অনেক সময় আছে, এস সকলে আজ এই আনন্দের দিনে মহানন্দে আনন্দময়ী মা পদ্মাবতীর গুণ গান করি।

বিপু। এস এস সহচরী, জীবন উৎসর্গ করি, গাইমার জয় গুণ গান।

সুলো। আনন্দে আনন্দ দিনে, আজি সবে হৃষ্টমনে, গাব গান জুড়াব পরাণ।

মনো। জয় শঙ্কর নন্দিনী, জয় ত্রিতাপ হারিণী, জয় জয় জয় পদ্মাবতী।

বিপু। ভিতভয় নিবারিণী, জয় মোক্ষ প্রদায়িনী, জয় জয় অগতির গতি।

বিপু। মা সর্ব্বমঙ্গলে! আজ এই আনন্দ দিনে আপনার শ্রীপাদ পদ্মে আশ্রয় নিলাম, দেখ্‌বেন্ অবলা বিপুলা যেন নিরানন্দে দুঃখার্ণবে মগ্ন না হয়। আজ আপনি আপনার মহিমা আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন, দৈববাণীতে আপনার আনন্দময়ী নাম অবলাকে শুনিয়েছেন, তাই আজ শ্রীচরণে মনপ্রাণ উৎসর্গ কর্লেম। মা শক্তিরূপিণী! আমি বালিকা, কখন দেবনাম উচ্চারণ ও করিনাই, কিন্তু আজ দেব মাহাত্ম্য বুঝেছি; দেবতা চিনেছি, তাই আজ আরাধ্য দেবী মহামায়া পদ্মাবতীর আরাধনা কর্চ্ছি, আশ্রিতা বিপুলা যেননিরাশ্রয়েভেসে না বেড়ায়। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া সচকিতে) সহচরীগণ! আর সময় নাই; আমার পরীক্ষার দিন সন্নিকট, দৈববানীতে শুনেছি আমাকে পরীক্ষা দিতে হবে। সহচরীগণ! তোম্‌রা কি বল্‌তে পার, এই মায়াময় সংসারে ক্ষুদ্র প্রাণ বালিকা কি সেই মায়াজাল ছিন্ন করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পার্ব্বে? মা! শিবসুতা! আমায় বলে দাও কি পরীক্ষা দিতে হবে? কাল আমার পরীক্ষা, হৃদয়! দৃঢ়হও, এ সংসারের পরীক্ষা অতিশয় ভয়ানক, অনেক বিপদ এ হৃদয়ে সহ্য

কর্ত্তে হবে। মন! বালিকা স্বভাব সুলভ চপলতা পরিত্যাগ কর, পরীক্ষায় একাগ্রতা চাই। নয়ন! এই বেলা তোর্ সঞ্চিত জল রাশি উদ্গিরণ কর্, অশ্রুবারিতে সংসারের পরীক্ষা হয় না। আমি বুঝেছি সম্মুখিন্ পরীক্ষা অত্যন্ত ভয়ানক, অতি কঠিন! এস সখিগণ! আর সময় নষ্ট কর্ত্তে পারিনা, ঐ দেখ, একদিকে শুভবিবাহ, অন্য দিকে পরীক্ষার জলন্তমূর্ত্তি। এখন আমি কি করি? দুইদিকেই দুই ভয়ঙ্কর কার্য্য, এস সহচরীগণ! না না কেহ তোমরা এস না, আমি বিপদ সাগরে ঝাঁপ্ দিতে চল্লেম্, কেন তোমরা আমার সহ দুঃখিনী হতে আস্‌বে? এসনা,—এসনা,—এসংসারে একাকিনী এসেছি, আবার একাকিনী চল্লেম্। (বেগে প্রস্থান)।

সুলো। একি হল? সখি যে উন্মাদিনী।

মনো। তাইত ভাই, ভয়ে যে বুক্ কাঁপ্‌চে, এবে কোন ভাবী অমঙ্গলের পূর্ব্ব লক্ষণ তার আর কোন সন্দেহ নাই।

সুলো। সত্তি ভাই মনোরমা, তা না হলে প্রিয়সখির এঅবস্থা হবে কেন? আর কেনই বা শুভ কার্য্যে বিঘ্ন হবে? তবে ভাই আর এখানে আমাদের অপেক্ষা করা উচিত নয়, চল প্রিয় সখি কোথায় গেলেন দেখিগে। মনোরমা! তুমি একবার্ রাজমহিষীর নিকট শীঘ্র সংবাদ্ দাওগে।

[সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

চম্পক নগরস্থ—রাজপথ।

[অদৃশ্যভাবে পদ্মাবতী ও নেত্রাবতীর প্রবেশ]

পদ্মা। সখি। এখন হ'তে আমাদের কার্য্য আরম্ভ হ'ল, লখিন্দর ও বিপুলার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়েচে, কালরাত্রে লখিন্দরকে সংহার কর্ত্তে হবে।

নেত্রা। দেবী! পাষণ্ড নাস্তিক চন্দ্রধর এখন ও পর্য্যন্ত আপনার বশীভূত হলনা, হায়! চন্দ্রধরের অদৃষ্টে যে কি কষ্ট আছে, তা আমি জ্ঞান চক্ষে সব দেখ্‌তে পাচ্চি।

পদ্মা। সখি! কাল্‌নাগ্‌ কি আমার আজ্ঞা অবগত হয়েছে?

নেত্রা। অবগত হয়েছে দেবী! সে যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন কর্ব্বে। (স্বগত) চন্দ্রধর! এখনও যদি নিজের মঙ্গল ইচ্ছা থাকে, তবে মার স্মরণাগত হ। ভ্রান্ত! এখন ও ভ্রম গেলনা? নাস্তিক! পাষণ্ড! একবার্‌ চেয়ে দেখ্‌ ভয়ঙ্কর বিপদ তোর্‌ অনুস্মরণ কচ্চে, দেখ্‌চি দেবীর কোপানলে তুই নিশ্চয়ই ভস্মীভূত হবি।

[চন্দ্রধরের প্রবেশ]

চন্দ্র। (স্বগত) কে আমার নাম কর্ত্তে সাহসী। (চতু র্দ্দিক অবলোকন করিয়া) কৈ কাহাকেও তো দেখ্‌চি

পাইনা, এই তো শুন্‌ছিলাম্, কে যেন বল্‌ছিল "নাস্তিক, পাষণ্ড" কোথায় গেল সে? বোধ হয় এখানেই আছে, কে আমার বিপক্ষ? চন্দ্রধরের প্রবল পরাক্রম কি সে অবগত নয়? (নেপথ্যে এই বার তোর্ গর্ব্ব খর্ব্ব হবে) কি আশ্চর্য্য! কোথা হতে এরব এলো বোধহয় আমার সে নিকটেই আছে, একবার দেখা কর্ত্তব্য। (ইতস্তত পরিক্রমণ করিয়া) কৈ? কাহাকেও তো দেখ্‌তে পাইনা। যক্ষ, রক্ষ, দানব, কিন্নর, নর, কি দেবতা, তুই যেই কেন দেখ্, চন্দ্রধরের গর্ব্ব জীবন্ থাক্‌তে খর্ব্ব হবেনা। শিবানিপতি শঙ্কর ভক্তের ক্ষমতা জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত থাক্‌বে। (নেপথ্যে দৃঢ়পর্ব্বত প্রভঞ্জণের প্রভাবে চূর্ণিকৃত হয়, তুই তো সামান্য নর। অন্ধ! তুই দেখ্‌তে পার্চ্চিস্‌নে যে, সমুহ বিপদ্ তোর্ অনুবর্ত্তি হয়েছে) বিপদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হবার চন্দ্রধরের এখনও সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। এহৃদয় বজ্রাপেক্ষাও কঠিণ, দুর্ব্বৃত্ত এই দেখ্ চন্দ্রধর তোর্ মস্তকে পদাঘাৎ পূর্ব্বক প্রস্থান কর্লে।

[চন্দ্রধরের ভূতলে পদাঘাৎ পূর্ব্বক প্রস্থান]

(পটক্ষেপণ)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চম্পক নগর রাজঅন্তঃপুরস্থ গৃহ।

[লখিন্দর ও বিপুলার প্রবেশ।]

লখি। প্রিয়ে! তোমার অকলঙ্ক মুখ চন্দ্রিমায় শশধর কিরণসম্পাতে কি রমণীয় শোভাহয়েছে। হাস্‌তে হাস্‌তে কিরণ মালা গবাক্ষ ভেদ করে তোমার হাস্যময় মুখ চন্দ্রিমায় চুম্বণ কর্চ্চে।

বিপু। তা নয় নাথ! আজ নব দম্পতীর শুভমিলন দেখ্বার জন্য অলক্ষিতে কিরণরাজি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করেছে। রমণীর প্রাণ অতিব কোমল, কঠিন প্রাণ পুরুষের, মিলনে অবলাকে রক্ষা কর্‌বার জন্য তারা দিপ্ত চক্ষ্যে দেখ্‌চে।

লখি। কে বলে প্রিয়ে! পুরুষের প্রাণ কঠিন?

বিপু। নাথ! এটীতো সকলেই বলে থাকে।

লখি। সে ভ্রম, মহাভ্রম, তা হলে কি রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের জন্য সাগর বন্ধন কর্ত্তেন? না সহস্র সহস্র নিশাচরের প্রাণ বধ কর্ত্তেন? সীতা বিরহে রামচন্দ্র কত কষ্ট সহ্য করেছেন; পাগলের ন্যায় বনে বনে বিচরণ করেছেন, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে কেবল সীতাকে অন্বেষণ করেছেন; সত্যবান রামচন্দ্র এক সীতার জন্য সত্যের মস্তকে পদাঘাৎ করে বালিকে সংহার করেছেন; যদি পুরুষের প্রাণ কঠিন হত, তাহলে রামচন্দ্র কখনই সীতার জন্য এত

কষ্ট সহ্য কর্ত্তেন্ না ; কখনই তাঁর প্রাণ সীতা বিরহে দ্রবীভূত হতনা, প্রিয়ে! তুমি কি রামায়ণে এসব পড়নি ?

বিপু। পড়েছি নাথ! সত্য, তিনি সীতার জন্য বিস্তর কষ্ট সহ্য করেছেন, হতভাগিনী সীতাকে উদ্ধার করেছেন, সত্যের অপলাপ করে তারাকে অনাথিনী করেছেন, কিন্তু হৃদয়েশ্বর! বলুন্ দেখি এ কেবল তাঁর স্বার্থের জন্য নয় ? তিনি যে এত কষ্ট করেছেন, সে কেবল তাঁর স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। নাথ! ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা একবার স্মরণ করন, রামচন্দ্র রাজা হলেন, অভাগিনী জানকী সুখিনী হবে বলে মনে মনে কত আশা, কত ভরসা করেছিলেন, বনের অসীম যন্ত্রণা, রাক্ষস গৃহের চেড়ীগণের প্রহার বেদনা ভুলে গেলেন। মনে মনে ভাব্লেন্, আমি আজ রাজরাণী, কোশল রাজ্যস্থ প্রজাদিগের মাতা, আমি আজ পরম সুখিনী, কিন্তু অভাগিনীর সে সুখ অধিক দিন রহিল না, বিদ্যুতের ন্যায় একবার দেখা দিয়ে চলে গেল। রামচন্দ্র কঠিন প্রাণে সীতাকে বিসর্জ্জন দিলেন, অকুল সমুদ্রে ভাসিয়ে বনবাসিনী কর্লেন। নাথ! এটী ও তাঁর নিজের স্বার্থ, প্রজারঞ্জন হেতু সীতাকে বিসর্জ্জন দিলেন, কঠিন প্রাণে অভাগিনীকে দুখার্ণবে ভাসালেন। হৃদয়েশ্বর! এটী ও রামায়ণে জলন্ত অক্ষরে লেখা আছে। আরও বলি নাথ! রাজা নল কঠিন প্রাণে নিবীড় অরণ্য মধ্যে স্বীয় সহধর্ম্মিণী পতিপ্রাণা সতী দময়ন্তিকে পরিত্যাগ করে পলায়ন করেছিলেন। হৃদয়েশ্বর! পুরুষের কঠিন প্রাণের এই রূপ সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত আছে।

লখি। (ঈষৎহাস্যে) প্রিয়ে! যদিচ স্ত্রীলোক পুরুষকে কঠিন বলে, কিন্তু সেটী কেবল স্ত্রীলোকের পরীক্ষার জন্য পুরুষে কঠিন কার্য্য করে থাকে। বাস্তবিক পুরুষ কঠিন নয়। ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি এক ভবানীর জন্য ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করেছেন, আর শঙ্করী শঙ্করকে কঠিন প্রাণে কেবল যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিয়েছেন। ভোলানাথ যে পাগল, কিন্তু সেটী কেবল ভবানীরজন্য।সতীর মৃত-দেহ স্কন্ধে করে ভোলানাথ পাগলের ন্যায় স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, রসাতলপর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন, স্ত্রীলোকের প্রাণের সঙ্গে পুরুষের প্রাণ কত পার্থক্য বিবেচনা কর, মহামায়া ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত।

বিপু। জীবিতেশ্বর! স্ত্রীলোকের পরীক্ষার জন্য পুরুষে কি কঠিন স্বভাব ধারণ করে এটী কি সত্য?

লখি। সত্য প্রিয়ে! মিথ্যা নয়।

বিপু। নাথ! তবে—(নিস্তব্ধ)।

লখি। (সমুৎসুকে) কেন প্রিয়ে! মৌনাবলম্বন করলে? তবে বলে ক্ষান্ত হলে কেন? কি চিন্তা মনে উদয় হল জীবিতেশ্বরী!

বিপু। প্রাণেশ্বর! অন্য কোন চিন্তা নয়, পরীক্ষার চিন্তা। স্ত্রীলোককে কিসের পরীক্ষা দিতে হয়?

লখি! প্রিয়ে! সতীত্বের পরীক্ষা।

বিপু। হৃদয়নাথ! আমাকেও কি দিতে হবে?

লখি। অবশ্য, কেন পরীক্ষায় কি ভয় হয়?

বিপু। কিসের ভয়? সতীত্বই স্ত্রীলোকের একমাত্র

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

চম্পক নগরস্থ—রাজপথ।

[নেত্রাবতী ও পদ্মাবতীর প্রবেশ।]

পদ্মা। সখি! বিপুলার পরীক্ষা ও দেবদ্বেষী চন্দ্রধরের শিক্ষার এই উপযুক্ত অবসর। নবদম্পতী এখন লৌহ কক্ষে শয়ন করেছে, এই সময় কার্য্য সম্পন্ন করাই উচিত। সখি! কাল্‌নাগের আস্‌বার এত বিলম্ব হচ্চে কেন?

নেত্রা। দেবি! সে অবিলম্বেই আস্‌বে, আপনার আজ্ঞা অমান্য করে এমন আর কে আছে?

পদ্মা। আছে সখি! একজন আছে, দাম্ভিক চন্দ্রধর আমায় পদে পদে অমান্য কর্চ্চে।

নেত্রা। দেবি! তার প্রতিফলতো দিচ্চেন, এইবার চন্দ্রধর বিলক্ষণ শিক্ষা পাবে।

পদ্মা। সখি! বল্‌তে পারিনে, তার প্রাণ কি কঠিন, নচেৎ পুত্রশোক কিকথন সহ্য কর্ত্তে পারে? আজ লখিন্দরকে বিনাশ কর্ব্ব, দেখি এতেও সে আমার বশীভূত হবে না।

[কাল্‌নাগের প্রবেশ ও অভিবাদন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান।]

পদ্মা। এস বৎস, আজ সাবধানে কার্য্য সমাধা কর্ত্তে হবে, সর্ব্বরীও অতীত প্রায়।

কাল্। দেবি! এ সামান্য কার্য্য সম্পন্ন কর্‌বার্‌ জন্য আর সাবধানতা কি?

পদ্মা। আছে বৎস! লখিন্দর ও বিপুলা যে কক্ষে শয়ন করেছে, সেটী লৌহ নির্ম্মিত কক্ষ, প্রবেশের পথ নাই।

কাল্। দেবি! নাই থাকুক্, অনুমতি করুন, আজ লৌহ কক্ষে দংশন করে বিষের প্রভাবে সমস্তই ভস্মীভূত কর্ব্বি।

পদ্মা। না বৎস, সে কার্য্য কখন কোরোনা, বিপুলার প্রাণে অনিষ্ট কোরোনা, সমস্তই যদি ভস্মীভূত হল, তাহলে বিপুলার পরীক্ষা আর হল কৈ? আর জগতের লোক্‌ই বা কি প্রকারে শিক্ষালাভ কর্ব্বে? যাও বৎস, তুমি সেই শয়ন কক্ষের ঈশাণকোণে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র দেখ্‌তে পাবে, সূত্রবৎ হয়ে সেই ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করে অবিলম্বেই স্বকার্য্য সাধন কর্ব্বে।

কাল্। যে আজ্ঞা দেবি! তবে আমি এখন বিদায় হই।

[কাল্‌নাগের প্রস্থান।]

নেত্রা। দেবি! চলুন, আমরাও অলক্ষিতে কার্য্যের পরিণাম দর্শন করিগে।

পদ্মা। সখি! চল তবে আমরা এখান্ হতে গমন করি।

[উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

লৌহকক্ষ।

[লখিন্দর ও বিপুলা শয্যাপরি নিদ্রিত।]

[কাল্‌নাগের প্রবেশ]

কাল্। (স্বগত) এইতো কার্য্য উদ্ধারের উপযুক্ত অবসর। নবদম্পতী অঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত, কিন্তু কিকরে আজ লখিন্দরকে দংশন কর্ব্ব? (লখিন্দরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) আহা! কি অপূর্ব্ব রূপ লাবণ্য! কি বিশাল বক্ষস্থল; কি আজানু লম্বিত বাহুদ্বয়; গভীর ভাবব্যাঞ্জক মুখচন্দ্রিমা, হায়! দেখ্‌লে মনে আনন্দের উদয় হয়, আজ কিকরে এই আনন্দ পুত্তলিকে সংহার করি? কোন্ প্রাণে অবলা সরলা বালা বিপুলাকে অনাথিনী কর্ব্ব! আমি নাগ্ সত্য, কিন্তু নাগের হৃদয়ে কি দয়া নাই? যদি তাই থাকৃত, তা হলে কি এ নিদারুণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হতেম্? লখিন্দর! তুমি এখনও যান্‌তে পার নাই যে,তোমার জীবনের আজ শেষদিন, আজ আমি তোমায় সংহার কর্ত্তে এসেছি। না, না, তা কখনই পার্ব্ব না, বিনা অপরাধে একজনকে বিনষ্ট কর্ত্তে পারিনা। মা পদ্মাবতী! তোমার হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও দৃঢ়, তা না হলে এক বৃন্তের দুটী ফুল্‌কে বৃন্তচ্যুত কর্‌বার্ বাসনা কর্ত্তে না। বিপুলাকে অনাথিনী করে কি ফলদায়ক হবে? বিপুলার সুকোমল দেহ কান্তি ও লখিন্দরের স্নেহমাখা

শান্তিময় মূর্ত্তি এক বার দেখে যাও। মাগো! একের পাপে অন্যের দণ্ড, এ কি প্রকার বিচার? তুমি যতই কেন নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, নির্ম্মম হওনা, কিন্তু আজ আমি কিছুতেই তোমার আজ্ঞা পালন কর্ত্তে পার্ব্বনা, যদি তোমার কোপানলে ভস্মীভূত হতে হয়, যদি শতজন্ম নরক যন্ত্রণা ভোগ কর্ত্তে হয়, তাতেও প্রস্তুত আছি। কাল্‌নাগের হৃদয় আজও এত কঠিন হয় নাই যে, বিনা অপরাধে একজনকে দংশন কর্ব্বে। একটী অবলা কামিনীকে পথের ভিখারিণী কর্ব্বে। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধের সহিত পরিক্রমন তৎপরে) দেবীর আজ্ঞাও অবহেলা করা উচিৎ হয়না, তাঁর মুখে শুনেছি, বিপুলার পরীক্ষা জগতের শিক্ষা, দেব মাহাত্ম্য কে বুঝ্‌বে! অবশ্য এতে কোন বিশেষ কারণ আছে। তবে আমার কার্য্য আমি সম্পন্ন করিগে না কেন?

[কাল্‌নাগের প্রস্থান।]

লখি। (সকাতরে) উঃ! একি! কিসে আমায় দংশন কর্ল্লে! শরীর জ্বলে গেল,—জ্বলেগেল;—প্রিয়ে! উঠ,—উঠ,—প্রাণ যায়!

বিপু। (শয্যাপরি উপবেশন ও সচকিতে) কেন নাথ! কি হয়েচে? কেন এমন কর্চ্চেন?

লখি। (সকাতরে) প্রিয়ে! শরীর জ্বলে গেল,—বোধ হল যেন কি আমায় দংশন কর্ল্লে, উঃ! সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হ'ল।

বিপু। (সভয়ে) সে কি নাথ! কি সর্ব্বনাশ! কিসে

দংশন কল্লে ? হৃদয়েশ্বর ! অমন কর্চ্চেন কেন ? একবার চেয়ে দেখুন্ ।

লখি। (সকাতরে) প্রিয়ে! শরীর অবস,—বিষের জ্বালায় ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যায় ! প্রিয়ে! কৈ ? কৈ তুমি ? আমি যে কিছুই দেখ্‌তে পাইনে। সমস্তই যে অন্ধকারময় দেখ্‌চি। এস প্রিয়ে ! একবার আমার নিকটে এস, বোধ হয় আমার মৃত্যু নিকটবর্ত্তি। আর অধিক সময় নাই, এই তোমার সহিত বুঝি জন্মের মত দেখা, আর দেখা হবেনা। উঃ ! পিপাসায় প্রাণ যায়—একটু জল—

[বিপুলার ত্বরিতবেগে বারি আনয়ন ও লখিন্দরের মুখে বারি প্রদান।]

বিপু। (সরোদনে) হায় ! আমার কি হোলো ! জীবিতেশ্বর বুঝি চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করে চল্লেন। একি ! জল যে উদরস্থ হলনা। হৃদয়েশ ! একটীবার কথা কন্, একবার চেয়ে দেখুন্. অভাগিনী বিপুলা আপনার অবস্থা দেখে ব্যাকুলিতা হয়েছে ! কি সর্ব্বনাশ হল ! সর্ব্বাঙ্গ যে নিলবর্ণ হয়ে গেল ! এখন কারে ডাকি, কে এ সময় সাহায্য কর্ব্বে ?

লখি। (সকাতরে) পিতঃ ! স্নেহময়ী জননি ! এ জন্মে আর আপনাদের সহিত সাক্ষাত হলনা। জন্মের মত বিদায় হলেম; বিষের জ্বালায় প্রাণ বিদীর্ণ হয়। জননি ! আর আপনার শ্রীচরণ দেখ্‌তে পেলেম্ না। মাগো ! তোমার প্রাণাধিক লখিন্দরকে একবার এসে দেখে যাও !

আজ তোমার প্রাণাধিক সর্পাঘাতে বিনষ্ট হল! উঃ! প্রাণ যায়!

বিপু। (সরোদনে) হায় কি সর্ব্বনাশ হল! আজ এ হতভাগিণীর কপাল ভাঙ্গিল! সকল আসা ভরসা ফুরাল! জীবিতেশ্বর! অভাগিনীকে অকুল সমুদ্রে ভাসিয়ে কোথায় চল্লেন? দুখিনীর যে এ জগতে আপনি ব্যতীত আর কেহই নাই! পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলকেই যে পরিত্যাগ করে আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম। আজ আশ্রিতাকে পরিত্যাগ করে কোথায় চল্লেন? প্রাণেশ্বর! একবার প্রিয় সম্ভাসনে কথা কন্? পূর্ব্বের ন্যায় একবার প্রিয়নয়নে দৃষ্টিপাত করুন, নাথ! একি! একেবারে নিস্তব্ধ যে! হায়! কি হোলোরে, আমার কি হোল!

লখি। (ভগ্নস্বরে) প্রিয়ে! বিদায়! জন্মের মত তোমায় পথের ভিখারিণী করে চল্লেম! উঃ! প্রাণ যায়! (ক্ষনেক নিস্তব্ধ) প্রাণেশ্বরী! তোমায় আমি এক দিনের জন্যও সুখি কর্ত্তে পাল্লেম্ না। আমার নরকেও স্থান হবেনা; একটী অবলাকে আজীবন দুখার্ণবে ভাসিয়ে চল্লেম্! উঃ! প্রাণ যায়!—উঃ!—জ—ন্ম——র প্রি—য়ে—বি—দা—য়—হ—লে—ম——

(লখিন্দরের মৃত্যু)।

বিপু। (সরোদনে) প্রানেশ্বর! কোথায় গেলেন। দাসীকে পরিত্যাগ করে যাবেন্ না। আমিও আপনার সঙ্গে

স্বব। অভাগিনীর এ সংসারে আর কেহই নাই। সকল সুখ আজ হতে জন্মের মত শেষহোল।

গীত।

রাগিণী যোগীয়া ভয়েরেঁা—তাল কাওয়ালী।

নাথ কোথা গেলে করি অনাথিনী।
পূর্ণচন্দ্রে রাহু আসি গ্রাসিল এখনি ॥
অকুল দুখ পাথারে, ভাসাইয়ে অবলারে,
প্রাণান্ত হইল এ দুখিনী।
মনের বাসনা যত, মনেতে হইল হত,
এ দাসীকে করহ সঙ্গিনী।
আর কি সুখের লোভে, থাকিব বল এ ভবে,
হুতাশনে পোড়াব পরাণী ॥

(পট ক্ষেপণ)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

চম্পক নগর—রাজ অন্তঃপুরস্থ গৃহ

[বিপুলা স্বীয় অঙ্কে মৃত লখিন্দরের মস্তক রক্ষা করতঃ অধোবদনে উপবিষ্টা।]

বিপু। (সরোদনে স্বগত) হায়! বিধবা কি ভয়ঙ্কর নাম! আমি কি সতী নই? তবে কে বলে আমি বিধবা! এই যে পতির মস্তক আমার ক্রোড়ে, এই যে মনোমোহন দেব-মূর্ত্তি, রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত হয়ে পতি যে অঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত! হৃদয়নাথ! আর কতক্ষণ নিদ্রা যাবেন? ঐ দেখুন উষা সতী ধরাধামে দেখা দিচ্চেন। কোকিলবধূ সুমধুর স্বরে গান কর্চ্চে। ওরে এ যে নিদ্রা নয়! মহানিদ্রা, আমার কণ্ঠরত্ন যে মহানিদ্রায় নিদ্রিত। প্রাণেশ্বর! আর কি এ নিদ্রাভঙ্গ হবেনা? আর কি পদ্মপলাশলোচন বিস্ফারিত করে হতভাগিনীর প্রতি কটাক্ষপাৎ কর্ব্বেন না? আপনার সুমধুর অমিয়ময় বাক্যসুধা পানে এ হৃদয় কি পরিতৃপ্ত হবেনা? বিষধর! পতি তোর্ কাছে কি অপরাধ করে-ছিলেন? কি দোষে তাঁকে সংহার কল্লি? রে নির্দ্দয়, নির্ম্মম! তোর হৃদয়ে কি দয়ার লেশমাত্র নাই? এমন মনোমোহন মূর্ত্তিকে সংহার কর্ত্তে তোর কি কিছুমাত্র দয়া

হলনা? ক্রুর ভূজঙ্গ! জানি আমি বিনা দোষেও তোরা দংশন করে থাকিস্। কিন্তু হতভাগিণীকে পরিত্যাগ করে প্রাণেশ্বরকে দংশন কল্লি কেন? আমার শ্বশ্রুঠাকুরের একটীমাত্র পুত্র ব্যতিত আর যে কেহই নাই, তাঁর জীবনের সম্বল, স্নেহের পুতলি, প্রাণের প্রাণ পুত্রধনকে কেন সংহার কল্লি? তোর স্বভাব অনুযাইক কার্য্য করেছিস্, কিন্তু সেই সঙ্গে কেন আমাকেও দংশন কল্লি না?

[আলুলায়িতকেশা রোরুদ্যমানা সনকার প্রবেশ।]

সন। (সরোদনে) হায় রে আমার কি হোল! আজ আমার কপাল ভাঙ্গিল, বাপ্ রে! কোথায় গেলি! তোর হতভাগিনী মাকে ছেড়ে কোথা গেলি বাপ্ রে আমার! (পতন ও মূর্চ্ছা।)

বিপু। (সরোদনে) মা! আপনিও পুত্রের সঙ্গে চল্লেন? আপনার পরম সৌভাগ্য! পুত্রশোক আর আপনাকে সহ্য কর্ত্তে হলনা। হৃদয়েশ্বরের সহিত আমিই কেবল যেতে পাল্লেম্ না।

সন। (মূর্চ্ছাভঙ্গে সরোদনে) বাপ্ রে! তোর জননীকে পরিত্যাগ করে কোথায় গেছিরে বাপ্ আমার! আমি ছটী পুত্রকে হারিয়েছি, পুত্রশোক্ বুক্ পেতে সহ্য করে অবশেষে তোরে পেয়েছিলাম রে বাপ্ আমার! তোর্ মুখ্ দেখে যে পুত্রশোক্ ভুলেছিলাম তুইও আমায়

পরিত্যাগ কর্লি? (বিপুলার প্রতি) মাগো! বাছার আমার কি হয়েছিল?

বিপু। (সরোদনে) আর কি হবে না! নির্দ্দয় কাল্ নাগ্ এসে প্রাণেশ্বরকে দংশন কল্লে, দেখ্‌তেং অচৈতন্য হলেন, আমি কত রোদন কর্লেম্ একবারও চেয়ে দেখ্‌লেন্ না, কেবল মৃত্যুকালে বল্লেন্, মাগো! তোমার সঙ্গে আর দেখা হলনা।

সন। (সরোদনে) বাপ্‌রে! আমায় দেখ্‌তে চেয়েছিলে? রে কঠিন প্রাণ! এ দেহ পরিত্যাগ কর্, তুই পুত্রশোক্ সহ্য কর্ত্তে পার্বিনে? নয়ন! নিমীলিত হও! কর্ণ বধির হও! অন্তরাত্মা! এ দেহ হতে চলে যাও! অভাগিনীর শরীরে আর সুখ নাই, আশা ভরসা, সুখ লালসা, জন্মের মত আমার বাছার্ সঙ্গে চলে গেছে। তবে কি সুখে আছিস্? ভুজঙ্গ! সাত্মনয়ে চরণে ধরে বল্‌চি, দয়া করে হতভাগিনীকেও সংহার কর, বাছাকে কোলে করে এ জীবন পরিত্যাগ করি। বাপ্‌রে! বিষের জ্বালায় কত কেঁদেছিলে! আমায় কত ডেকেছিলে বাপ্ আমার! হতভাগিনীর নিষ্ঠুর প্রাণ, বধির কর্ণ, তাই তোমার সে কথা শুনতে পায় নাই। মহারাজ! আমাদের আশালতা আজ সমূলে উৎপাটিত হল, এসে একবার দেখে যান্, বাছা আমাদের অপার জলধিতে নিক্ষেপ করে চলে গেল। চল্লেম মহারাজ!—জন্মের মত চল্লেম, বাছাকে কোলে করে জন্মের মত বিদায় হলেম্।

[পতন ও মূর্চ্ছা]

গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

আয় বাপ্ কোলে আয় দুখিনীর্ ধন্।
একবার্ মা বলে, ওরে আয় কোলে, যুড়াক্ রে জীবন॥
দেখ্ রে তোর্ জননী, কাঁদিছে দিবা রজনী,
হয়ে পাগলিনী বিনে তোমাধন।
যদি কাল্ রজনীতে, লৌহকক্ষে না যাইতে,
আশীবিষে করিল দংশন।
ডাকি যাদু বারে বার্, ঘুমাইবে কত আর,
কথা কয়ে জুড়ারে জীবন॥

[উন্মত্ত ভাবে বেগে চন্দ্রধরের প্রবেশ।]

চন্দ্র। যাও,—প্রিয়ে যাও,—পুত্রধনকে কোলে করে ইহ সংসার পরিত্যাগ কর। প্রিয়ে! তুমিই সুখিনী, পুত্রশোক আর সহ্য কর্ত্তে হলনা। আমি সব শুনেছি,—সব বুঝেছি,—লখিন্দর যে আমাদের পরিত্যাগ করে চলে গেছে, তাও জেনেছি। কিন্তু প্রিয়ে! তুমিই সুখিনী, পুত্রের সঙ্গে চলে, কিন্তু এ হতভাগ্য চন্দ্রধর কঠিন প্রাণে সব সহ্য কর্ব্বে।

[রোদন]

বিপু। (সরোদনে চন্দ্রধরের প্রতি) না পিতঃ! আর একজন আছে, এ কষ্টের ভাগী বিপুলা এখন বর্ত্তমান, আপনার হৃদয় অপেক্ষা এ হৃদয় আরও কঠিন, পাষাণ অপেক্ষা

কঠিন, বজ্রাপেক্ষাও দৃঢ়, নচেৎ এ পাপ প্রাণ এখনও গেলনা কেন? যারে কঠিন প্রাণ! এখনি যা,—যা,—যা—

(পতন ও মূর্চ্ছা।)

চন্দ্র। যাক্ সব্ যাক্, সংসার পুড়ে যাক্, এ রাজ অট্টালিকা ভস্মীভূত হোক্, বিষাগ্নিতে রাজ্য দগ্ধিভূত হোক্, কিন্তু চন্দ্রধরের কঠিন প্রাণ কখন ভস্মীভূত হবেনা ইহা আমি বিশেষ জানি। ছটী পুত্র হরিয়েছি আজ প্রাণাধিক লখিন্দরকেও হারালেম?

(নেপথ্যে) চন্দ্রধর! এখনও মা পদ্মাবতীর শরণাগত হ, নচেৎ তোর্ আর কিছুতে নিস্তার নাই।

চন্দ্র। ওঃ! এখন বুঝিলাম্, সেই চণ্ডালিনীর এই কার্য্য, এই দেখ্ চন্দ্রধর পুত্রশোক এ প্রাণে অনায়াসে সহ্য কর্চ্চে, নিষ্ঠুরে! তুই ভেবেচিস্ এইবার তোর শরণাগত হবে, তা কখন মনেও করিস্নে, এ সংসারে যদি আমার কেহই না থাকে, তত্রাচ তোর উপাসনা কখনই কর্ব্বনা। আমার সব্ গেছে; পূর্ব্বে ছটী পুত্র হারিয়েছি, আজ লখিন্দরকে হারালেম্, সেই সঙ্গে প্রাণ প্রিয়তমে মহিষীকেও হারালেম্। পাপীয়সী পদ্মা! আয় এই পদাঘাতে তোর্ পূজা করি। প্রিয়ে! যাও, পুত্রসনে অক্ষয় সুখ স্বর্গে চলে যাও, আমিও চল্লেম্, প্রতিহিংসার উপাসনা কর্ত্তে চল্লেম্, পরম শত্রুর প্রতিফল প্রদান কর্ত্তে চল্লেম।

সন। (সংজ্ঞা প্রাপ্তে সরোদনে) মহারাজ! আমি মরি নাই, এ হতভাগিনীর কি মৃত্যু আছে? যদি আমি মর্ব্ব,

তবে কে পুত্রশোক সহ্য কর্ব্বে? মহারাজ! এই দেখুন্ সন্তকার হৃদয়ে পুত্রশোক প্রজ্বলিত হচ্চে।

চন্দ্র। উঃ! হৃদয়! আজ তোর কঠিনতার পরীক্ষা দেখ্‌ব, আজ তুই পুত্রশোককে পরাস্ত কর্ত্তে পারিস্, কি তুই পরাস্ত হোস্! হৃদয় বিদীর্ণ হল, আর যে সহ্য কর্ত্তে পারি না, কি করি? কোথায় যাই? পাপীয়সী চণ্ডালিনী পদ্মা! আজ তোর্ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

[সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস পর্ব্বত।

[পদ্মাবতী ও নেত্রাবতীর প্রবেশ।]

নেত্রা। দেবী! আর্ তো সহ্য হয় না, অবলা বালা বিপুলার চক্ষের জল;—সনকার আর্ত্তনাদ, পুত্রশোক বিদগ্ধ চন্দ্রধরের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ভাবব্যাঞ্জক সকরুণ প্রলাপ্ বাক্য, আরতো কোন ক্রমেই সহ্য কর্ত্তে পারিনে। দেবী! আপনার কেমন প্রাণ তা জানিনে, লখিন্দরের স্বর্ণকান্তি দেহ আজ বিবর্ণ দেখে হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে।

পদ্মা। (ঈষৎ হাস্যে) সখি! যদি ধৈর্য্যধারণ কর্ত্তে পার্ব্বে না, তবে এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করেছিলে কেন?

নেত্রা। দেবী! ধৈর্য্য অতল বলিলে নয় হোক্; আমি ধৈর্য্যচ্যুত হয়েছি, দেবী! আপনার যদি পুত্র হ'ত, আর সেই পুত্রকে অকালে হারাতেন, তাহলে জান্‌তেন্ যে, পুত্রশোক কি পদার্থ।

পদ্মা। (সহাস্যে) সখি! তুমি কটী পুত্র হারিয়েছ?

নেত্রা। দেবী! এ রহস্যের সময় নয়, বাস্তবিক্ আমি আর চোক্ষে জল সম্বরণ কর্ত্তে পারিনে। যদি মৃত দেহে প্রাণ দানের আমার ক্ষমতা থাক্‌ত, তাহলে কখন লখিন্দর এ অবস্থায় পতিত থাক্‌ত না, বিপুলাকে অনাথিনী হতে হ'ত

না; সনকাকেও পুত্রশোকে ভস্মীভূত হতে হ'তনা, আর চন্দ্রধরকে ধন ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করে কখনই ক্ষিপ্তের ন্যায় পরিভ্রমণ কর্ত্তে হতো না। মা! বল্‌তে পারিনে, আপনার হৃদয় কি উপকরণে গঠিত. আজ যদি স্বয়ং কৈলাসপতি এখানে উপস্থিত থাক্‌তেন্, তাহলে চম্পক নগরের এরূপ শোচনিয় অবস্থা দর্শন করে কখনই তিনি স্থির থাক্‌তে পার্ত্তেন্ না, নিশ্চয়ই তাঁর অশ্রুজলে নুতন শোক নদী প্রাবাহিত হ'ত।

পদ্মা। সখি! বালিকার প্রাণ কোমল, অল্প কারণেই উদ্বেলিত হয়, সামান্য ভয়ে ম্রিয়মানা হয়, বল দেখি সখি! সেই কোমল প্রাণা বালিকার দ্বারা কি জগতের কোন কার্য্য সম্পাদিত হয়ে থাকে? আমরা যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করেছি; যে ব্রত অবলম্বন করেছি; সেটী অতিশয় কঠিন। এতে ধৈর্য্যের আবশ্যক, পূর্ব্বে পিতা তো বলেছিলেন্; যে যদি ধৈর্য্যে হৃদয় বন্ধন কর্ত্তে পার, তবে এ কার্য্যে ব্রতী হও। সখি! যেনে শুনে এ কার্য্যে তো ব্রতী হয়েছ, তবে কেন বৃথা মায়াজালে আবদ্ধ হও?

নেত্রা। মায়া জাল ছিন্ন করে এমন আর জগতে কে আছে? সংসার মায়াময়; বিশ্বশ্রেষ্ঠা বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বেই মায়াজাল বিস্তারিত করে রেখেছেন; যে কেহ এ সংসারে আসে, তাকেই মায়াজালে আবদ্ধ হতে হয়। দেবী! আমরা এখন সংসারি, সংসারের কার্য্যভার গ্রহণ করেছি, তবে কি প্রকারে মায়াজাল ছিন্ন কর্ব্ব? দেবী! আপনি যাঁর কন্যা তাঁর একটী নাম মহামায়া, মহামায়ার কন্যা মায়া ন্য এ

যে অসম্ভব। ব্যাঘ্র সাবক্ স্বভাবতই হিংস্র স্বভাব প্রাপ্ত হয়, এটা যে প্রকৃতির চির প্রসিদ্ধ নিয়ম।

পদ্মা। সখি! তবে এখন তুমি কি কার্য্য কর্ত্তে আমায় অনুরোধ কচ্চ বল?

নেত্রা। দেবী। আপনার চরণে ধরে মিনতি করে বল্‌চি, লখিন্দরকে জীবনদান করুন, একের অপরাধে অন্যের দণ্ড, এই কি উচিত বিচার? চন্দ্রধর আপনার নিকট অপরাধী, তার দণ্ডবিধান করুন, কিন্তু লখিন্দরকে সংহার করে চম্পকনগর ছারক্ষার কর্ব্বেন না, রাজ সংসার একবারে দগ্ধ কর্ব্বেন না! বিপুলাকে অনাথিনী কর্ব্বেন না, লখিন্দরকে জীবন দান করুন। ঐ শুনুন্ পতিবিরহীনী অবলাগগন ভেদী আর্ত্তনাদ্ কচ্চে, পুত্রশোক সন্তপ্তা সনকার ক্রন্দনধ্বনি একবার শ্রবণ করুন।

(রোদন)

পদ্মা। (সক্রোধে) যদি দুঃখ হয়ে থাকে তবে বিজন বিপিনে রোদন কর, আমার সম্মুখ হতে যাও, জীবগণ সকার্য্যের প্রতিফল অবশ্য ভোগ্ কর্ব্বে, তাতে আর দুঃখ কি? যাও সখি আমার সম্মুখ হতে দূরিভূত হও।

নেত্রা। (সভয়ে) দেবী! আপনার ক্রোধ হতে এ দাসিকে রক্ষা করুন, মায়াজালে আবদ্ধ হয়েছিলাম্ বলে পূর্ব্বকথা বিস্মরণ হয়েছিলাম, এখন আমার ভ্রম দূর হল।

পদ্মা। সখি! চক্ষের জলে কার্য্য উদ্ধার হয় না, ইহা তুমি নিশ্চয় যেন, বিপুলার পরীক্ষা জগতের শিক্ষা, দেব

মাহাত্ম্য জগতে ঘোষণা, এটী যেন স্মরণ থাকে, এখন যাও সখি স্বকার্য্য সাধনে অগ্রসর হও।

নেত্রা। যে আজ্ঞা দেবী! তবে চল্লেম্।

[সকলের প্রস্থান।]

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

চম্পকনগর—রাজ অন্তঃপুরস্থ গৃহ।

(মৃত লখিন্দরের পার্শ্বে সনকা ও বিপুলা উপবিষ্টা)

বিপু। (সরোদনে) হায়! পতিপ্রাণা সতী কি কখন বিধবা হয়? যদি আমার পতিপদে মতি থাকে, তবে নিশ্চয়ই প্রাণপতিকে পুনঃর্জীবিত কর্ব্ব। সাবিত্রী! তুমিই ধন্যা। নিজগুণে সতীত্ব প্রভাবে পতিকে জীবিত করে চিরস্মরণীয়া হয়েছ। (কর যোড়ে সনকার প্রতি) মাতঃ! বিদায় দিন, প্রাণপতির সহিত জাহ্নবী নীরে ভাস্‌ব, দেখি পতির জীবন দান কর্ত্তে কি সমর্থ হতে পার্ব্ব না? এখনও তো সতীত্ব ধর্ম্ম জগতে আছে, এখনও পাপ পুণ্যের বিচার হয়ে থাকে। জননী! আমায় বিদায় দিন্।

সন। (সরোদনে) একি কথা বল্‌চ মা! তুমি কেন যাবে? আমি বাছাকে বুকে করে অতল্ সলিলে মগ্ন হব। মা আমার! তুমি গৃহে থাক, তুমি জীবিত থাক্‌লে বাছার আমার নাম থাক্‌বে।

বিপু। (সরোদনে) জননী! আপনি কখনই পার্ব্বেন না, জীবন দান কর্‌বার ক্ষমতা আপনার নাই,

কিন্তু আমার আছে। সতীত্ব বলে পতিকে অবশ্যই জীবিত কর্ব্ব! যদি প্রাণপতিকে জীবিত কর্ত্তে পারি, তবে পুনরায় চম্পকনগরে প্রত্যাগমন কর্ব্ব, আপনিও পুত্র মুখ নিরীক্ষণ কর্ব্বেন, নচেৎ এই জন্ম শোধ বিদায়। (স্বগত) লোকে বলে দেবশরীর দয়ার আধার, সেটী মিথ্যা কথা, তাহলে কি এরূপ নিষ্ঠুর রূপে পরীক্ষা গ্রহণ কর্ত্তেন? মা! দেব পরীক্ষায় সাবিত্রী এক দিন উত্তীর্ণা হয়েছেন; সীতা দেবী জয়লাভ করেছেন; দময়ন্তী পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন; পুণ্যবান্ রাজা হরিশ্চন্দ্রও একদিন দেব পরীক্ষা হতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। দেব পরীক্ষা যতই কেন কঠিন, নিষ্ঠুর হোকনা, বিপুলা তাতে কিছু মাত্র ভীতা নয়। (সনকার প্রতি) জননী। আর সময় নাই বিদায় দিন্, কৃতান্ত প্রাণপতির প্রাণান্ত করেছে, আজ তাকে দণ্ড প্রদান কর্ব্ব। (স্থির দৃষ্টে কম্পিত কলেবরে অবস্থিতা)

সন। (সরোদনে) একি মা! চক্ষের যে পলক্ নাই? সর্ব্ব শরীর কম্পিত হচ্চে কেন? বাছাকে হারালেম্, সেই সঙ্গে কি তোকেও হারাতে হোল? রে কঠিন প্রাণ! এখনি এ দেহ পরিত্যাগ কর্, সকলেই গেল, তুই কেন আছিস্? বাপ্‌রে! তোর্ সঙ্গে আজ সকল আশা ভরসা জন্মের মত শেষ হ ল। [রোদন]

বিপু। (সরোদনে) জননী! এই যে আমি! আমার কি মৃত্যু আছে? সে সুখের দিন আজও আমার হয়নি, আপনি স্থির হোন্।

[উন্মত্তের ন্যায় চন্দ্রধরের প্রবেশ।]

চন্দ্র। (সমুৎসুকে) কিসের সময় নাই বিপুলে!

বিপু। (সরোদনে) মহারাজ! পতির জীবন প্রাপ্তির!

চন্দ্র। অসম্ভব! বৎসে! কি প্রকারে জীবন দান্ কর্ব্বে?

বিপু। (সরোদনে) মহারাজ! সতীত্ব প্রভাবে অবশ্যই পতির জীবন দান কর্ব্ব?

চন্দ্র। এ তোমার ভ্রম;—মহাভ্রম!—এ নিতান্ত অসম্ভব!

বিপু। (সরোদনে) মহারাজ! একবার সতী সাবিত্রীর কথা স্মরণ করুন, তবে আমি কেন পার্ব্ব না মহারাজ?

চন্দ্র। বৎসে! কথনই তা পার্ব্বে না।

বিপু। (সরোদনে) মহারাজ! অবশ্যই পার্ব্ব, এ পরীক্ষা হতে নিশ্চয় উত্তির্ণা হব। যদি সতীত্বের মাহাত্ম্য থাকে, তবে পুনরায় আপনার ধন আপনার করে সমর্পণ কর্ব্ব।

চন্দ্র। (স্বগত) একি কখন সম্ভব হয়? মৃত ব্যক্তি কি কখন জীবিত হয়? সত্যবান প্রাণ পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর কি মৃত্যু হয়েছিল;—না অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন, তৎপরে সজ্ঞালাভ করে ছিলেন। মৃত দেহে কখন প্রাণ সঞ্চার হয় না। বিপুলা কি প্রলাপ বাক্য বল্‌চে, তা হতেও পারে, পতি বিরহিনীর হৃদয় কি কখন স্থির থাকে? (প্রকাশ্য) বিপুলে! অসম্ভব আশা পরিত্যাগ কর, মৃত দেহে কখন প্রাণ সঞ্চার হয় না। পদ্মা! দেখ, চন্দ্রধর নিষ্ঠুর হৃদয়ে পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পান্ন কর্ত্তে প্রবৃত্ত হল।

ভেবেছিস্ যে, এইবার চন্দ্রধর তোর উপাসনা কর্ব্বে? তা দেহে প্রাণ থাক্‌তে হবে না। চণ্ডালিনী! এই দেখ্ চন্দ্রধরের পুত্রশোক্ সহ্য কর্ব্বার্ কতদূর্ ক্ষমতা।

[লখিন্দরের মৃত দেহ বক্ষে ধারণ করিতে উদ্যত।]

সন। (সরোদনে) মহারাজ! কি করেন? দুঃখিনীর অঞ্চলের ধন্‌কে কোথায় নিয়ে যান? বাপ্‌রে! তোরে কোথায় নিয়ে যাচ্চে বাপ্ আমার! [রোদন]

বিপু। (চন্দ্রধরের পদধারণ পূর্ব্বক সরোদনে) পিতঃ! কোথায় নিয়ে যান্? আমার ধন আমায় দিন্, পতি দেহ আমি নিয়ে যাব, স্ত্রী পতির অর্দ্ধাঙ্গ রূপিনী, এ দেহে আমারই অধিকার, মহারাজ! আমার ধন আমায় দিন্।

চন্দ্র। বিপুলে! ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য কোরোনা, যদ্যপি আমি তোমার ন্যায় অল্প বয়স্কা রমণীকে পথের ভিক্ষারিণী করি, তাহলে লোক সমাজে নিন্দনীয় হবো, শত্রুপক্ষ উপহাস কর্ব্বে; আর ভীরু কাপুরুষ বলে সেই পাপীয়সী পদ্মা বিদ্রূপ কর্ব্বে; বিশেষতঃ মৃত দেহ সৎকার্ না কর্লে ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য করা হয়, আমি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা কর্ত্তে চল্লেম্।

বিপু। (সরোদনে) পিতঃ! যদি একান্তই লয়ে যান্, তবে অগ্রে আমাকে সংহার করুন, তৎপরে যা ইচ্ছা তাই কর্ব্বেন্, জীবন থাক্‌তে কখন পতিকে পরিত্যাগ কর্‌বো না। [রোদন]

সন। (সরোদনে) মহারাজ! আমার ধন আমায় দান করুন, বাছাকে বুকে করে তরঙ্গিণী স্রোতে মগ্ন হই।

চন্দ্র। মহিষী! হতভাগ্য চন্দ্রধরকে আর দুঃখ দিওনা, প্রিয়ে! সব সহ্য কর্ত্তে পারি, কিন্তু লোক নিন্দা সহ্য কর্ত্তে পারিনে। সৎকার্য্যে বিঘ্ন প্রদান করে আর হতভাগ্য চন্দ্রধরকে অপমানিত কোরোনা।

বিপু। (চন্দ্রধরের প্রতি সরোদনে) মহারাজ! কিসের নিন্দা? যদি আপনার পুত্র জীবন প্রাপ্ত হন, তা হলে নিন্দা দূরে থাক, আপনার নাম চিরদিন এজগতে দেদীপ্যমান থাকবে। যদি বলেন পদ্মাবতী উপস্থিত কার্য্য দর্শনে হাস্য কর্বেন, কিন্তু যদ্যপি আপনার পুত্রধনকে পুনঃ প্রাপ্ত হন, তাহলে দেব গর্ব্ব খর্ব্ব হবে; লোকে বলবে যে, রাজা চন্দ্রধর দেবদ্বেষী হয়েও পরম সুখে রাজ্য পালন করেছে।

চন্দ্র। না, না, কিছুই শুনতে ইচ্ছা করিনে, ও সব প্রলাপ বাক্য এ হৃদয়ে স্থান পাবেনা।

বিপু। (সরোদনে) মহারাজ! আপনার চরণে ধরি, মিনতি করি; আমার ধন আমায় দিন, যদি না দেন, তবে দেখুন, সতী কি প্রকারে পতি সঙ্গে গমন করে, কি প্রকারে সতী জীবন পরিত্যাগ করে; মহারাজ! যদি স্ত্রীহত্যা পাপের ভয় থাকে, তবে আমার ধন আমায় দিন।

চন্দ্র। যাক্, সব যাক্, লখিন্দরের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য ছারখার হয়ে যাক্, এই লও, তোমার ধন তুমিই গ্রহণ কর।

[লখিন্দরের মৃতদেহ রাখিয়া চন্দ্রধরের প্রস্থান।]

বিপু। (সনকার প্রতি সরোদনে) জননি! এখন আপনি তবে আমায় চিরদিনের জন্য বিদায় দিন্।

সন। (সরোদনে বিপুলার চিবুক ধরিয়া) যাও মা, যেন তোমার সতীত্বালোকে জগৎ আলোকিত হয়, বৎস লখিন্দর! আজ তোমায় জন্মের মত বিদায় দিলাম্? হায় আমার কি হ'ল! (রোদন)

বিপু। (সরোদনে) পিতঃ! স্নেহময়ী মাতঃ! আজ তোমাদের আদরের বিপুলা অনাথিনী হয়ে জন্মের মত বিদায় হ'ল। এ জন্মে আর তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাত হবেনা, বিপুলার এই শেষ বিদায়। (করযোড়ে) মা পদ্মাবতি। আজ তোমার শ্রীচরণে জীবন অর্পণ করে বিপুলা তোমার নিকট পরীক্ষা দিতে অগ্রসর হল, একবার্ স্নেহ নেত্রে দৃষ্টিপাৎ কর মা! যেন অনাথিনী এ কঠিন পরীক্ষা হতে উত্তীর্ণা হয়।

(উভয়ের প্রস্থান।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[নদীবক্ষে ভাসমান তরীর উপরে লখিন্দরের মৃতদেহ সম্মুখে রাখিয়া বিপুলা করতলে কপোল বিন্যাস করতঃ অধো-বদনে উপবিষ্টা।]

বিপু। (সখেদে স্বগত) তরণি! তোরে সানুনয়ে মিনতি ক'রে বল্‌চি, কিঞ্চিৎ দ্রুতগামী হ, নচেৎ প্রাণে-শ্বরের সাক্ষাত পাবনা। তিনি অনেকক্ষণ গেছেন;—অনেকদূর গেছেন;—আর তুই তাঁর সহিত সাক্ষাত কর্ত্তে পারিনে, তোর আশাপূর্ণ হ'লনা। প্রবাহিণি! তুমি আবহমান্‌কাল্ প্রবাহিত হচ্চ, বল্‌তে পার কি আমার জীবিতনাথের জীবন ভাস্‌তে ভাস্‌তে কোথায় গেছে? কল্লোলিণি! তুমি কলকল স্বরে কি বল্‌চ? আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্চ্চিনে। তোমার ভাষা কি পৃথক্? বারেক স্পষ্ট রূপে বুঝিয়ে দেও, বিপুলা যে তোমার জীবনে জীবন সমর্পণ করেছে, তোমার প্রচণ্ড স্রোতে জীবন ঢেলেছে, তোমাকে অবলম্বন করে পতির উদ্দেশে চলেছি, স্রোত-স্বিনী! তোমার অস্পষ্ট স্বরে বুঝিয়ে বলে দেও, আমার হৃদয়নাথ কতদূর গেছেন? ওঃ! বুঝেছি, তোমার দৈব-বাণী আমি বুঝেছি;—তুমি কল২ স্বরে বল্‌চ, অভাগিনী

পতিঘাতিনী বিপুলে ! তোর জীবন ভাস্‌তেঃ অক্ষয় রৌরব কুণ্ডে পতিত হবে, তোর প্রাণেশ্বরের সঙ্গে দেখা হবে না। তাঁর পবিত্র জীবন অক্ষয় সুখাকর পুণ্যময় স্বর্গধামে সুখে বিচরণ কর্ব্বে। সেখানে তোর যাবার ক্ষমতা নাই। হৃদয়েশ্বর! তবে কি দাসী আর আপনার মনমোহন দেবমূর্ত্তি দেখে নয়ন পরিতৃপ্ত কর্ব্বেনা ? মন! তবে আর কি আশায় হৃদয়ে রখেছিস্ ? (ক্ষণেক নিস্তব্ধ তৎপরে) মা পদ্মাবতি! আজ তোমার শোকাতুরা দুহিতা তোমায় অবলম্বন করে পতি সঙ্গে দুখার্ণবে অবগাহন করেছে। শুনেছি দেব হৃদয় দয়ার আধার, স্নেহের মূর্ত্তি, কিন্তু কৈ ? আজ তার বিপরীত ভাব দেখ্‌চি কেন ? মা ! দুহিতার অশ্রু জল দেখেও হৃদয়ে কি কিছুমাত্র দয়া মমতা হচ্চে না ? জনক জননী, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবকে জন্মের মত পরিত্যাগ করে রমণীর জীবন সম্বল, সুখ দুঃখের আধার, জীবনের একমাত্র উপলক্ষ পতির চরণে অনুস্মরণ করেছি। মাগো ! হতভাগিনী কি সে মূর্ত্তি আর দেখতে পাবে না ? আমি বিধবা নারী বলে পক্ষিগণ আমায় ধিক্কার করে উড়ে যাচ্চে, তরুরাজী মর্ম্মর স্বরেকত কি নিন্দা কর্চ্চে, পুষ্পবাটিকার লতিকা সকল পুষ্পমুখ প্রফুল্লিত করে ঘৃণার হাসি হাস্‌চে। [রোদন

[জাল হস্তে ধীবরের প্রবেশ।]

ধী। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য ! এমন্‌তো কখন হয় না। এক্‌টা চুনো পুঁটিও পোড়্‌ল না ? কোন্ অনামুখোর মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম্‌ তাই আজ আঁসহাত্ হ'ল না। এখন কি করেই বা ঘরে যাই ? জেলেনী তো একেই অগ্নিশর্ম্মা,

তাতে যদি খালি হাতে যাই, তাহলে আজ আস্ত গিল্‌বে। আস্‌বার্ সময় এম্‌নি তো বলেছে, যদি শুদু হাতে ফের তাহলে মুড়ো খ্যাংরা রইল, আজ বুঝি অদৃষ্টে তাইনা ঘটে। আর যদি তাই বা ঘটে, তা হলে কি হবে? খ্যাংরা তো আমার গজের সঙ্গি। আচ্ছা, জেলেনী যে আমায় ভাল বাসেনা, এর কারণ কি? আচ্ছা, আমার চেহারাতো নিন্দের নয়, সেদিন সন্থারাম ভায়া আমার চেহারার কত সুখ্যাত করে, আমার সকল ভাল, তবে দোষের মধ্যে নাক্‌টা কিছু বসা, তা সেটা মার দোষ। যদি সেই সময় মা নাক্‌টা টেনে দিতো, তা হলে বাঁশীর মত নাক্ হোতো। তবে রংটা কাল; তা কৃষ্ণ তো কাল ছিল, কালমাণিকের কালরূপে কত ব্রজঙ্গনারা মজে ছিল, কাল রং তো নিন্দের নয়। আমার দোষের মধ্যে পায়ে গোদ্, তা সেটা আমি ইচ্ছা করে করেছি, যদি এই গোদের সমান শরীর্‌টা গেঁথে তুল্‌তে পারি, তাহলে আর আমায় পায় কে? স্বয়ং জমীদার পুত্র ভুঁড়ো ভোলানাথ বাবু, ব্যাটা ভুঁড়ি নিয়ে বড় লাফা লাফি কর্‌রে বেড়ায়, এইবার্ আমার কাছে জব্দ হবে। তবে জেলেনী আমায় দেখ্‌তে পারে না কেন? লোকে বলে "ভালবাসা মনেঃ" তা ঠিক্ কথা, তাইতে বুঝি জেলেনী ঝাঁটা দিয়ে ভালবাসাটা ঝালিয়ে নায়। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ) যা ভেবেচি, তাই আজ্ কপালে কি ঘট্‌বে? (নেপথ্যে দেখিয়া) ঐ না একখানা নৌকা এ দিকে আস্‌চে? বাহবা! আবার নৌকায় একজন মেয়েমানুষও আছে; হোলো ভাল, এক্‌টা ছিল দুটো হোলো,

কিন্তু পাছে আবার দুগাছা ঝ্যাটা হয়, তা হলে তো গেছি। একেতো জেলেনীর জ্বালায় অস্থির, দুটো হলে তো রক্ষা নাই। (নেপথ্যে দেখিয়া) আমরি২! এমন রূপ তো কখন দেখিনি, যেন স্বর্গের দেবকন্যা; আজ আমার কপাল ভাল দেখ্‌চি, এ মাল্ ছাড়া হবে না।

(ধীবর কর্ত্তৃক নৌকা ধৃত)

বিপু। তুমি কে গো! আমার নৌকার গতিরোধ কল্লে?

ধী। সুন্দরী! আমি তোমার সোণার কার্ত্তিক।

বিপু। আমার নৌকা পরিত্যাগ কর, কি জন্য নৌকার গতিরোধ্ কচ্চ?

ধী। সাধে ধরি? ধরা দিয়াছ তা ধর্ব্ব না? সুন্দরী! তোমার সাম্‌নে ওটা কি? এ যে দেখ্‌চি মরা মানুষ, বেটী বুঝি রাক্ষসী।

বিপু। ধীবর! তুমি যা বল্‌চ, তা যথার্থ, আমি রাক্ষসী, আমার পতিকে গ্রাস করেছি।

ধী। সুন্দরী! বেস করেছ, এখন ওটা জলে ফেলে দিয়ে আমার সঙ্গে এস।

বিপু। কোথায় যাব ধীবর!

ধী। আমি যেখানে যাব, তুমিও সেখানে যাবে সুন্দরী!

বিপু। না ধীবর! আমার গন্তব্য স্থানে আমি যাচ্চি, মৃত পতিকে সঙ্গে লয়ে ভেসেছি, পতির সঙ্গে চলে যাব, যা ধীবর, আমার নৌকার আর গতিরোধ্ করিস্‌নে, তাহলে তোর্ কখনই ভাল হবে না।

ধী। সুন্দরী! একি ছেলেমানুস পেয়েছ? পাকা কলা দেখিয়ে ভোলাবে? এখন বল্‌চি ঐ মড়াটা জলে ভাসিয়ে আমার সঙ্গে এস নচেৎ—

বিপু। নচেৎ কি? বল্ প্রকাশ করে নে যাবি?

ধী। সুন্দরী! তা আর একবার কোরে?

বিপু। কি বল্লি পামর! নিচাশয়! তুই সতীর সতীত্ব-বল্ একবার দেখ্, যদি আমার পতিপদে মতি থাকে, তবে ঐ স্থানে পাষাণ প্রতিমার ন্যায় চলত্‌শক্তি হীন হয়ে দণ্ডায়মান থাক্।

ধী। একি হোলো! সর্ব্ব শরীর যে পাথর হলো! আর যে নড়্‌তে চড়্‌তে পার্‌বিনে, একি! হাত যে অবশ হয়ে এল. চোকে যে কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চিনে! সকলি পাথর—

(ধীবরের অন্তর্দ্ধান।)

বিপু। (সরোদনে স্বগত) প্রাণেশ্বর! ভেবেছিলাম প্রফুল্ল মুখচন্দ্রিমা দর্শন করে এ হৃদয় পরিতৃপ্ত কর্ব্ব; দিবা-নিশি চরণ সেবা করে জীবন সার্থক কর্ব্ব, আপনার মন-মোহন মূর্ত্তি আরাধনা করে স্বর্গপথ বিমুক্ত কর্ব্ব; কিন্তু হৃদ-য়েশ! এ দুঃখিনীর সে আশা পূর্ণ হল না, হৃদয়ের আশা হৃদয়েই বিলীন হল, এ জীবনে আর আপনার দর্শন পাব না, পরকালের আশায় আশ্বস্ত হয়ে আমি আজ নদীবক্ষে জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। হৃদয়বল্লভ! দেখ্-বেন্ যেন অভাগিনী আপনার শ্রীচরণ ছাড়া না হয়। পতি ঘাতিনী বলে যেন এ দাস আপনার অনুগ্রহ হতে বঞ্চিতা

না হয়। মা মহেশনন্দিনী! এত দিনের পরও তোমার আশা পূর্ণ হল, একবার দেখে যাও, সতী কি প্রকারে পতির অনুগামিনী হয়।

[নদীবক্ষে পতনম্মুখ]

[দুইজন যুবকের দ্রুতবেগে প্রবেশ]

১ যুঃ। সুন্দরী! কি কর? কি কর? আত্মহত্যা যে মহা পাপ্?

বিপু। (স্বাশ্চর্য্যে) কে বলে আত্মহত্যা মহাপাপ্? আমি কি আত্মহত্যা হচ্চি? পতি যে পথে গেছেন, আমিও সেই পথে গমন কর্চ্চি, পতির গন্তব্য স্থান যদি নরক হয়, তাতে আমার ক্ষতি কি? আমিও সে পথে যাব, আমার কার্য্যে বিঘ্ন প্রদান কর্ব্বেন না?

২য় যুঃ। রূপসি! বিপদের বিভীষিকা মুর্ত্তি প্রদর্শন করে ভিতা হও না, ধৈর্য্যে হৃদয় দৃঢ় কর, অবশ্য সময়ে পরম সুখলাভ কর্বে। সুখের একটী পথে কণ্টক পড়েছে, সহস্র পথ বিমুক্ত হবে। তোমার ন্যায় অসামান্যা রূপ লাবণ্য সম্পন্ন যুবতীর আবার দুঃখ কি? অনেকেই তোমার ন্যায় কামিনীকে হৃদয় সিংহাসনে বসাতে অভিলাষ করে।

বিপু। (সকরুণে ও সক্রোধে) কি বল্লি পাষণ্ড! স্যাবধান্!

১ম যুঃ। (২য় যুবকের প্রতি) দাদা! বড় গরম্!

২য় ঐ। ভায়া! ঠাণ্ডা জলে ঠাণ্ডা হবে, তার আর

ভাব্না কি? (বিপুলার প্রতি) মানময়ি! তোমার পতিকে আর কি তুমি পাবে?

বিপু। (সখেদে) পাব আর কি? এইতো পতি আমার সম্মুখেই আছেন; পতির মৃতদেহ লয়ে তরঙ্গিনী বক্ষে জীবন অনন্তে বিলীন কর্ব্ব।

১ম যুঃ। (স্বগত) তাইতো। দেখ্ছি বেটীর সাম্নে একটা মড়া! (প্রকাশ্যে) এক্বার্ ভাল করে দেখ দেখি ওটা মানুষ্তো?

২য় যুঃ। ওহে! মানুষ্ বলে মানুষ? এক্সর্ মধ্যে একটা মেষে মানুষ্।

১ম যুঃ। (বিপুলার প্রতি) সুন্দরী! বলি কি? মড়াটা ফেলে দিয়ে আমাদের সঙ্গে এস।

বিপু। (সখেদে) তা হলে কি হবে?

১মযুঃ। সুখেথাক্বে, হাসি তামাসা রঙ্গরসে মজ্বে সুন্দরী!

২য় যুঃ। আর আমাদের ভালবাসা পাবে।

বিপু। (সখেদে) ওগো। হাস্য কৌতুক, সুখ লালসা কিছুই নাই, সকলিই তাঁর শ্রীচরণে অর্পণ করেছি। যে রমণী পতিসুখে বঞ্চিতা, তার আবার সুখ কোথায়? যে রমণী পতির ভালবাসা হারিয়েছে, তার আবার ভালবাসার আবশ্যক কি?

১ম যুঃ। একটা গেছে, দুটো হবে সুন্দরী।

বিপু। (সখেদে) তোমাদের কি বিদ্রূপ কর্ব্বার সময়? একটী নিস্বহায়া অবলাকে দেখে কি তোমাদের হৃদয়ে একটু দয়া হয়না? আমার নৌকা পরিত্যাগ কর।

২য় যুঃ। সুন্দরী। আমাদের ভাসিয়ে কোথায় ভেসে যাবে? (১ম যুবকের প্রতি) ভায়া! হাতে পেয়ে কেহ কি কখন ছেড়ে থাকে?

১ম যুঃ। রূপসি! তুমি যতই কেন ভয় দেখাও না, কিছুতেই আমাদের হাত হতে নিষ্কৃতি পাবেনা। এ সব ভয় পাবার ছেলে নয়।

বিপু। (স্বক্রোধে) পাপাত্মাগণ! তবে তোরা দেখ্, সতীর সতীত্ব তেজ্ একবার প্রত্যক্ষ কর্। পাষণ্ডগণ! যদি জগতে ধর্ম্ম থাকে, তবে যে মুখে এরূপ কুৎসিৎ বাক্য প্রয়োগ করেছিন্, ঐ মুখ দিবানিশি অগ্নিশিখাবৎ প্রজ্জ্বলিত হোক্।

২য় যুঃ। ও দাদা! এ আবার কি হোল! মুখ যে জলে গেল!—

১ম যুঃ। তাইতো ভাই! আগুনে পোড়ালে যে, বেটী যা বল্লে তাই কল্লে দেখ্চি। উঃ! সর্ব্ব শরীর পুড়ে গেল যে।—

[যুবকদ্বয়ের বেগে প্রস্থান।]

বিপু। (সকরুণে স্বগত) রূপে জগৎ আলোকিত! রূপে জগৎ মুগ্ধ, রূপই সুখের আকর; ফুল ফুটে উদ্যান আলোকিত হয়, রূপের প্রভায় জগৎ পুলকিত হয়; কিন্তু ফুলের কি স্বার্থ! মধুকরগণ রূপ বিমুগ্ধ হয়ে বিরক্ত করে এই মাত্র; যাতে নিজের স্বার্থ নাই, সমস্তই অনর্থের মূল, এ রূপের আবশ্যক কি? নিশাকর চলে যায়, কুমুদিনীও

মুদিতা হয়, তার কি তখন আর রূপ থাকে? সৌন্দর্য্য! তুই যত কুকার্য্যের মূল! (করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখে) হা দিনমণি! হা সূর্য্যকুলের আদি পিতা! এ সংসারে আমার কেহই নাই, আপনি আবাহমাণকাল্ দেখে আস্‌চেন, সকলি আপনার চক্ষে প্রদীপ্ত, আপনার অসীম অনুগ্রহে আপনার সন্তান সন্ততি সকল প্রতিপালিত, আজ আপনার নিস্বহায়া পতি বিয়োগ বিধুরা কন্যাকে রক্ষা করুন। আপনা হতে যে সৌন্দর্য্য পেয়েছিলাম, আজ আপনার শ্রীচরণে সেই সৌন্দর্য্য অর্পণ কর্লেম্ গ্রহণ করুন, পতিহীনা রমণীর সৌন্দর্য্যের আবশ্যক কি? পিতৃদেব! আপনার কন্যার সৌন্দর্য্য গ্রহণ করুন। যদি কখন শুভদিন হয়, যদি কখন প্রাণ-পতিকে পুনর্জীবিত কর্ত্তে পারি, তবে আমার এই সৌন্দর্য্য পুনরায় গ্রহণ কর্ব্ব, নচেৎ আর আবশ্যক নাই, অনুগ্রহ করে বিপুলার রূপ গ্রহণ করুন। (রূপ পরিবর্ত্তন)

[নেত্রাবতীর প্রবেশ]

নেত্রা। কে তুমি বৎসে! শব লয়ে নদীবক্ষে ভাস্‌চ?

বিপু। (সখেদে) মা গো! এ হতভাগিনীর নাম বিপুলা, আমি পতিহীনা; এই মৃত পতিকে লয়ে তরঙ্গিনী বক্ষে ভাস্‌চি। মা! কথিত আছে পতিপ্রাণা রমণী কখন বিধবা হয় না, তার পরীক্ষার জন্য আমি সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি।

নেত্রা। বালিকা! এখন তোমার বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই; তরল প্রকৃতি বলে এরূপ প্রলাপ্ বাক্য বল্‌চ, অবোধ!

মৃত দেহে কখন কি প্রাণ সঞ্চার হয়? যে কেহ সংসার হ'তে চলে যায়; সে কি কখন আর ফিরে আসে? নির্ব্বোধ! কেন বৃথা আশা কর্চ্চ; বৎসে! তোমার অবস্থা দেখে আমার দুঃখ হচ্চে; এস বৎসে আমার গৃহে এস, আমি তোমায় কন্যার ন্যায় প্রতিপালন কর্ব্ব, মার ন্যায় স্নেহ কর্ব্ব।

বিপু। (সখেদে) মাগো! পিতা মাতার স্নেহ যখন ভুলেছি, তখন আর কাহার ও মায়াজালে আবদ্ধ হব না, সংসারের মায়াজাল ছিন্ন করেছি, মা! আর আমার বৃথা মায়াজালে আবদ্ধ কোরো না।

নেত্রা। সে কি মা! পতিধনে বঞ্চিতা হয়েছ বলে কি সকল সুখে জলাঞ্জলি দিবে? পতিহীনা রমণীরা কি সকলেই প্রাণ পরিত্যাগ করে থাকে? বৎসে! চল; আমার সঙ্গে চল, আমি সাধ্যমতে তোমায় প্রতিপালন কর্ব্ব।

বিপু। (সরোদনে) মা! সংসার সুখের আকর সত্য, কিন্তু রমণীর পক্ষে নয়, রমণীর একমাত্র সুখ পতি সেবা, আমি যে সে সুখে বঞ্চিতা! এ দুঃখিনীর আর সুখ লালসা নাই, (করযোড়ে) মা পদ্মাবতী! তুমিই বল, বিপুলার কি এ জগতে আর সুখ আছে? সর্ব্বসন্তাপহারিণী! যদি তোমার অনুগ্রহ পাই, তবে আবার সুখের মুখ দেখ্‌ব, নচেৎ এই পর্য্যন্ত শেষ হ'ল।

নেত্রা। (স্বগত) দেবী! বিপুলার পরীক্ষা কি এখনও শেষ হয় নাই? মা! বিপুলার চক্ষের জল একবার দেখে যাও, এ জলে যে পাষাণ দ্রবীভূত হয়; অগ্নি নির্ব্বাণ

হয় ;—বজ্রও পরাঙ্মুখ হয় ; একবার বিপুলার অশ্রুবারি স্বচক্ষে দেখে যাও। আমার হৃদয় দ্রবীভূত হয়েচে, বিপুলা আজ পতি ভক্তির জ্বলন্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেচে। (প্রকাশ্যে) বৎসে! তবে যাও, অবশ্য তোমার মনোরথ অবিলম্বে পূর্ণ হবে। বিপদে পতিত হয়ে যেন মা পদ্মাবতীর নাম বিস্মৃতা হওনা।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস-পর্ব্বত।

[পদ্মাবতী ও মহাদেবের প্রবেশ।]

মহা। পূর্ব্বে জান্‌তেম্ না যে, আমার ঔরসজাৎ কন্যার হৃদয় এত কঠিন হবে।

পদ্মা। পিতঃ! কিরূপে আপনার কন্যার হৃদয় এত কঠিন দেখ্‌লেন্?

মহা। বৎসে! নয় না কেন? মর্ত্তধামে একটী অবলার অশ্রুজল এর সাক্ষ দিচে, গিরিগহ্বরে, পর্ব্বতেকন্দরে, জল স্থল শূন্যমার্গে অবলার আর্ত্তনাদ কঠিন হৃদয়ের পরিচয় দিচে।

পদ্মা। আমার কঠিন হৃদয়ের পরিচয় নয় পিতঃ! আপনার কার্য্যের পরিণাম।

মহা। বৎসে! কখনই নয়, মহাদেবের কার্য্য কলাপ এরূপ কঠিনরূপে সম্পন্ন হয় না, বৎসে! পতিহীনা বাল-বিধবা বিপুলার হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে দিগ্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্ত, আজ মহাদেবের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছে। বৎসে! পূর্ব্বে জান্‌তেম্ না যে, তোমার হৃদয় এত কঠিন।

(নেপথ্যে গীত)

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

কোথায় রহিলে এখন।
বিষধর গ্রাসে নাথ ত্যজিলে জীবন॥
হায় বিধি কি করিলে, কেন বা তারে হরিলে,
দুখিনী দুখ সলিলে, হইল মগন।
দুখ ভাবিনে মরণে, দুঃখ হে রহিল মনে,
শ্রীচরণ দরশনে সতত মনন॥

মহা। ঐ শুন, ঐ শুন বৎসে! বিপুলার হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ একবার শ্রবণ কর, আজ তোমার জন্য দেব মাহাত্ম্য লোপ্ হ'ল।

পদ্মা। পিতঃ! দেব মাহাত্ম্য লোপ্ কেন হবে? আপনার আজ্ঞানুযাই মহিমা প্রচারের জন্য মর্ত্তধামে গমন করেছিলাম, আমি প্রতি গৃহে আপনার মহিমা প্রচার করেছি।

মহা। (সক্রোধে) আমার মহিমা নয় বৎসে! পিশাচ মাহাত্ম্য প্রচার করেছ, তোমার জন্যে আমার নাম পৃথিবী হতে একেবারে লোপ্ হ'ল।

[নারদের প্রবেশ।]

না। (স্বগত) সাধে কি আর ভোলানাথ বলে? (প্রকাশ্যে) দেব! গত বিষয় আপনার স্মরণ থাকেনা বলে, আপনার একটী নাম ভোলানাথ। একবার পূর্ব্ব কথা স্মরণ করে দেখুন।

মহা। কি স্মরণ ক'র্ব্ব নারদ! আমি ভ্রান্ত নই, বিপুলার চক্ষের জল দেখ্‌লে আর কিছুই স্মরণ হয়না।

নারদ। অনাথনাথ! সাধে কি লোকে আপনাকে আশুতোষ বলে? আজ বিপুলার চক্ষের জলে আপনার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে, কিন্তু দেব! কার্য্যকালে পরিণামের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিৎ ছিল।

মহা। নারদ! কি কার্য্য? মহাদেব এমন কি কঠিন কার্য্য সম্পন্ন করেছে?

নারদ। (ঈষৎহাস্যে) এমন কিছু নয় প্রভো। স্মরণ করে দেখুন, দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় ইন্দ্র কর্ত্তৃক উষা ও অনিরুদ্ধ অভিসপ্ত, তৎপরে তাদের মর্ত্তধামে জন্ম গ্রহণ; আপনার মহিমা ঘোষণা; সতীত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন; এ সব বিষয় একবার স্মরণ করুন প্রভো! আজ বিপুলা জগতে সতীত্বধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছে। সতীত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে; আপনার আজ্ঞায় মা পদ্মাবতী অনেক কষ্ট সহ্য করে আপনার মহিমা প্রচার করেছেন। মহেশ্বর! একবার পূর্ব্বকথা স্মরণ করুন।

মহা। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) ঠিক কথা নারদ! ক্রমে ক্রমে সমস্ত কথা আমার স্মৃতি পথে উদিত হচ্চে।

পদ্মা। পিতঃ! আপনার কন্যার হৃদয় কঠিন নয়, যদি দেখাবার হত,—দেখাতেম যে, বিপুলার চক্ষের জলে এ হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছে কিনা। পিতঃ! আমি বধির নই, বিপুলার মর্ম্মভেদী সকরুণ বিলাপ এখনও পর্য্যন্ত এ প্রাণকে আকুলিত কর্চ্চে, কেবল আপনার আজ্ঞানুসারে বিপুলার পরীক্ষা গ্রহণের জন্য তাকে এত কষ্ট দিয়েছি, জগৎ এখন সম্পূর্ণরূপে সতীত্ব ধর্ম্ম শিক্ষা পেয়েছে।

মহা। বৎসে। অনুতপ্ত হওনা, একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, জগতে কি তোমার উপাসনা প্রচার হয়েছে?

পদ্মা। সর্ব্বত্র প্রচার হয়েছে, কেবল রাজা চন্দ্রধর আমার সম্পূর্ণ বিদ্বেষী!

মহা। নারদ! অবিলম্বেই তুমি চম্পকনগরে গমন করে শীঘ্র চন্দ্রধরকে এখানে আনয়ন কর, চন্দ্রধর আমার প্রধান ভক্ত।

[নারদের প্রস্থান।]

[বিপুলা ও পার্ব্বতীর প্রবেশ।]

পার্ব্ব। (মহাদেবের প্রতি) নাথ! আপনার কন্যার পরিণাম একবার দর্শন করুন, আজ আমি অকাল বিশুষ্কা এই কুসুমটীকে গোমুখীনীরে প্রাপ্ত হয়েছি, এখন আপনার শ্রীচরণে অর্পণ কল্লে্ম।

বিপু। (মহাদেবের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক করযোড়ে স্তব)

জয় হৃষিকেশ, হে ভোলা মহেশ।
জয় আশুতোষ শিবাণিপতি।

জয় ভবভয়হারী ওহে দীনেশ।
জয় অনাদি অনন্ত জগতের গতি ॥
জয় বিশ্ব নিরঞ্জন, হে ভূত ভাবন,
জয় অনাথ শ্মরণ মোক্ষদাতা।
জয় তমগুণ আধার, জগৎ জীবন;
জয় মৃত্যুঞ্জয় নমঃ হে বিধাতা ॥

মহা। বৎসে! তোমার পরীক্ষার চূড়ান্ত হয়েছে, তোমার দ্বারা জগৎ সতীত্ব ধর্ম্ম শিক্ষা লাভ করেছে।

বিপু। প্রভো! বিধবা কখন সতীত্ব ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে পারেনা, আমি কখন সতী নই, সতী কখন পতিহীনা হয়না।

মহা। (ঈষৎহাস্যে) সত্য কথা, কিন্তু বৎসে! তুমি কি বিধবা হয়েছ?

বিপু। হয়েছি দেব! তা না হলে পতির সাক্ষাত পাইনে কেন? দিবানিশি পথে২ কেঁদে বেড়াচ্চি কেন? জগৎপতি! আমি বিধবা; জীবনের একমাত্র সম্বল পরমারাধ্য পতিধনে বঞ্চিতা, আমার পতির স্বুবর্ণ কান্তি দেহ আজ কঙ্কালে পরিণত, এই দেখুন দেব!

(লখিন্দরের কঙ্কাল বহিষ্করণ)

পার্ব্ব। প্রাণেশ্বর! এখনও যে স্থির হয়ে আছেন? অবলার চক্ষের জল এখনও কি দেখিতে ইচ্ছা আছে?

মহা। প্রাণেশ্বরি! শঙ্কর কাহারও চক্ষের জল দেখ্তে ইচ্ছা করেনা।

পার্ব্ব। নাথ! সে আপনার ভ্রম, তা যদি হবে, তাহলে শিবের ঘরণী হয়ে, আমাকে দিবানিশি কাঁদ্‌তে হতনা।

মহা। জীবিতেশ্বরি! কে কাকে কাঁদিয়েছে তাতো সকলেই জানে, তুমি তো মহাদেবের হৃদয় সিংহাসন হতে মধ্যে২ অন্তর্দ্ধান হয়ে থাকে। সেই দক্ষপুরে একদিন আমাকে পরিত্যাগ করে কোথায় পলায়ন করেছিলে, তোমার জন্য স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, কেবল কেঁদে২ পরিভ্রমণ করে বেড়িয়েছি, তোমা অভাবে পাগল বলে আমার একটী নাম পাগল ভোলা।

পার্ব্ব। জীবিতেশ্বর! আর বিলম্বের আবশ্যক নাই, বিপুলার আশাপূর্ণ হবার আর বিলম্ব কি?

মহা। (পদ্মার প্রতি) বৎসে! অধোবদনে কি চিন্তা কর্চ্চ?

পদ্মা। অন্য কিছু চিন্তা নয় পিতঃ! তবে,—

বিপু। (সরোদনে) তবে কি মা? এখনও কি আপনার মনআশা পূর্ণ হয় নাই? মাগো! এ দুখিনী কি আপনার দয়ার পাত্রী হবেনা? মা শিবসুতা! আজ যখন আপনার শ্রীচরণ দর্শন পেয়েছি, তখন আশাপূর্ণ হোক্ আর নাই হোক্ আজ শ্রীপাদপদ্মে জীবন বিসর্জ্জন দিব।

পদ্মা। বৎসে! আজ তোমার পরীক্ষার শেষ হল, অচিরে তোমার মনআশা পূর্ণ হবে। (মহাদেবের প্রতি) পিতঃ! আর বিলম্ব কর্চ্চেন কেন? ঐ দেখুন নেত্রাবতী অনিরুদ্ধকে লয়ে আস্‌চে।

[নেত্রাবতী ও অনিরুদ্ধের প্রবেশ।]

বিপু। (অনিরুদ্ধকে দৃষ্টি করিয়া) প্রাণেশ্বর! হৃদয়েশ! (পতন ও মূর্চ্ছা।)

অনি। প্রিয়ে! উঠ, উঠ, স্থির হও।

মহা। (বিপুলার প্রতি) বৎসে! এখনও বোধ হয় তোমার ভ্রমদূর হয় নাই, পার্থিব মায়াজালে এখনও তোমার দেহ আচ্ছন্ন, বৎসে! আজ তুমি ইন্দ্রের শাপ হতে বিমুক্ত হলে, এখন বল দেখি তুমি কে?

বিপু। (মূর্চ্ছাভঙ্গে) ভগবান! এখন আমার পূর্ব্বকথা সমস্তই স্মরণ হয়েছে, আমি বিপুলা নই, এ দাসীর নাম উষা।

[ইন্দ্র ও সূর্য্যের প্রবেশ ও অভিবাদন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান]

মহা। (ইন্দ্রের প্রতি) দেবরাজ! অমরাপুরীর সমস্ত কুশল তো? (সূর্য্যের প্রতি) দিবাকর! আপনার তো সমস্ত মঙ্গল?

সূর্য্য। দেব! আপনার কৃপায় সমস্তই কুশল।

ইন্দ্র। পঞ্চানন! আজিত কার্য্যের উজ্জাপন হল?

মহা। না দেবরাজ! এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে।

ইন্দ্র। এখন বুঝেছি, (অনিরুদ্ধ ও উষার প্রতি) বৎস অনিরুদ্ধ! বৎসে উষা! আজ তোমরা উভয়েই আমার অভিসম্পাত হতে বিমুক্ত হলে, অমরপুরীতে আজ হতে তোমাদের পূর্ব্বের ন্যায় স্থান হল।

সূর্য্য। বৎসে উষা! তোমার সৌন্দর্য্য যা আমাকে অর্পণ করেছিলে আমি আজ সেই সৌন্দর্য্য তোমাকে প্রত্যার্পণ কল্লেম।

মহা। এইবার কার্য্যের শেষ হ'ল।

ইন্দ্র ও সূর্য্য। দেব! এখন তবে আমরা বিদায় হই।

মহা। হাঁ. আর কোন বিঘ্ন নাই।

[ইন্দ্র ও সূর্য্যের প্রস্থান।]

[চন্দ্রধর ও নারদের প্রবেশ।]

নার। দেব! চন্দ্রধরের অবস্থা একবার দর্শন করুন!

চন্দ্র। (মহাদেবকে করযোড়ে অভিবাদন পূর্ব্বক স্তব)

হর হর শঙ্কর নমঃ বিশ্বপাতা।
শম্ভু সোমেশ্বর নমঃ নমঃ বিধাতা॥
পঞ্চানন নমঃ পতিতপাবন।
পশুপতি নমঃ বিশ্ব বিনাশন॥
বামদেব নমঃ বৃষভ-বাহন।
মহেশ নীলকণ্ঠ নমঃ ফণিভূষণ॥
শিব ভোলানাথ নমঃ ত্রিলোচন।
অনাদি অনন্ত নমঃ জগজ্জীবন॥
হে ঈশ মহেশ নমঃ দুর্গেশ্বর।
নমঃ নমঃ ভীতজন ভয়হর॥
বিরূপাক্ষ জীব প্রাণ নমঃ ব্যোমকেশ।
পাপীত্রাতা মোক্ষদাতা নমঃ হৃষিকেশ॥

অনাথ স্মরণ নমঃ শৈলেশ্বর।
ত্রিগুণ-আধার নমঃ বিশ্বেশ্বর ॥
পতিত পাবন নমঃ পরাৎপর।
ভূতনাথ আশুতোষ নমঃ দিগাম্বর ॥
মৃত্যুঞ্জয় নমঃ প্রণমি চরণে।
ত্রাহিমাং দীননাথ দীনজনে ॥

(মহাদেবকে প্রণাম)

গীত।

রাগিণী যোগীয়া—তাল ঠুংরি।

জয় শম্ভু সোমেশ্বর! ভোলা মহেশ্বর,
শ্বেত কলেবর, শৃঙ্গধারি।
জয় অনাথ স্মরণ, বিপদহারণ,
ভুজঙ্গভূষণ কালবারি ॥
জয় ব্রহ্ম উপাসক, গরল শোষক,
সংসার নাশক, ব্রহ্মচারী।
জয় বৃষভ বাহন, বিশ্ব নিরঞ্জন,
হে ভূতভাবন, মদনারি ॥
না জানি সাধন, ভজন পূজন, হে মধুসূদন ত্রিপুরারি ॥

মহা। কেও চন্দ্রধর? এস, এস, তুমি অনেক কষ্ট সহ্য করেছ।

চন্দ্র। প্রভো! বিশ্বপতির সেবকের আবার কষ্ট কি? আজ আমার জীবন সার্থক হল, আজ বিশ্বমোহন রূপ দেখ্‌তে পেলেম। দয়াময়ের অসীম দয়ায় আজ হারাধন

পুনঃ প্রাপ্ত হলেম্। বৎস লখিন্দর! আয় বাপ্ কোলে আয়! বিপুলে! মা সতী সাধ্বি! আজ তোমার সতীত্ব বলে আমি পুত্র রত্ন প্রাপ্ত হলেম।

মহা। বৎস! এখনও কি তোমার ভ্রম গেল না? কে তোমার পুত্র? কাকে পুত্র বলে সম্বোধন কর্চ্চ?

চন্দ্র। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) ওঃ! এখন বুঝেছি দেব! লখিন্দর ও বিপুলা যে শাপ ভ্রষ্টে জন্ম গ্রহণ করেছিল তা বুঝেছি, কিন্তু প্রভো! মানব শরীর মায়ার আধার, তাইতে এখনও মায়াজাল ছিন্ন কর্ত্তে পারি নাই। পূর্ব্ব কথা স্মরণ হয়ে প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌চে।

নারদ। চন্দ্রধর! স্মৃতিকে অতল সলিলে নিক্ষেপ কর. লখিন্দর ও বিপুলার জন্য তুমি আজ কৈলাসপুরী দর্শন কল্লে।

চন্দ্র। (হঠাৎ পদ্মার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক সক্রোধে) একি! পিশাচিনী পদ্মা যে এখানে?——

নারদ। (কথায় বাধা প্রদান পূর্ব্বক) চন্দ্রধর! ক্ষান্ত হও, এখনও মা পদ্মাবতীকে চিন্‌তে পার নাই? যাঁর অসীম দয়ায় আজ তুমি দয়াময় উমাপতির শ্রীচরণ দর্শন কল্লে।

চন্দ্র। (ক্ষণেক স্থির থাকিয়া) দেবর্ষি! এখন আমার সকল ভ্রম দূর হ'ল। (ত্বরিত গতিতে পদ্মার পদধারণ পূর্ব্বক চন্দ্রধরের করযোড়ে স্তব)

"নমঃ নমঃ শিবসুতা ওগো নারায়ণী।
বৈষ্ণবী সাবিত্রী তুমি মহেশ নন্দিনী॥
যোগ নিদ্রা যশোপ্রদা তুমি সে যোগিনী।

ভয়ঙ্করী ভীমা ভয়া ত্রিকাল রূপিণী ॥
ত্রিনেত্রা ত্রিগুণা তুমি ত্রিলোক বাসিনী।
স্বাহা স্বধা শাকম্বরী মরাল বাহিণী ॥
তব স্তুতি করিবারে আমি কিবা জানি।
সৃজক পালক তুমি প্রলয় কারিণী ॥
বায়ু তেজ জলাকাশ তুমি সে মেদিনী।
ঋতু অব্দ মাস পক্ষ দিবস যামিনী ॥
তন্ত্র মন্ত্র রাগ যন্ত্র তুমি সে রাগিণী।
এইবার তার মোরে দুঃখ বিনাশিনী ॥
সাধ্বী সিদ্ধি বুদ্ধি তুমি হৃদয় বাসিনী।
এইবার তার মোরে ওগো নিস্তারিণী ॥
শক্তি মুক্তি ভক্তি তুমি যুক্তি বিধায়িনী।
তুমি আদ্যা মহাবিদ্যা তুমি দশপাণি ॥
তুমি স্থূল তুমি সূক্ষ্ম তুমি সর্ব্বজ্ঞানি।
সর্ব্বজীবময়ী তুমি সর্ব্ব সংহারিণী ॥
হীনবুদ্ধি জ্ঞানহীন নাহি সরে বাণী।
আমি অতি মূঢ়মতি শুন গো জননী ॥
না বুঝে বলেছি মন্দ হইয়ে অজ্ঞান।
ক্ষম ক্ষম ক্ষম মাগো জানিয়া সন্তান ॥" (প্রণামকরণ)

রাগিণী কেদার হাম্বির—তাল আড়াঠেকা।

নমঃ ত্রিলোক জননী, শিবসুতা নারায়ণী।
কে জানিবে তব মায়া, ভবদুখ নিবারিণী ॥
তুমি পিতা তুমি মাতা, তাহাতে নাহি অন্যথা.

জীব হিতে অনুরতা, সৃজন লয় কারিণী।
তুমি কৃষ্ণ তুমি কালী, ঘুচাও মা মনের কালি,
জ্ঞান হুতাশন জ্বালি, বরদে মুক্তি দায়িনী।
অবোধ তব সন্তান, বলি কত কুবচন,
দোষী আছে অনুক্ষণ, ক্ষম মা ভব তারিণী॥

চন্দ্র। মাতঃ। আমি ভ্রান্ত, মূঢ় অভাজন তো-
মাকে চিনিতে পারি নাই। মাগো। এ পাপীর বি-
মোচন হবেনা? (স্বগত) আমি কার বিপক্ষ হয়ে
মার বিপক্ষ? (প্রকাশে) মাগো! অধমকে রক্ষা ক-

পদ্মা। বৎস! তোমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা
তোমার জন্য স্বর্গধাম আজ হতে নির্দ্দিষ্ট রইল।

মহা। (চন্দ্রধরের প্রতি) এখন যাও বৎস
স্বরাজ্যে গমন কর।

চন্দ্র। দয়াময়! যদি দয়া করে দীনহীনকে
দিলেন, তবে আর বিদায় দিবেন না, আমার আর
যাইতে ইচ্ছা নাই।

মহা। না বৎস! এখনও তোমার কালপূর্ণ হয়
এখনও তোমার দ্বারা জগতের অনেক কার্য্য সম্পন্ন

নারদ। এস চন্দ্রধর, আমরা তবে গমন করি।

[সকলের প্রস্থান।

(যবনিকা পতন।)